পাট শিল্পের অবদান
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

পাট ও পাটজাত পণ্য: বর্ষপণ্য ২০২৩

৬ মার্চ

জাতীয় পাট দিবস ২০২৩

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

"এ যাবৎ বাংলার সোনালী আঁশ পাটের প্রতি ক্ষমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া-ব্যাপারীরা পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করছে। পাটের মান, উৎপাদনের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(বেতার ও টিভি ভাষণ, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০)

"দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সাথে মানানসই বাংলাদেশের গর্ব সোনালী আঁশ বা পাটের বহুবিধ পণ্য বাজারে বিদ্যমান, যা গুণে ও মানে বিশ্বমানের। ফলে এই পাট শিল্প বিকাশের স্বার্থে যথাসম্ভব দেশীয় সংস্কৃতি ধারণ করে এরূপ পরিবেশবান্ধব পাটজাত সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ পাটখাতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে-বিদেশে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটপণ্যকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি পাট চাষসহ পাটখাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০', 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩', 'পাট আইন, ২০১৭' এবং 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটশিল্পের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়া সম্ভব। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি। পাটশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে এবং দেশের বাইরে এসব পণ্যের বাজারজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সজিব ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার পথ পরিক্রমায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে এবং পাটশিল্পের উন্নয়নে সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বাণী

দেশব্যাপী ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজন উপলক্ষে আমি পাটচাষী, পাটশিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ উৎপাদন এবং বিপণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বছরের পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'পাট শিল্পের অবদান - স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ'-প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাটখাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম ক্ষেত্র। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত শ্রমঘন পাটখাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটশিল্পের উন্নয়নে নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের চলমান পৃষ্ঠপোষকতা পাটখাতের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে এখাতকে অধিক সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয়-আন্তর্জাতিক বাজারে পাট-পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটপণ্যকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০','পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' এবং 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়তা হিসেবে কাজ করছে। পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের বহুমুখী পাটপণ্য একদিন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৪ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে 'রোল মডেল'। আমরা মাতৃভূমিকে 'উন্নয়নশীল' দেশের কাতারে নিয়ে এসেছি। আমাদের উন্নয়নের এ গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলাদেশ'।

আমাদের পাটচাষীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। বাংলাদেশের মাটি এই অর্থকরী ফসল চাষের বিশেষ উপযোগী। সুতরাং আমাদের শ্রম, মেধা, গবেষণালব্ধ ফলাফল, পাটের বহুমুখী পণ্যের সম্ভার, সম্প্রসারণশীল বাজার এবং সরকারি-বেসরকারি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাটখাত উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে- এ আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বাণী

'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৬ মার্চ **'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩'** উদযাপনের অংশ হিসেবে ক্রোড়পত্র ও স্যুভেনির প্রকাশের উদ্যোগে আমি আনন্দিত। এবারের পাট দিবসের আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমগ্র বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস।

সোনালি আঁশ পাটের ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস-একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। পাট বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে আপন উজ্জ্বলতায় ভাস্বর। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পাটখাতকে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এখাত অসামান্য অবদান রাখছে।

পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে সরকার পাটপণ্যকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্তমান সরকার পাটশিল্পের গৌরব বৃদ্ধিকল্পে **'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০** প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিবছর পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটখাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে **'পাট আইন, ২০১৭'**, **'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮'** ও **'চারকোল নীতিমালা, ২০২২'** প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট চাষীদের বীজ সরবরাহসহ অন্যান্য উপকরণ সহায়তার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে পাটকলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পাট সংগ্রহ করতে পারছে যা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে-কৃষকরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন।

কালের পরিক্রমায় কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে এ খাতের উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করেছেন-যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাতপণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রচার প্রচারণাসহ বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করার কাজ চলমান রয়েছে। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সরকার নগদ সহায়তা প্রদান করছে। ফলে আর্ন্তজাতিক বাজারে ক্রমসম্প্রসারমান পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি **'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩'** পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি। এ উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

সভাপতি

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও
সাংগঠনিক সম্পাদক
বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

বাণী

২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

পাট বাঙালির ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়, বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম উপকরণ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে পাটখাতের রয়েছে অনন্য অবদান। পাটখাতের এ সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের রয়েছে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এ বাস্তবতায় দেশব্যাপী ৬ মার্চ 'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্যকে নিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' পালনের এ আয়োজন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ।

বর্তমান সরকারের কর্মপরিকল্পনা ও ব্যবসাবান্ধব নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে বিশ্বব্যাপী পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার সোনালি আঁশের উজ্জ্বল গৌরব বৃদ্ধিকল্পে পাটপণ্যকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি ও পরিবেশগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' অনুযায়ী ঊনিশটি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে। পাটখাতকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' ও 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে পাটের উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাট শিল্পকে সুসংহতকরণ, পাটের গবেষণা এবং পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাট চাষীদের বিনামূল্যে উন্নতমানের পাটবীজ সরবরাহ, প্রশিক্ষণ, সার, বালাইনাশক ও আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রদান করছে। ইতোমধ্যে পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের ফলে পাট বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে। সরকার কর্তৃক বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে পাটখাত জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়সহ এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে। আমার বিশ্বাস, পরিবেশবান্ধব পাট শিল্পের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্রুতই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিগণিত হবে এবং বিশ্ববাজারে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' উদযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। জাতীয় পাট দিবস ২০২৩ সফল হোক।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মির্জা আজম, এমপি)

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে **'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ'** প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ৬ মার্চ ২০২৩ **জাতীয় পাট দিবস** উদযাপিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার পাট চাষীদের ও পাটখাতের গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পাটকে **কৃষিপণ্য**, পাটপণ্যকে **'বর্ষপণ্য ২০২৩'** ঘোষণা করায় এবারের পাট দিবসে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহ উদ্দীপনার গৌরবময় ইতিহাসের অংশ পাট। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় পাটখাতের পুনর্জাগরণ ও আধুনিকায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার পাটখাতের উন্নয়নে সময়োপযোগী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটচাষ সম্প্রসারণ এবং পাটশিল্পের বিকাশ, পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭, 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮, 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০, 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' এবং 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' কার্যকর করা হয়েছে।

পাটখাতের অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাটচাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ, উন্নতমানের পাটবীজসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, দৃষ্টিনন্দন ও শৈল্পিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমার বিশ্বাস, **জাতীয় পাট দিবস ২০২৩** উদযাপনের মাধ্যমে পাট খাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাটখাত দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিতে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে **'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩'** এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ আব্দুর রউফ

মহাপরিচালক
পাট অধিদপ্তর

২১ ফাল্গুন ১৪২৯
০৬ মার্চ ২০২৩

বাণী

সোনালী আঁশ নামে অভিহিত 'পাট' বাংলাদেশের ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্থানীয়ভাবে বহুল ব্যবহৃত পাট ও পাটজাত পণ্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও প্রধান ভূমিকা পালন করে। পাট ও পাট শিল্পের সাথে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। অর্থাৎ দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানীতে পাট খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এতদসত্ত্বেও বিগত কয়েক দশকে প্লাষ্টিক ও সিনথেটিক পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পাটের উৎপাদন, পাট শিল্প ও রপ্তানীতে ব্যাপক মন্দাভাব দেখা দেয়। এতে পাটের ঐতিহ্য অনেকটাই ম্লান হয়ে যায়। তবে সুখের খবর এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক পরিবেশের মারাত্মক দূষণের ফলে একদিকে প্লাস্টিক পণ্য বর্জন ও অন্যদিকে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে পাটের 'সোনালী অতীত' ফিরে আসার ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে পাট অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বাস্তবায়নাধীন 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে পাট চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিনামূল্যে সার, বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে পাট চাষের আওতায় জমির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও পাট আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (৮৫-৯০ লক্ষ বেল) ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাট ও পাট শিল্পকে রক্ষা ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে পাট আইন, ২০১৭; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩; জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮ এবং চারকোল নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করেছে। এ অধিদপ্তর হতে পাট ও পাটজাত পণ্য প্রস্তুত, ব্যবসা ও রপ্তানীর লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরীর লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা হয়ে থাকে। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর নিবন্ধিত উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিনন্দন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানী করছে।

উল্লেখ্য, ২৫ জুন ২০২২ এ স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধনের ফলে পাট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা বিশেষ করে ফরিদপুর, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জসহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে ঢাকা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কেন্দ্রের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। এতে সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে যা পাট খাতে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিশেষে, সোনালী আঁশের সাথে জড়িয়ে আছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের বহুল আকাঙ্খিত স্বপ্ন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাট ও পাটজাত পণ্যকে 'বর্ষপণ্য-২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' ঘোষণা করেছেন যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। 'পাট শিল্পের অবদান, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ'- এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৬ মার্চ জাতীয় পাট দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে পাট অধিদপ্তর হতে স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে- বিষয়টি অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের। পাট সংক্রান্ত তথ্যবহুল লেখা, মতামত এবং তথ্য ও উপাত্ত ভবিষ্যত পথ নির্দেশনায় সহায়ক হবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা

ড. সেলিনা আক্তার

জাতীয় সংসদের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

সভাপতি
মির্জা আজম, এমপি

সদস্য
গোলাম দস্তগীর গাজী
বীরপ্রতীক, এমপি

সদস্য
মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, এমপি

সদস্য
রনজিত কুমার রায়, এমপি

সদস্য
মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী, এমপি

সদস্য
বেগম শাহীন আক্তার, এমপি

সদস্য
আব্দুল মমিন মন্ডল, এমপি

সদস্য
খাদিজাতুল আনোয়ার, এমপি

সদস্য
তামান্না নুসরাত (বুবলী), এমপি

সদস্য
মোহাম্মদ হাবিব হাসান, এমপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশের পাট উৎপাদন এলাকা
INDIA
(Assam)
INDIA
(Tripura)
INDIA
(West Bengal)
MYANMAR
(Burma)
BAY OF BENGAL
Traveismaps.com
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
শেরপুর
নেত্রকোণা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
নওগাঁ
বগুড়া
জামালপুর
ময়মনসিংহ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ
রাজশাহী
সিরাজগঞ্জ
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
মৌলভীবাজার
নাটোর
টাঙ্গাইল
গাজীপুর
পাবনা
নরসিংদী
কুষ্টিয়া
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
মেহেরপুর
রাজবাড়ী
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
মাগুরা
ফরিদপুর
মুন্সীগঞ্জ
কুমিল্লা
খাগড়াছড়ি
মাদারীপুর
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
রাঙ্গামাটি
যশোর
নড়াইল
গোপালগঞ্জ
ফেনী
লক্ষ্মীপুর
বরিশাল
নোয়াখালী
পিরোজপুর
ঝালকাঠি
সাতক্ষীরা
বাগেরহাট
খুলনা
চট্টগ্রাম
পটুয়াখালী
ভোলা
বরগুনা
বান্দরবান
কক্সবাজার

উপদেষ্টা

গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ আব্দুর রউফ
সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

স্যুভেনির প্রকাশনা উপ-কমিটি

০১	মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক
০২	মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
০৩	যুগ্মসচিব (পাট), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	যুগ্মসচিব (আইন), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৫	উপসচিব (বেওবি), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৬	উপসচিব (প্রশাসন-১), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৭	উপসচিব (বস্ত্র-৩), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৮	জনসংযোগ কর্মকর্তা, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৯	সমন্বয় কর্মকর্তা-১, পাট অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১০	সচিব, বিজেএমএ	সদস্য
১১	মহাসচিব, বিজেএসএ	সদস্য
১২	সচিব (ভারপ্রাপ্ত), বিজেএ	সদস্য
১৩	সচিব, বিজেজিইএ	সদস্য
১৪	চেয়ারম্যান, বিজেজিএ	সদস্য
১৫	মহাসচিব, বিএলজেএমএ	সদস্য
১৬	সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ চারকোল ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন	সদস্য
১৭	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড	সদস্য
১৮	উপপরিচালক (প্রশাসন), পাট অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

ডিজাইন

মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার
পাট অধিদপ্তর

মুদ্রণ

ফেয়ারপ্লে
১৩১, ডি আই টি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল
ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনায়

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.motj.gov.bd

সূচিপত্র

এক নজরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়		১৮
পাট ও পাট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য কণিকা		২১
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐতিহ্যময় সোনালী আঁশ	ড. সেলিনা আক্তার	২৪
জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা	মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি	২৮
'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমানচ্যালেঞ্জ, উত্তরণ ও ভবিষ্যত ভাবনা	দীপক কুমার সরকার	৩২
সোনালি আঁশ-পাট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদীয়মান চালিকা শক্তি	মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন	৩৬
পাটের অপার সম্ভাবনা এবং করণীয়	ড. মো. আবদুল আউয়াল	৪০
পাটখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন	মোঃ আবুল হোসেন	৪৫
পাট পচনে পানির ঘাটতি: সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি	জাকারিয়া আহমেদ	৪৮
ফিরে আসুক সোনালি আঁশের সোনালি দিন	কৃষিবিদ ড. মো: আল-মামুন	৪৯
ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে পাটের অবদান	মো: জিহাদ	৫১
প্রাকৃতিক আঁশের উৎস, গুণাগুণ ও অপার সম্ভাবনা	মোঃ মুকুল মিয়া এবং ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা	৫৩
পাট: স্মার্ট বাংলাদেশের উন্নয়নের সিঁড়ি	শেখ সৈয়দ আলী	৫৯

পাটখাত ঃ সোনালী অতীত ও বর্তমান ভাবনা	মোঃ শফিকুল ইসলাম	৬২
পাট শিল্পের উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা	মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না	৬৫
কর্মসংস্থানের বড় খাত হতে পারে চারকোল	আতিকুর রহমান	৬৮
সোনালী আঁশে স্বর্ণোজ্জ্বল ফরিদপুর	কৃষিবিদ মরিয়ম বেগম	৭০
আমি বহুরূপী আঁশ	মোঃ জহুরুল ইসলাম	৭৪
সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাটখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা	মোঃ সওগাতুল আলম	৭৬
বাংলার পাট, আগামীর পণ্য	মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার	৭৭
পাটপণ্য পরীক্ষাগার এবং বিদ্যমান পরীক্ষণ সুবিধাদি		৮০
ফটো গ্যালারী		৮২

এক নজরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১.০ বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্র ও পাটখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৬ সালে পাট মন্ত্রণালয় এবং ১৯৭৭ সালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বস্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়সমূহ পুনর্গঠনকালে বস্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৮ জুলাই ১৯৮৬-এর বিজ্ঞপ্তি মূলে এ দুটি মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ শুরু করে। অতঃপর ২০০৪ সালের ৬ মে পাট মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হিসেবে সরকারি আদেশ জারি করা হয়। এরপর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

২.১ রূপকল্প (Vision)

প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী বস্ত্র ও পাটখাত।

২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়ন, বস্ত্র ও পাট পণ্যের বহুমুখীকরণ, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি এবং এ খাতের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে শক্তিশালী অংশীদারিত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে বস্ত্র ও পাটখাতের উন্নয়ন।

৩.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule 1 of the Rules of Buniness-এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসারে বস্ত্র ও পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রধানত নীতিগত সহায়তা প্রদান করে থাকে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা ও দপ্তরসমূহের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সমন্বয় ও দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারিখাতের অবদান ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধির ফলে মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও কৌশলে বিগত বছরসমূহে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ:

১. বস্ত্র ও পাটনীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

২. রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র ও পাটকল পরিচালনা এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশনের সম্পত্তিসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি;

৩. পাট অধ্যাদেশ ও পাটশিল্প নীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

৪. পাটের সূতা ও পাটজাত পণ্যসামগ্রী এবং সিনথেটিক, স্পেশালাইজড, পাওয়ারলুম পণ্যসহ সুতা ও বস্ত্র শিল্পজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণে সমন্বয়;

৫. বস্ত্র ও পাটপণ্য সামগ্রী রপ্তানি ও এর বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার্বিক সমন্বয়;

৬. সকল বস্ত্রশিল্পের এবং পাটশিল্প, পাট উৎপাদন, পাট বাজারজাতকরণ ও রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ;

৭. পাট ও বস্ত্রশিল্পের বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বস্ত্রকলসমূহে বিদেশীদের নিয়োগের সুপারিশ;

৮. বস্ত্র ও পাট পণ্যের কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পাদন;

৯. সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল এবং উপকরণসহ বস্ত্র ও পাটপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও প্রত্যয়ন;

১০. রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ও বস্ত্রশিল্পের যাবতীয় কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা প্রণয়ন;

১১. বেসরকারি খাতে পাট ও বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ;

১২. বস্ত্রশিল্প ও এর কাঁচামালের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণায় উৎসাহ প্রদান;

১৩. দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক বহুমূখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক উৎপাদন, এর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বাজার সম্প্রসারণে গবেষণা;

১৪. রাষ্ট্রীয় খাতের বস্ত্র, পাট ও তাঁত শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন;

১৫. বস্ত্র ও পাট শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে অধ্যয়ন/অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনানুসারে কমিশন গঠন করা;

১৬. বস্ত্র ও পাট শিল্প এবং বস্ত্র ও পাটপণ্য সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়;

১৭. বস্ত্র ও পাটখাতে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৮. মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ/সংযুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন, বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক বিষয়াদিসহ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ;

১৯. বস্ত্র ও বস্ত্রজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বিষয়ে তত্ত্বাবাধান ও নিয়ন্ত্রণ;

২০. কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য পরিবহন/জাহাজযোগে পরিবহন চুক্তি সম্পাদন;

২১. রেশম শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২২. দেশের বস্ত্র ও পাটখাতের প্রাথমিক কারিগরি মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩. মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন;

২৪. পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানিকারক এবং পাটকল মালিকদের লাইসেন্স প্রদান করা; প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্সের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত/বাতিল সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম;

২৫. মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন-কানন প্রণয়ন/প্রয়োগ;

২৬. মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত যে কোনো বিষয়ে তদন্ত করা, পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা;

২৭. আদালত কর্তৃক গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়রে ওপর অর্পিত যে কোনো বিষয়ে ফি আরোপ/আদায়;

২৮. পাট, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প ও সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করা;

২৯. বস্ত্র ও পাট এবং এর উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্র ও পশ্চাৎমুখী সংযোগকারী (Backward and Forward Linkages) বিষয়াদি;

৩০. পাটখাতের কল্যাণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত International Jute Study Group (IJSG) এবং অন্যান্য সংস্থা/আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদি।

৪.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থ বছরের রাজস্ব প্রাপ্তি (আয়) ও পরিচালন এবং উন্নয়ন বাজেট নিম্নরুপ

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের নাম	রাজস্ব প্রাপ্তি (২০২১-২২)	পরিচালন বাজেট (২০২১-২২)	উন্নয়ন বাজেট (২০২১-২২)
১	২	৩	৪	৫
০১	সচিবালয়	৬৩,৫৫	২৭,৫৮,৮৭	২,৮৯,০০
০২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৪০,০০	২৬,২৯,৭৫	৯৯,৩৫,০০
০৩	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	৪০,০০	৩৩,৬১,৫০	২৮,৩৬,০০
০৪	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন	০০	২২৪,৬৪,০০	৩,০০
০৫	বস্ত্র অধিদপ্তর	৩,২০,০০	৮৬,০২,৫৩	২৩৫,২৪,০০
০৬	পাট অধিদপ্তর	১২,৯৫,০০	২৪,৩২,৪০	৫০,২৭,০০
	সর্বমোট =	১৭,৫৮,৫৫	৪২২,৪৯,০৫	৪১৬,১৪,০০

৫.০ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

৫.১ ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপির সার্বিক অগ্রগতি

সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্য : ৩১ টি
সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ : ৪১৬১৪.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় : ৩৭৫১০.৫১ লক্ষ টাকা
অগ্রগতি : ৯.১৪%
সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ০৫টি

৫.২ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মোট প্রকল্প সংখ্যা ও বরাদ্দের সার-সংক্ষেপ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প সংখ্যা: ২৯টি

মোট বরাদ্দ: ৪১৯.০০ কোটি টাকা

- অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ : ৪০০.০০ কোটি টাকা এবং নতুন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ (থোক): ১৯.০০ কোটি টাকা;
- শিক্ষা সেক্টর (বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রকল্প): ২১৯.০০ কোটি (প্রকল্পসমূহের অনুকূলে : ২১০.৯৭ কোটি + থোক: ৮.০৩ কোটি);
- শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা সেক্টর (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, পাট অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের প্রকল্প): ২০০.০০ কোটি (প্রকল্পসমূহের অনুকূলে: ১৮৯.০৩ কোটি + থোক: ১০.৯৭ কোটি)
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের সংখ্যা: ০৮ টি

দপ্তর/সংস্থাওয়ারি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা এবং বরাদ্দ বিভাজন

ক্রমিক	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	এডিপিতে অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা (২০২২-২৩ অর্থবছর)	এডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩ অর্থবছর)
০১	বস্ত্র অধিদপ্তর	১৬ (ষোল) টি	২১০৯৯৭.০০
০২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৬ (ছয়) টি	১২০০০.০০
০৩	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড	০৩ (তিন) টি	২৫০০.০০
০৪	পাট অধিদপ্তর	০১ (এক) টি	৪৪০০.০০
০৫	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন(বিজেএমসি)	০৩ (তিন) টি	৩.০০
		মোট : ২৯ টি	৪০০০০.০০
		নতুন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ (থোক):	১৯০০.০০
		সর্বমোট বরাদ্দ:	৪১৯০০.০০

বঙ্গবন্ধুর সোনার দেশ
পাট শিল্পের বাংলাদেশ

পাট ও পাট অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্য কণিকা

- সোনালী আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ;
- পাট বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত ;
- সারাদেশে প্রায় ৪ (চার) কোটি লোকের জীবন জীবিকা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট খাতের সাথে জড়িত ;
- পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী পণ্য ;
- প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১২০ দিনে বায়ু মণ্ডলে ১২ মেঃ টন কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ এবং ১১ মেঃ টন অক্সিজেন সরবরাহ করে ;
- পণ্য পরিবহনসহ সকল প্রকার প্যাকেজিং এ পাট একটি পরিবেশবান্ধব উপাদান ;
- উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে জুট জিওটেক্সটাইল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পাট অধিদপ্তর ঃ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

- পাট উৎপাদন, পাটশিল্প স্থাপন ও পাট ব্যবসাকে সুসংহত করতে ১৯৫৩ সালে 'জুট বোর্ড' গঠন করা হয় ;
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'পাট বিভাগ' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে 'পাট পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৭৮ সালে 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর' সৃষ্টি করা হয় ;
- ১৯৯২ সালে 'পাট পরিদপ্তর' ও 'পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর'কে একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়।

ভিশন ও মিশন

ভিশন : দেশে-বিদেশে প্রতিযোগিতা সক্ষম একটি শক্তিশালী পাট খাত প্রতিষ্ঠা।

মিশন : উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটপণ্য সৃজন ও বাজারজাতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ :

- ❖ পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- ❖ পাট আইন ও এ বিষয়ক বিধিমালার প্রয়োগ জোরদারকরণ;
- ❖ পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদান;
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- ❖ পাটখাতে বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণ।

পাট অধিদপ্তর : উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ❑ সোনালী আঁশ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ ;
- ❑ প্রকল্পের আওতায় পাট চাষ, পাটবীজ উৎপাদন এবং পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ ;
- ❑ পাট আবাদী জমির পরিমান এবং উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- ❑ পাটজাত পণ্যের রপ্তানি এবং রপ্তানি আয়ের তথ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ ;
- ❑ পাটকলসমূহে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;
- ❑ পরীক্ষাগারের মাধ্যমে পাটপণ্যের রাসায়নিক মান পরীক্ষা ও পণ্য উৎপাদনে মিল সমূহকে সহায়তা প্রদান ;
- ❑ পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন ;
- ❑ পাট আইন, ২০১৭ এবং দি জুট (লাইসেন্সিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ১৯৬৪ এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- ❑ জাতীয় পাটনীতি-২০১৮ বাস্তবায়ন ;
- ❑ 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ;
- ❑ হাট-বাজার পরিদর্শনের মাধ্যমে ভেজা ও নিম্নমানের পাট ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ;
- ❑ পাট গবেষণা ও পাট উৎপাদনে সংশ্লিষ্টদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❑ পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বাজার সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা প্রদান এবং পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ❑ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

পাট সংক্রান্ত আইন এবং বিধিমালার প্রয়োগ

০১। পাট আইন, ২০১৭ এর আওতায় কার্যক্রম

- মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- পাট চাষের উন্নয়ন, পাটপণ্যের বিপণন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার চাহিদার সাথে সংগতি রেখে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- পাট চাষের জন্য ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বহুমুখী পাটজাত পণ্যের গবেষণা, উদ্ভাবন, উৎপাদন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শক্তিশালী এবং আধুনিকীকরণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ;
- পাট ব্যবসায়ী এবং প্রেস মালিকগণকে লাইসেন্স প্রদান এবং নবায়ন; এবং
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাট ব্যবসা সংক্রান্ত কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

০৩। পাট (লাইসেন্স এন্ড এনফোর্সমেন্ট) বিধিমালা, ১৯৬৪ (সংশোধনী, ২০১১)

- পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন ;
- লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় এবং হালনাগাদ সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ ;
- আইন ও বিধিমালা ভংগকারীদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হতে রাজস্ব আদায়; এবং
- এ সংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধন কার্যক্রম চলমান রাখা।

০৪। 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন

- দেশে পাট উৎপাদন ও পাটের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রণয়ন করা হয়;
- উক্ত আইনের আওতায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার , চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুঁড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে;
- আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হাট-বাজার মনিটরিং করা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি ;
- পণ্য উৎপাদন ও মোড়কীকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল ; এবং
- আইন ও বিধি ভংগকারীর বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

সোনালি আঁশের সোনার দেশ
পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশ

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐতিহ্যময় সোনালী আঁশ

ড. সেলিনা আক্তার
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, পাট অধিদপ্তর

পাট বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দীর্ঘদিন বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে আশির দশকে বিশ্বব্যাপী প্লাষ্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারায় কিছুটা ছেদ পড়লেও সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ, পাটখাত হতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, জুট জিওটেক্সটাইল, সয়েল সেভার বহুমুখী পাটপণ্য ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পাটের এ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম ভালোবাসা আর সময়োপযোগী ইতিবাচক পদক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় এক অন্যতম অনুষঙ্গ। ২০১৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চকে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটেই 'পাট শিল্পের অবদান, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' - প্রতিপাদ্যে ৬ মার্চ ২০২৩ জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

শিল্পখাতে পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের একক বৃহত্তম শিল্প। বাংলাদেশ বিশ্ব বাজারের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে। কাঁচাপাট, প্রচলিত পাটপণ্য (হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি) ও বহুমুখী পাটজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে দেশের মোট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩% অর্জিত হয়ে থাকে। অর্থকরী ফসল হিসেবে পাট জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নিম্নের সারণীতে বিগত ৫ বছরের কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানী ও রপ্তানী আয়ের তথ্য দেয়া হলো:

সারণী-১: বিগত ৫ বছরের কাঁচাপাটের উৎপাদন, রপ্তানী ও রপ্তানী আয়

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ বেল)	মোট রপ্তানী (লক্ষ বেল)	রপ্তানী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৭-১৮	৮৮.৯৫	১৩.৭৯	১৫৬.৩২
২০১৮-১৯	৮৫.৭৬	৮.২৫	১১২.৪৮
২০১৯-২০	৮০.৪৫	৮.৬৫	১২৯.৮৯
২০২০-২১	৭৭.২৫	৫.৮৬	১৩৮.১৫
২০২১-২২	৮৪.৩২	৮.০১	২১৬.১৮
উৎস: এনবিআর, ডিএই,ইপিবি,পরিসংখ্যান ব্যুরো,পাট অধিদপ্তর			

সারণী-২: বিগত ৫ বছরের পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানী ও রপ্তানী আয়

অর্থ বছর	মোট উৎপাদন (লক্ষ মে:টন)	মোট রপ্তানী (লক্ষ মে:টন)	রপ্তানী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০১৭-১৮	১০.২৯	৮.২৭	৮৩৬.৮১
২০১৮-১৯	১০.২৭	৭.১৮	৭২৩.২৮
২০১৯-২০	১০.৭০	৭.১৪	৭৮২.১১
২০২০-২১	৯.৫০	৭.৩৯	১০১৭.৩০
২০২১-২২	৮.২৫	৫.৯৮	৯৪৮.২৬
উৎস: এনবিআর, ডিএই,ইপিবি,পরিসংখ্যান ব্যুরো,পাট অধিদপ্তর			

সারণী-১ অনুযায়ী দেখা যায় যে, ২০১৭-১৮ হতে ২০২১-২২ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতি বছরে প্রায় ৮০-৯০ লক্ষ বেল উৎপাদিত হয়েছে। কাঁচাপাট রপ্তানীর পরিমান হ্রাস পেলেও মূল্যমানে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে সারণী-২ তে দেখা যায় যে, পাটজাত পণ্যের উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেলেও মূল্যের দিক থেকে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২১-২২ অর্থ বছরে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে ১১৬৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়। চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১২৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত এ খাতে ৫৪৮.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। ফলে এ অর্থ বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

প্রণিধানযোগ্য যে, পাটখাতে অর্জিত ১ মার্কিন ডলার তৈরী পোষাকখাতে অর্জিত ৪ মার্কিন ডলারের আয়ের সমান। পাট উৎপাদন শুরু থেকে চূড়ান্ত পাটপণ্য উৎপদনের প্রতিটি স্তর দেশেই সম্পন্ন হওয়ায় পাটখাতে মূল্য সংযোজনের আনুপাতিক পরিমাণ অন্য যে কোন খাতের তুলনায় অনেক বেশী। অভ্যন্তরীণভাবে অর্থনৈতিক শক্তির অন্যতম খাত, পাটখাত যার প্রতিটি স্তরে স্তরে অধিক মূল্য সংযোজন করে রুপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে উন্নীত করা সম্ভব।

উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িত। শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। পাট একটি পরিবেশবান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার সম্ভব হলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ ছাড়াও পাটচাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটপতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। ফলে পাট চাষ পরবর্তী ফসলে চাষী তুলনামূলকভাবে বেশী লাভবান হয়।

মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের ঐতিহ্য ও গুণগতমানের অঙ্গীকারকে সমুন্নত রাখা এবং পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৬.২৫ লক্ষ পাট চাষীকে প্রতি বছর বিনা মূল্যে বীজ, সার, বালাইনাশকসহ কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া পাট চাষের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে পাট চাষের আওতায় জমির পরিমাণ (প্রায় ১৬ লক্ষ একর) পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও পাট আঁশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (৮৫-৯০ লক্ষ বেল) ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শেষে গুণগত মানসম্মত পাটবীজের উৎপাদনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুঁড়া, পোল্ট্রি ও ফিসফিড মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অমান্যকারীর শাস্তি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড। এছাড়া সরকার পাট আইন-২০১৭; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০; পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩; জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮ এবং চারকোল নীতিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করেছে। এ আইনের শতভাগ বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ফরিদপুরে মত বিনিময় সভায় পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক ঘোষণা "স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাট অধিদপ্তরের সকল কার্যক্রম অটোমেশনের (Automation) এর আওতায় আনার উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিকারক লাইসেন্স, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকারক লাইসেন্স (জুট মিল) এর আবেদন MyGov Platform এর আওতায় পাট অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে অটোমেশন করা হয়েছে।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে পাট খড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট আঁশের পাশাপাশি চাষীরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পাট পানীয়তে ব্যবহারযোগ্য পাট পাতা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটখড়ি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাটকাঠি দিয়ে স্বল্প ব্যয়ে পেপার পাল্প তৈরী করা যায়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক পাটের 'জিনোম সিকোয়েন্স' আবিস্কারের ফলে পাটের সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানি ক্রমেই দৃশ্যমান হচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, ভিসকস এসব পাটখাতকে নিতে পারে উন্নতির উচ্চ শিখরে; গড়তে পারে জাতীর পিতার লালিত স্বপ্নের সোনার বাংলা। নানাবিধ কারণে এখনো এসব প্রযুক্তির পুরোপুরি বাণিজ্যিকীকরণ করা সম্ভব হয়নি। এসব সম্ভাবনার নিবিড় নার্সিংসহ প্যাটেন্ট রাইটস এর বিষয়গুলো দ্রুত নিস্পন্ন করে বাস্তবায়ন করা তথা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বিপণন প্রয়োজন। এ জন্য পাট খাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ, নীতি সহায়তা প্রদান, দক্ষভাবে অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮২ ধরণের অধিক পাটপণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে লাভজনক পর্যায়ে টিকে থাকার জন্য এসব পণ্য আরো আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন উন্নত গবেষণা ও সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। বাজার সম্প্রসারণের লক্ষে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালী ব্যাগ, পাট থেকে উৎপাদিত ভিসকস এর ব্যবহারের মাধ্যমে বস্ত্র খাতের কাঁচামালের ব্যাপক চাহিদা মিটানো সম্ভব। কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে অধিক মূল্য সংযোজনের অন্যতম খাত পাটখাতের উপর জোর দেয়া অতি জরুরী হয়ে দাড়িয়েছে।

গৌরবোজ্জল ঐতিহ্যের অংশ হওয়া সত্বেও পাটখাত নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আগাচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, বসতবাড়ি নির্মাণ এবং বহুমুখী ফসল উৎপাদনসহ নানাবিধ কারণে পাট চাষের উপযোগী উর্বর জমি এবং পাট পঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির কারণে পাটের উৎপাদনে পরিমাণগত গুণগত ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। ভালো বীজের উপর যে কোন ফসলের মান বা ফলন ইত্যাদি নির্ভর করে। উপযুক্ত জমি এবং মানসম্মত পাট বীজের ঘাটতি পাট উৎপাদনে একটি অন্যতম বড় বাঁধা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট উন্নত পাটের জাত আবিস্কার করলেও দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৬৫ ভাগ পাটবীজ পাশ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মত মানসম্মত বীজের অভাবে অনেক সময় পাট উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ে। টেকসই পাট খাত তৈরীর লক্ষ্যে পাটবীজ উৎপাদনে পাট চাষীদের সয়ম্ভরতা অর্জন এবং চাষীদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান নিশ্চিত করাও জরুরি। ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনাবৃষ্টি, জলাশয়সমূহ ভরাট হওয়া, পানির দুস্প্রাপ্যতার কারণে পাট পচানোর বিষয়টি ও অন্যতম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে।

পাট একটি শ্রমঘন ফসল যার উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহারের পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। পাটজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি খাতে পাটকলগুলো পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়ন, উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজন ও মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আরও নতুন নতুন পাটকল স্থাপিত হচ্ছে। পাটের বহুমুখীকরণ ও পাটজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিশেষ কার্যক্রমের ফলে পাট শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে পাটকল স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিপুল পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

২৫ জুন, ২০২২ এ স্বপ্নের 'পদ্মা সেতু' উদ্বোধনের ফলে পাট উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ এলাকা বিশেষ করে ফরিদপুর, মাদারিপুর ও গোপালগঞ্জসহ দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর সাথে ঢাকা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কেন্দ্রের যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। এতে সময় ও অর্থ দুটোই সাশ্রয় হবে যা পাট খাতে যুগান্তকারী উন্নয়ন ঘটাবে। পরিশেষে, পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১৬ সালে থেকে প্রতি বছর ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। এই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যকে 'বর্ষপণ্য-২০২৩' ঘোষণা করেছেন। একইসাথে পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ ঘোষণা অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে এবং পাটখাতের উন্নয়নে অপার সম্ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে তথা পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত ও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন। এতে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনসহ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে।

পাটের জীবনচক্র

জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোহাম্মদ আবুল কালাম, এনডিসি
অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল ভোগরত)

'পাট' - বহুল উচ্চারিত মাত্র দুটি অক্ষরের একটি শব্দ। কেবল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেই নয়, অন্যতম প্রধান অর্থকরি ফসল রূপেও এটি বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ তথা এ দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও আবেগের সাথে মিশে থাকা একটি অনুভূতির নামও বটে। পাটের সোনালী আঁশে আবৃত সমৃদ্ধ অতীত সস্তা ও অধিকতর সহজলভ্য কৃত্রিম তন্তুর মহাপ্লাবনে বিপর্যস্ত বর্তমানে কিছুটা নিষ্প্রভ দেখালেও অন্তর্নিহিত শক্তির বলে তা নতুন রূপে, বর্ধিত শক্তি নিয়ে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে। এর মূলে রয়েছে দড়ি, ছালা, কার্পেট প্রভৃতি প্রচলিত পণ্যের বাইরে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের অমিত সম্ভাবনা। ইউরোপিয় কমিশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ২০০২ সালে তৎকালীন পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাত্রা শুরু। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ২১টি বহুমুখী পাটপণ্য নিয়ে স্থানীয় বাজারে আত্মপ্রকাশ করে জেডিপিসি'র ১০ জন উদ্যোক্তা। প্রাথমিক পর্যায়ে গুটি কয়েক বাহারী পাটের ব্যাগই ছিল সম্বল। নান্দনিক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে, বিশেষ করে পাটের তৈরি মহিলাদের ফ্যাশনেবল ব্যাগ, জুতা ও জুয়েলারি বক্স ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও সিনথেটিক পণ্য সামগ্রীর দাপটে প্রথম দিকে এ সব পণ্য বাজারে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখিন হয়। তবে জেডিপিসি ও এর সযত্ন তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠা অদম্য উদ্যোক্তা শ্রেণীর হার না মানা প্রচেষ্টায় প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে বহুমুখী পাটপণ্যের সহজলভ্যতা ও পরিবেশসম্মত ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিপরীতে পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক, পলিথিন ও সিনথেটিকের বিপর্যয়কর প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্দ্ধমান সচেতনতা ও উদ্বেগ বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাটের উপযোগিতা ও সম্ভাবনাকে নতুনভাবে সামনে তুলে এনেছে।

শুরুতে জেডিপিসি'র কার্যক্রম প্রতিশ্রুতিশীল উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ ও তাদের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকলেও ধাপে ধাপে তা নানামূখী বিস্তৃতি লাভ করে। ২০০৬ সালের দিকে বহুমুখী পাটপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে ৩টি বিভাগীয় শহরে প্রতীকী মাত্রায় বহুমুখী পাটপণ্য উদ্যোক্তা সহায়তা কেন্দ্র (Jute Entrepreneurs Service Centre - জেইএসসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এ কার্যক্রম আরও ৩টি বৃহৎ জেলায় সম্প্রসারিত হয়। উদ্যোক্তাদের সুলভ মূল্যে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে ঢাকার কেন্দ্রিয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Material Bank) স্থাপন করা হয়। নিবন্ধিত উদ্যোক্তাগণ, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা এই কাঁচামাল ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে পারে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন বহুমুখী পাটপণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ জেডিপিসি ভবনের দ্বিতীয় তলার একাংশ নিয়ে একটি প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কেন্দ্রে বর্তমানে শতাধিক উদ্যোক্তা নিয়মিতভাবে তাদের তৈরি বাহারি রকমের বহুমুখী পাটপণ্য সরবরাহ করে চলেছেন। জেডিপিসি'র কেন্দ্রিয় প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র হতে বেসরকারি খাতের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি দপ্তর/সংস্থাও নিয়মিত সুলভ মূল্যের পাটপণ্য সংগ্রহ করে থাকে। কাঁচামাল ব্যাংক এবং প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের কার্যক্রম জেইএসসি পর্যায়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলেও আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ফলে জেইএসসি গুলোকে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। জেডিপিসি'র আরেকটি প্রধান কাজ হচ্ছে, উদ্যোক্তাগণের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বিভিন্ন বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ কাজটি চলমান থাকলেও আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাতেও নানারূপ সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

জেডিপিসি'র আরো কিছু সীমাবদ্ধতাও এর প্রত্যাশিত বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানটির কাঠামোগত দুর্বলতা। সৃষ্টির পর ২০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশে এর উদ্যোগে পাটপণ্যের বহুমুখীকরণের এক প্রকার জোয়ার সৃষ্টি হলেও জেডিপিসি এখনো কোন প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। একদিকে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধিজনিত সুযোগ সুবিধার ক্রমবর্দ্ধমান আর্থিক দায়, অন্যদিকে সুদের হারে ক্রমাবনতির ফলে প্রতিষ্ঠাকালে ইউরোপিয় কমিশনের অনুদানে অর্থ (স্থায়ী আমানত হিসেবে রক্ষিত) হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার দরুন জেডিপিসি'র আর্থিক

সক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ও প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন হলেও সরকারি কাঠামোভুক্ত না হওয়ায় জেডিপিসি কোন রকম সরকারি আর্থিক সহায়তা পায়না। এর ফলে এতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উদ্যম ও উৎসাহ হারিয়ে ক্রমশ হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছেন।

তৎসত্ত্বেও জেডিপিসি'র হাত ধরে সূচিত এই নতুন পর্বে পাট স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে আবারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে জেডিপিসি'র নিবন্ধিত আট শতাধিক উদ্যোক্তা এখন ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিপণনের মাধ্যমে পাটখাতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। তাদের উৎপাদিত বহুমুখী পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার যেমন দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে, তেমনি আন্তর্জাতিক বাজারেও এ দেশের বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্যের তালিকায় রয়েছে সব ধরনের ব্যাগ, বাস্কেট, নারী-পুরুষের জুতা-সেন্ডেল, ম্যাটস, জুয়েলারি, ফ্যাব্রিকস্, সোয়েটার, খেলনা, বিয়ের সামগ্রী, শাড়ি, জুট ডেনিম, শার্ট, পাঞ্জাবি, কোটি, পাটের ফ্যাব্রিক থেকে উৎপাদিত গার্মেন্ট সামগ্রী ইত্যাদি। পাটপাতা থেকে তৈরি চা-প্রকৃতির পানীয়ও বর্তমানে জনপ্রিয়তা লাভ করছে। বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য পৃথক এইচএস (HS) কোড না থাকায় এসব পণ্য রফতানি হতে ঠিক কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তবে জেডিপিসি'র নিজস্ব তথ্যভাণ্ডার অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এর পরিমাণ প্রায় ১৪ শত কোটি টাকা এবং তা প্রতি বছরই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্বাস করবার যুক্তিসংগত ক্ষেত্র বিদ্যমান যে, পাটপণ্য বিপণনে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো গেলে আমাদের বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার কয়েকগুণ সম্প্রসারিত হতে পারে। বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রসার লাভ না করার আরেকটি কারণ হচ্ছে, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার অভাব। প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে জেডিপিসিও এ ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানে সমর্থ হচ্ছে না।

অবশ্য আশার দিকও একেবারে কিঞ্চিতকর নয়। বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার বা প্রচলন এবং রফতানি বৃদ্ধিতে সরকারের দৃঢ় নীতিগত অঙ্গীকার রয়েছে। জেডিপিসি'র কার্যক্রম পত্তনের কয়েক বছর পরেই পাটপণ্যের স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকার পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ প্রবর্তন করে। এই আইনের আওতায় চাল, ডাল, গম প্রভৃতিসহ ১৯টি নিত্য ব্যবহার্য পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করতে সীমিত পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। একই সাথে সরকার বহুমুখী পাটপণ্য রফতানিতে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা বা রফতানি প্রণোদনা চালু করেছে। ফলে উদ্যোক্তারা অভ্যন্তরীণ বিপণন বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার অন্বেষণেও ব্রতী হয়েছেন। বর্তমানে বিশ্বের একশটিরও বেশী দেশে জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাদের তৈরি বহুমুখী পাটপণ্য রফতানি হচ্ছে। এটি খুবই আশাব্যঞ্জক যে পাটের বহুমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সমধিক পরিচিত এই নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বহুমুখী পাটপণ্যের দিগন্ত উত্তরোত্তর প্রসারিত হবে-এই প্রত্যাশা মোটেই অলীক বা ভিত্তিহীন নয়।

পরিবেশের জন্য বিষময় কৃত্রিম তন্তুর লাগামহীন ব্যবহারক্লিষ্ট প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রেক্ষাপটে বর্তমানে কৃত্রিম তন্তু বর্জনের বিপরীতে পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তুর ওপর গুরুত্বারোপ এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার ফলে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচিত হতে চলেছে। কৃত্রিম তন্তু বর্জন ও এর বিপরীতে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৭৪তম সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে আশা করা যায়। তবে একদা সোনালী আঁশ নামে খ্যাত পাট বহুমুখী পাটপণ্যের এ সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপায়ন করতে হলে আমাদের নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আশু নজর দেয়া প্রয়োজন:

(ক) পাটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক তন্তু দ্বারা বহুমুখী পণ্য উদ্ভাবন, ব্যবহার ও বিপণনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে সুনির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র ও দায়িত্ব দিয়ে জেডিপিসিকে যথা দ্রুত সম্ভব একটি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় রূপান্তরসহ এর আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়ন;

(খ) বহুমুখী পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ এর কঠোর প্রয়োগ;

(গ) বহুমুখী পাটপণ্যের রফতানি সংক্রান্ত সঠিক তথ্য সংরক্ষণ ও সংকলনের সুবিধার্থে বহুমুখী পাটপণ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট এইচএস (HS) কোড প্রবর্তন; এবং

(ঘ) বহুমুখী পাটপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে প্রচারণায় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে কাজে লাগানো।

বহুমুখী পাটপণ্য

পাট শিল্পের অবদান

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

সম্মানিত পাট চাষীদের জ্ঞাতার্থে

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তর কর্তৃক 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত পাট চাষীদের বিনামূল্যে উন্নত জাতের পাটবীজ, সার ও বালাইনাশকসহ কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হচ্ছে। তাছাড়া পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের কলাকৌশল সম্পর্কে পাট চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

- পাট উৎপাদন মৌসুম আসন্ন হওয়ায় জমি প্রস্তুত করুন।
- বিজেআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা-৮(রবি-১)/ও-৯৮৯৭ জাতের পাটবীজ ব্যবহার করে গুণগত মান সম্পন্ন অধিক পাট ফসল ঘরে তুলুন।
- বাজারের নিম্নমানের পাটবীজ ব্যবহার হতে বিরত থাকুন।
- পাট ও পাটবীজ উৎপাদন সংক্রান্ত কলাকৌশল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য জানার জন্য পাট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখুন।
- পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের চাষ পদ্ধতি, পাট পচন, বাজারজাতকরণ এবং পাটবীজ সংরক্ষণ কলাকৌশল সম্পর্কে পাট অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।

প্রকল্প পরিচালক
'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প
পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

‘উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ’ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, উত্তরণ ও ভবিষ্যত ভাবনা

দীপক কুমার সরকার (যুগ্মসচিব)
প্রকল্প পরিচালক, পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ বলে খ্যাত পাট ও পাটজাত পণ্য বাংলাদেশের ঐতিহ্য। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের অন্যতম উদ্দীপক ছিল বাংলার পাট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতি বছর ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মানসম্মত বীজের অভাব এবং সনাতন পদ্ধতিতে পাটের চাষাবাদ একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পাটখাতের উন্নয়নে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও পাট পচনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং অব্যাহত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে “উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা:

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন :
- ৭৫,০০০ জন কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ৭৫০০ মেঃ টন উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন ;
- ৬,৯০,০০০ জন কৃষকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল পাট উৎপাদন ;
- উন্নত পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদনের জন্য ৭৫,০০০ জন এবং পাট আঁশ উৎপাদনের জন্য ৩,৪৫,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান ;

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে। ভালোমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটিং এবং পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরা তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশে উফশী পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটবীজের ঘাটতি পূরণ অনেকটা সম্ভব হয়েছে। এতে উন্নত জাতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, যা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাট চাষীগণ উফশী পাটবীজ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীল এবং মানসম্মত অধিক পরিমাণ উন্নত জাতের পাট উৎপাদনে সক্ষম হবেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু, পাট আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমান পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রকল্পের আওতায় উচ্চ ফলনশীল পাট চাষাবাদের মাধ্যমে বছরে গড়ে চাষীর ৭৮০০০ হেক্টর জমিতে তোষা পাট উৎপাদিত হচ্ছে। প্রতি বছর ৬০০-৭০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত বিএডিসি থেকে প্রায় ৭ মে.টন ভিত্তি পাটবীজ ও আঁশ উৎপাদনের জন্য ৪৫০ মে.টন প্রত্যায়িত পাটবীজ ক্রয় করে নির্বাচিত আদর্শ পাট চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। উফশী পাটবীজের পাশাপাশি রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কৃষি উপকরণাদিসহ উন্নত পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি তালিকাভুক্ত কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। উফশী পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহী এবং উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনের জন্য উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের গৌরবোজ্জ্বল ভুমিকার পথ পরিক্রমায় জাতীয় অর্থনীতিতে পাট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতি আজ গর্বিত। পাট চাষীদের প্রত্যাশা পূরণের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে তা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর নির্মল বহিঃপ্রকাশ। এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময়োচিত পদক্ষেপ এবং সানুগ্রহ নির্দেশনা জাতিকে করেছে উদ্বেলিত এবং স্পন্দিত। পাটের স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। উৎকৃষ্ট জমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্বের সেরা মানের

পাট উৎপাদন করে আসছে। দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পাটখাতের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১৮.৩৯ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ করা হয় এবং প্রায় ৮২.৭৬৯ লক্ষ বেল কাঁচাপাট উৎপাদন হয়। পাট চাষের জন্য প্রতিবছর প্রায় ৬৩১২ (তোষা, দেশি ও কেনাফ) মে.টন পাটবীজের প্রয়োজন।

সরকারিভাবে দেশে প্রায় ১৮০০ মে. টন পাটবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে। এছাড়া প্রকল্প বর্হিভূত চাষী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন করে থাকে। এতে সরকারি-বেসরকারিভাবে মোট ২১০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন হয়ে থাকে।

পাটবীজের চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রায় ৩০০০ মে.টন পাটবীজ (ডিএই এর অনুমোদনের ভিত্তিতে এলসি মাধ্যমে) ভারত থেকে ডিলারের মাধমে আমদানি হয়ে থাকে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে প্রায় ৫০০ মে.টন পাটবীজ ভারত থেকে আমদানি করা হয়। দেশে উৎপাদিত পাটবীজ এবং ভারত থেকে আমদানিকৃত পাটবীজের মাধ্যমে প্রায় ৫৯০০ মে.টনের চাহিদাপূরণ করা সম্ভব। ফলে চাহিদাপূরণের জন্য আরও প্রায় ৫০০ মে.টন পাটবীজের ঘাটতি থাকে।

পাট জাগ দেয়া

প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি
৩৭,৬৪৬.৭৪	১২২৪০৮.৮৫ লক্ষ টাকা (৩২.৫২%)	৩৯%

এ যাবৎ প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত বছরভিত্তিক গড়ে ৫৭৮০০০ কৃষককে পাট আঁশ চাষে ও ৩৫০০০ কৃষককে পাট বীজ চাষে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ২১২৩৫৪ হেক্টর জমিতে প্রায় ৩৬ লক্ষ বেল পাট ও প্রায় ৭০০০ হেক্টর জমিতে প্রায় ১৫০০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদন হয়েছে। চাষীদের মধ্যে প্রায় ৩০ মে.টন ভিত্তিবীজ ও ১৬০০ মে.টন প্রত্যায়িত ও মান ঘোষিত বীজ বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত বীজ হতে বীজ বিক্রয়ে আগ্রহী কৃষকদের নিকট হতে পরবর্তী পাট মৌসুমের চাহিদার ভিত্তিতে ১৭২ মে.টন বীজ ক্রয় করে তা অন্য চাষীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। প্রায় ১৫০০০০ চাষী পাট ও পাটবীজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এ প্রকল্পটি সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো কৃষকদের উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ ও প্রশিক্ষিত করা। যার ফলে পাটচাষ পূর্বের সোনালী যুগে ফিরে না এলেও ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৬৫০ মে.টন পাটবীজ উৎপাদিত হয়েছে এবং প্রায় ১৩০ মে. টন পাটবীজ বীজ উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট হতে প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় উৎপাদিত এ বীজ বিএডিসির পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৮০% এর উপরে পাওয়া গিয়াছে যা মান ঘোষিত পর্যায়ে আছে এবং মাঠ পর্যায়ে কৃষকরাও পাটবীজ নিয়ে তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে। প্রকল্পের আওতায় উৎপাদিত আঁশের মানেও কৃষকরা তাদের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ:

১. **পাট ও পাটবীজ চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমির প্রাপ্যতা:** প্রকল্পটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলো কাঙ্খিত মাত্রার পাট চাষের জমি না পাওয়া। মূলত খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি উন্নয়ন বিবেচনায় শস্য বৈচিত্রায়নের কারণে চাষীদের আগ্রহের মধ্যেও বৈচিত্র এসেছে। কৃষকেরা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের দেশি-বিদেশী ফল, ফসল ও সব্জি আবাদের দিকে ঝুকছে। পাট

একমাত্র অর্থকরী ফসল হিসেবে যে জায়গায় ছিল তা বিভিন্ন ফল-ফসল এসে জায়গা করে নিয়েছে। ফলে পাট চাষের আওতায় আরও অধিক পরিমান জমি পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। আবার বীজ উৎপাদন মৌসুমে সব্জি চাষের সময় হওয়ায় বীজ উৎপাদন চাষাধীন এলাকা বৃদ্ধিও কঠিন হয়ে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সাথী ফসল হিসেবে কিংবা আম বাগানে পাটবীজ চাষের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে।

২. **বাস্তবায়নকারী জনবল:** উপজেলা পর্যায়ে পাট অধিদপ্তরের কোন স্থায়ী জনবল কিংবা অফিস নেই। প্রকল্পের একজন উপসহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা আউটসোর্সিং সেবা গ্রহণ নীতিমালায় কাজ করছে। তার সাথে ২০২২ এর শুরুতে একজন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মূলত স্থানীয় প্রশাসন, উপজেলা কৃষি অফিস ও জন প্রতিনিধিদের সহায়তায় চাষীদের তালিকা তৈরিসহ যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে মাঝে-মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যথাসময়ে কাজ সম্পাদনে বিলম্ব হচ্ছে। তা ছাড়া একজন মাত্র টেকনিক্যাল জনবল দিয়ে পুরো উপজেলায় পাট চাষীদের সেবা প্রদান কিংবা যথাযথ পরিবীক্ষণও সম্ভব হয়ে উঠেনা।

৩. **সমন্বিত চাষাবাদ:** বর্তমানে কৃষকেরা শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে শস্য বিন্যাস ও সমলয়ে চাষাবাদের উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু এ প্রকল্পটি শুধুমাত্র একটি ফসল নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করায় কৃষকদের সমন্বিত চাষাবাদ নিয়ে কোন ধারণা দিতে পারছেনা। এ ক্ষেত্রে উপজেলা কৃষি অফিস যদি শস্য বিন্যাসের মধ্যে পাট ও পাটবীজকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করে তা হলে আরও অধিক ফলপ্রসূ হবে।

৪. **রিবনার বিতরণ:** ১৯৯৭ সাল থেকেই পাট অধিদপ্তর বিভিন্ন ফর্মে উদ্ভাবিত রিবনার প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বিতরণকৃত রিবনার ব্যবহার করতে শ্রমিক বেশি লাগে এতে পাটখড়ি কিছুটা ভেঙ্গে যায় এবং পাটের বয়স বেশি হলে ছাল/আঁশ পুরোপুরি বের না হয়ে ছিড়ে যায় বিধায় কৃষকরা তা ব্যবহারে আগ্রহী নয়। এ সব বিবেচনায় ২০২১ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের পিআইসি সভায় বিজেআরআই প্রতিনিধি রিবনার খাতে অর্থ ব্যয় অপচয় হবে মর্মে মত ব্যক্ত করলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে রিবনার বিতরণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ভবিষ্যতে বিজেআরআই যদি শ্রমবান্ধব ও সহজলভ্য রিবনার তৈরি করতে পারে সে ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া যাবে।

৫. **জাত জনপ্রিয়করণ:** আরও একটি বিষয় কৃষকগণ মত প্রকাশ করেন যে বিজেআরআই তোষা পাট ১২০ দিনের পূর্বে কর্তন করলে কাঙ্খিত মাত্রার ফলন পাওয়া যায় না। অথচ আমদানীকৃত ভারতীয় জাতসমূহ এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যেই সমপরিমাণ ফলন দিয়ে থাকে এবং বাজারে দামও সমপর্যায়ের থাকে। সে বিবেচনায় বিজেআরআই তোষা পাট কৃষকদের কাছে জনপ্রিয় করা সময়সাপেক্ষ।

৬. **টেকসই বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা:** প্রকল্পের আওতায় বীজ ক্রয়ের নিশ্চয়তা থাকায় আপাতত বীজ উৎপাদনে চাষীদের কিছুটা আগ্রহী করা গেলেও ক্রয়ের ব্যবস্থা না থাকলে কৃষক পর্যায়ে বীজ উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি প্রকল্পে পাটবীজ উৎপাদনের সংস্থান থাকলেও যেহেতু বীজ ক্রয়ের সংস্থান নেই সেহেতু তারা কাঙ্খিত মাত্রায় পাটবীজ উৎপাদন করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে বিএডিসির অভিজ্ঞতাও প্রায় সমপর্যায়ের। তাই দেশে পাটবীজ উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বিষয়টি খুবই চ্যালেঞ্জিং।

৭. **বাজারজাতকরণ:** পাট উৎপাদন মৌসুমে ক্রয় কেন্দ্রগুলোর অবস্থান নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় থাকায় অনেক এলাকার কৃষক স্থানীয় বাজারে পাট বিক্রয় করতে না পেরে হতাশায় ভোগেন। এক্ষেত্রে পাট উৎপাদন জেলা সমূহে পাট ক্রয় কেন্দ্র থাকলে কৃষকদের পাট বিক্রিতে সহায়ক হয়।

ভবিষ্যৎ ভাবনা:

এ প্রকল্পটি পাট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন একমাত্র প্রকল্প। তা ছাড়া পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের জন্য এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রকল্প। ১৯৯৪ সাল হতে পাট অধিদপ্তর বিভিন্ন নামে কিংবা আঙ্গিকে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। তাই ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্ত যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

১. যেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ আবর্তক প্রকৃতির সেহেতু আউটসোর্সিং জনবল দ্বারা বাস্তবায়ন না করে ক্রমান্বয়ে রাজস্ব জনবল দ্বারা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ করা সমীচীন।

২. শুধুমাত্র পাট উৎপাদনের জন্য উপজেলাসমূহে বছরের অর্ধেক সময় জনবল অলস সময় অতিবাহিত করে এতে করে অর্থ ও শ্রমশক্তির দুটোরই অপচয় ঘটে। বিষয়টি বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন।

৩. উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে নিবিড় সমন্বয় সাধন করে স্থানীয় শস্যবিন্যাসের মধ্যে পাট ও পাটবীজকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে কৃষকদের পাট চাষে আগ্রহ বাড়তে পারে।

৪. পাট ফসলে বীজ বাহিত ও মাটি বাহিত রোগের আক্রমনে পাটের উৎপাদন এবং মান হ্রাস পায়। পাটবীজ শোধনের মাধ্যমে এ অবস্থার উত্তরণ ঘটানো সম্ভব। পরীক্ষামূলকভাবে ০২ টি প্লটে তার সুফলও পাওয়া গেছে। এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে পাটবীজ শোধন করে বপণ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহার:

বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পাট অধিদপ্তর ধারাবাহিকভাবে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ বিষয়ক বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রকল্পটিও বাস্তবায়ন করছে। শুরুতে জনবল নিয়োগে বিলম্ব ঘটা এবং তার পর পরই কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পটি পূর্ণ উদ্যম নিয়ে শুরু করতে বাঁধা পেয়েছে। চলতি অর্থবছরে এসে প্রকল্পটি মোটামুটি সফলতার সাথে কিছুটা কাজ করতে পেরেছে। প্রকল্প সংশোধন প্রক্রিয়াধীন এবং ইতোমধ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। আশা করছি এ সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পটি অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হবে।

ধামরাই উপজেলায় পাটবীজ প্লট পরিদর্শন করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তসলিম কানিজ নাহিদা

প্রকল্পের আওতায় চাষী সমাবেশ

সোনালি আঁশ-পাট : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উদীয়মান চালিকা শক্তি

মুহাম্মদ সালেহউদ্দীন
সাবেক চেয়ারম্যান
বিজেএমসি

পাট হতে সোনালি ব্যাগ উৎপাদন (পাইলট) প্রকল্প

বিজেএমসি'র বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা ড. মোবারক আহমদ খান কর্তৃক ২০১৭ সালে পাটের সেলুলোজ থেকে পচনযোগ্য (Biodegradable) ব্যাগ তৈরির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ও তার উপকারিতা উপলব্ধি করে উক্ত ব্যাগ তৈরি ও বাজারজাতকরণের স্বার্থে সোনালী ব্যাগ নামে ১০৩৬.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১২ মে ২০১৭ সালে লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে প্রতিদিন এক শিফটে ম্যানুয়ালি সোনালি ব্যাগ উৎপাদনের কার্যক্রম চালু রয়েছে। অটোম্যাটিক ব্যাগ বানানোর মেশিন বাইরের দেশে সন্ধান না পাওয়ায় দেশীয় ইঞ্জিনিয়ার এর মাধমে মেশিন বানানোর কাজ চলমান রয়েছে। অটোম্যাটিক মেশিন সরবরাহের পর দৈনিক ১ লক্ষ পিস সোনালি ব্যাগ উৎপাদন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সোনালি ব্যাগ দ্রুত বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদের প্রকল্প পরিকল্পনা শেষ হলে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। পরিবেশবান্ধব সোনালি ব্যাগের অধিকতর গবেষণার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি অনুদান পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় ১৩৪টি দেশ পলিব্যাগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু মাত্র সঠিক বিকল্প না থাকায় নিষিদ্ধ পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ হচ্ছে না। এজন্য পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সোনালি ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। সোনালি ব্যাগই একমাত্র ক্ষতিকর পলিথিনের বিকল্প হতে পারে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আরো ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সোনালি ব্যাগ আবিস্কারের ইতিহাস :

বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ ভয়াবহ সংকটের দিকে যাচ্ছে ক্রমশই। পরিবেশ বিপর্যয়ের তালিকায় বাংলাদেশের নাম পৃথিবীর অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়গুলোর মধ্যে ক্ষতিকর প্লাষ্টিক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এই বিপর্যয়ের জন্য অন্যতম ভাবে দায়ী। যদিও সরকার সিঙ্গেল ইউজ প্লাষ্টিক/প্লাষ্টিক জাতীয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দশ বছর মেয়াদী plastic action plan প্রণয়ন করেছে এমনকি ইতিপূর্বে single use প্লাষ্টিকের ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধও করা হয়েছিল কিন্তু বাজারে এর উপযুক্ত বিকল্প না থাকায় প্লাষ্টিক ব্যাগের ব্যবহার এখনো পর্যন্ত সারাবিশ্বেই বন্ধ করাটা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই কঠিন কাজটিই সমাধানে এগিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক ডিজি বর্তমানে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মোবারক আহমদ খাঁন। তিনি মনযোগ দেন পরিবেশ দূষণ হ্রাসে বিষাক্ত পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে এর বিকল্প উপাদান আবিষ্কারে।

তিঁনি প্রথমে স্টার্চ জাতীয় উপাদান, জিলাটিন তথা প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে প্রথমে ব্যাগ তৈরি করেন। কিন্তু এইসব উপাদান সহজলভ্য না হওয়ায় তিঁনি পরিকল্পনা করেন সেলুলোজ দিয়ে পলিব্যাগ তৈরির, যা হবে সস্তা, সহজলভ্য। পরমাণু শক্তি গবেষণা ইন্সটিটিউটে দীর্ঘ গবেষণার পর তিঁনি ল্যাব স্কেলে পাটের সেলুলোজের উপর ভিত্তি করে উন্নত প্যাকেজিং উপাদান তৈরিতে সফল হন, যা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশবান্ধব, পচনশীল, কম্পোস্টেবল। পরবর্তীতে তিনি ২০১৭ সালে পাট থেকে টেকসই প্যাকেজিংয়ের একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে (বিজেএমসি) বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করে একাটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেন। পাটের সোনালি আঁশ থেকে এই ব্যাগ হওয়ায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই প্যাকেজিং উপাদানের নাম রেখেছেন "সোনালি ব্যাগ"।

সোনালি ব্যাগের বৈশিষ্ট্য :

সোনালি ব্যাগ বাহ্যিকভাবে পলিব্যাগের মত দেখালেও এটি মাটিতে সম্পূর্ণ রূপে পচনশীল (সময় নির্ভর), কম্পোস্টেবল (উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে), সময় নির্ভরযোগ্য পানিতে দ্রবণীয় (প্রয়োজন অনুযায়ী পৃষ্ঠকে সংশোধন করা যায় যেমন কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে কয়েক ঘন্টার মধ্যে দ্রবীভূত হয় আবার কিছু ব্যাগ আছে যা পানিতে ছয় মাসের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না যা তরল জাতীয় বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হবে)। পানিতে মিশে গেলে জৈব প্লাঙ্কটনে (Plankton) পরিণত হয় যা মাছের খাদ্য হিসাবে যোগান দিবে। আগুনে পুড়লে ছাই হয়ে যায় কিন্তু বিষাক্ত কোন গ্যাস তৈরি করে না। এটি খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণের কাজেও ব্যবহার করা যায় এবং পলি ব্যাগের চেয়ে ১.৫ গুণ বেশি ভার বহন করতে সক্ষম।

পাট থেকে সোনালি ব্যাগ তৈরির কারণ/ পরিবেশের প্রভাব :

প্রাকৃতিক তন্তুর মধ্যে পাট অন্যতম। আমাদের উপর প্রকৃতির অন্যতম দান হচ্ছে এই পাট। পাট গাছ থেকে মাত্র চার মাসের মধ্যেই সেলুলোজ সংগ্রহ করা যায় যা অন্যান্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। তাছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে যে, এক হেক্টর পাট গাছ বায়ুমণ্ডল থেকে প্রায় ১৫ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে এবং ১১ টন অক্সিজেন বায়ু মণ্ডলে যুক্ত করে যা পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ছাড়াও সোনালি ব্যাগে দেশজ পণ্য পাটের ব্যবহারের ফলে মুদ্রার বহির্মুখ প্রবাহ হ্রাস করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

সোনালি ব্যাগ তৈরির পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির মত না হওয়ায় উৎপাদনের মেশিন তৈরি কিংবা বিদেশ থেকে সরবরাহ করাটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। সোনালি ব্যাগ তৈরির প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশীয় প্রযুক্তি ও নিজের মেধায় ফিল্ম কাস্টিং মেশিন তৈরি করা। বিজেএমসির অর্থায়নে সোনালি ব্যাগ প্রকল্পে একটি ৫০ ফিট ও একটি ১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন সফল ভাবে উৎপাদনের কাজে প্রস্তুত করা হয়েছে যা দিয়ে স্বল্প পরিসরে সোনালি ব্যাগের সীট তৈরি করা হচ্ছে।

১০০ ফিট ফিল্ম কাস্টিং মেশিন পর্যবেক্ষণ করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ মিলসমূহ বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুকরণ :

বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশেন এর বন্ধ ঘোষিত মিলসমূহ ইজারা (Lease) পদ্ধতিতে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পুনঃচালুর বিষয়ে বিজেএমসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা বিজেএমসি'র বোর্ড সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ। সভায় মিল লিজ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মিল লিজ বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন বন্ধ মিলসমূহ লিজ পদ্ধতিতে পুনঃচালুকরণ :

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি (বীর প্রতীক) ১৮ এপ্রিল তারিখে নরসিংদীর পলাশে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ জুট মিলস লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফ, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, পলাশ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), বাংলাদেশ জুট মিলের প্রকল্প প্রধান ও জুট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ জুটমিলস লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, এমপি (বীরপ্রতীক) ২৪ মে তারিখে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় কেএফডি লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য জনাব মো. নজরুল ইসলাম চৌধুরী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রউফসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিটেক্স জুট ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেডের উৎপাদন কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

পাটের অপার সম্ভাবনা এবং করণীয়

ড. মো. আবদুল আউয়াল
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) দেশের অন্যতম প্রাচীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৬ সালের ইন্ডিয়ান সেন্ট্রাল জুট কমিটির আওতায় ঢাকায় জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশে পাটের গবেষণা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার গবেষণাগারটিকে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট হিসাবে পুনর্গঠিত করে। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সালে অ্যাক্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) হিসাবে নামকরণ করা হয়।

পাটের বহুবিধ গবেষণা ও উন্নয়নে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে বিজেআরআই তিনটি ধারায় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে-

(১) পাটের কৃষি তথা পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং তদ্বীয় সার্বিক গবেষণা;

(২) পাটের কারিগরী গবেষণার মাধ্যমে বহুমুখী নতুন নতুন পাটপণ্য উদ্ভাবন এবং প্রচলিত পাটপণ্যের মানোন্নয়ন; এবং

(৩) পাটের টেক্সটাইল অর্থাৎ পাটের সাথে তুলা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আঁশের সংমিশ্রনে পাটজাত টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা।

সর্বোপরি, পাটের কৃষি ও কারিগরি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের মাধ্যমে কৃষক ও পাট সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষাকে বিজেআরআই এর মিশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিজেআরআই এর কৃষি গবেষণায় ৬টি, কারিগরী গবেষণায় ৪টি, জুট টেক্সটাইল গবেষণায় ১টি এবং পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ বিভাগে ০২টি সহ মোট ১৪টি বিভাগে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কর্ম চলমান রয়েছে। এছাড়াও কৃষকদের চাহিদা ও প্রয়োজন মোতাবেক পাটের অঞ্চল ভিত্তিক কৃষি গবেষণার জন্য মানিকগঞ্জে পাটের কৃষি পরীক্ষণ কেন্দ্র এবং রংপুর, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ ও কুমিল্লায় চারটি আঞ্চলিক পাট গবেষণা কেন্দ্র, নারায়নগঞ্জ, যশোর ও পটুয়াখালীতে তিনটি পাট গবেষণা উপকেন্দ্র এবং দিনাজপুরে একটি পাটবীজ উৎপাদন ও গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পাট, কেনাফ ও মেস্তা ফসলের দেশী বিদেশী বীজ সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য ১৯৮২ সালে বিজেআরআইতে একটি জিন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জিন ব্যাংকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহিত পাট ও সমগোত্রীয় আঁশ ফসলের ৬০০০ এর অধিক জার্ম প্লাজম সংরক্ষিত আছে।

অধিকন্তু, পাট ফসলের উন্নততর এবং চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় জেনেটিক ভেরিয়েশন সম্পন্ন পাট ও পাটজাত ফসলের কাঙ্খিত জাত উদ্ভাবনে পাট এবং সংশ্লিষ্ট অর্গানিজমের জিনোম তথ্য উন্মোচনপূর্বক এতদ্সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব অনুধাবন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহে এবং বাংলাদেশের কৃতিসন্তান ও বিশিষ্ট জিনোম বিজ্ঞানী, আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাকসুদুল আলমের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় তত্ত্বাবধানে "পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" নামে জিনোম গবেষণা বিষয়ক প্রকল্প শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে।

বিজেআরআই এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ :

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিজেআরআই পাট ও সমশ্রেণীর আঁশ ফসলের কৃষি, কারিগরী, টেক্সটাইল, জিনোমিক্স ও অর্থনৈতিক গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং আঁশ জাত ফসল উৎপাদন এবং গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমে এ পর্যন্ত পাট এবং পাট জাতীয় ফসলের ৫৪টি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে, যার মধ্যে দেশি পাট ২৮টি, তোষা পাট ১৮টি, কেনাফ ৪টি ও মেস্তার ৪টি। উক্ত জাতসমূহের মধ্যে ১১টি দেশী, ৮টি তোষা, ৪টি কেনাফ এবং ৪টি মেস্তা ফসল বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে আবাদ হচ্ছে। এছাড়া পাটের কৃষি তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা, মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, রোগ ও পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনা, উন্নত পঁচন পদ্ধতি, পাট ভিত্তিক শস্য পর্যায়ে এবং বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রায় ৭০টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত ''পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা" প্রকল্পের আওতায় একটি বিশ্বমানের জিনোম প্লাটফর্ম প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্বে সর্বপ্রথম দেশি (Corchorus capsularis)

ও তোষাপাট (Corchorus olitorius), পাঁচ শতাধিক ফসলের ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolinaMS-6 এবং ধইঞ্চার জীবন রহস্য (Genome Sequencing) উন্মোচন করা হয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে দেশে চাষকৃত পাটের জাতসমূহের মধ্যে ১৫-২০% বেশী ফলনশীল বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১) নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা কৃষকের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এছাড়াও উন্মোচিত জেনোম তথ্য ব্যবহার করে স্বল্প জীবনকাল, উচ্চ ফলনশীল, রোগ-বালাই প্রতিরোধী এবং পণ্য উৎপাদনে চাহিদা ভিত্তিক পাটের জাত উদ্ভাবনের নিরন্তর গবেষণা কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে বেশ কিছু সংখ্যক পাটের উচ্চ ফলনশীল অগ্রবর্তী সারি অদূর ভবিষ্যতে জাত হিসাবে ছাড়করণে মাঠ মূল্যায়ণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে পাট পচনের সময় প্রায় সকল পাট আবাদী এলাকায় পানির তীব্র অভাব দেখা দেয়। ফলে কৃষক উন্নত জাতের পাট উৎপাদন করলেও পানির অভাবে নিম্নমানের পাট আঁশ প্রাপ্তিতে এবং বাজারজাতকরণে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থা নিরসনকল্পে স্থানোপযোগী এবং স্বল্প পানিতে পচানোর জন্য অত্র প্রকল্পের অধীনে উচ্চ পেক্টিন ভাঙ্গন ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাকটেরিয়া সহযোগে উন্নত পাট পচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাইক্রোবিয়াল কন্সরশিয়া প্রস্তুতকরণ ও তার প্রয়োগ ল্যাবরেটরি পর্যায়ে সফল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কন্সরশিয়া মাঠ পর্যায়ে বর্ধিত পরিসরে কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরের নিমিত্তে নিবিড় গবেষণা কর্ম চলমান রয়েছে। পাটের জিনোম তথ্য বিষয়ে আন্তর্জাতিক মেধাসত্ত্ব অর্জনের জন্য ২৪৫টি প্যাটেন্ট আবেদন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৭৫টি আবেদন গৃহীত হয়েছে এবং আরও কিছু আবেদন মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখিত প্রকল্পের অভূত পূর্ব সাফল্য গুলো জিনোম গবেষণায় একটি আন্তর্জাতিক মানের প্লাটফর্ম নির্মাণসহ এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যা বিশ্বে বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় আসীন করেছে।

কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক সফলতার সাথে সাথে কারিগরি অঙ্গনে ও বিজেআরআই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে দেশের চাহিদা পুরণে এবং রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে সম্প্রতি পাট-বস্ত্র তৈরির নিমিত্তে চিকন সুতা উৎপাদন পদ্ধতি উদ্ভাবনসহ পাটের বহুমুখী ব্যবহারের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে বিভিন্ন প্রকার একক পাটজাত দ্রব্য এবং কৃত্রিম আঁশের সাথে পাট আঁশ মিশ্রিত করে বিভিন্ন প্রকার পাট বস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। অত্র শাখার উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের মধ্যে উলের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে পাট সূতাকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে পাট উল, তুলা, ভেড়ার পশম এবং কৃত্রিম আঁশের সহিত পাট আঁশ ব্যবহার করেন ভোটেক্স কাপড়, আমদানিকৃত সেলুলোজ হতে বহুগুণে সস্তা মাইক্রো ক্রিস্টালাইন সেলুলোজ উদ্ভাবন এবং স্বল্প খরচে পাট থেকে শোষক তুলা উদ্ভাবন বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও পাটের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মুল্যের হালকা পাটের শপিং ব্যাগ, প্রাকৃতিক উৎস হতে রং আহরন করে পাটপণ্য রঞ্জন পদ্ধতি, পাট-পাতা হতে উৎপাদিত পাট-পাতা চা, অগ্নিরোধী পাট বস্ত্র, জুট-প্লাস্টিক কম্পোজিট, ইত্যাদিসহ প্রায় অর্ধ-শতাধিক বহুমূখী পাটপণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও জুট প্রসেসিং সিস্টেমের পরিবর্তে কটন প্রসেসিং সিস্টেমে পাটকে ব্যবহারের মাধ্যমে বহুমূখী পাটপণ্য ব্যবহার বিষয়ক গবেষণা চলমান রয়েছে।

পাট চাষ সম্প্রসারণে অপ্রচলিত ভূমি অন্তর্ভূক্তিকরণ :

ক্রমবর্ধমান জলবায়ু ও ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে বর্তমান বিশ্ব খাদ্য ও বাসস্থানসহ জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন, জীবাশ্ম জ্বালানির নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার এবং বন নিধনের কারণে এ সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর ফলে অবস্যম্ভাবী বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশেও ব্যাপক ভাবে অনুভূত হচ্ছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে তীরবর্তী ভূমি সমূহে লবণাক্ত পানির ব্যাপক ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে ফলে কৃষক হারাচ্ছেন তাঁর মূল্যবান কৃষি জমি। পরিসংখ্যান মতে, ১৯৭৩ সালে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত জমির পরিমাণ ছিল ৮ লাখ ৩৩ হাজার হেক্টর। বর্তমানে তা বেড়ে ১০ লাখ ৬০ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এসআরডিআই) এর সূত্রমতে, লবণাক্ততা দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তাসহ সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতেই বড় মাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মাটিতে অণুজীবের সক্রিয়তা কমে যাওয়ার পাশাপাশি একই সঙ্গে মাটিতে জৈব পদার্থ, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের সহজলভ্যতাও কমে যাচ্ছে এবং কপার ও জিংকের মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাংকের 'রিভার স্যালাইনিটি অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এভিডেন্স ফ্রম কোস্টাল বাংলাদেশ' শীর্ষক এক গবেষণার তথ্যমতে, ২০৫০ সালের মধ্যে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪৮টি থানার মধ্যে ১০টি থানার বিভিন্ন নদীর পানি মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় আক্রান্ত হবে। উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ২০ ভাগ লবনাক্ত সমৃদ্ধ যার ৫৩ ভাগই অনাবাদি।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মতে, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় বিপুল পরিমাণ বালু, দোআঁশ ও পলিমাটি স্তরে স্তরে জমে চর এলাকার সৃষ্টি করেছে। দেশে প্রায় দুই হাজার ২২৫ বর্গ কিলোমিটার চরাঞ্চল রয়েছে এবং এ চরাঞ্চলের প্রায় এক লাখ এক হাজার ৮৯২ হেক্টর পতিত জমি রয়েছে চরাঞ্চলে কৃষি পণ্য ধান, পাট, আখ, আলু, সবজি, ভুট্টা খুব সীমিত আকারে চাষাবাদ হয়। অধিকাংশ জমিই পতিত থাকে এবং বন্যাকালীন সময়ে চাষকৃত ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বৃহত্তর রংপুরের তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র, ধরলা নদীর শাখা প্রশাখা চারদিকে সৃষ্টি করেছে ধুধু বালুচর ও চরাঞ্চল এলাকা। কুড়িগ্রাম সদর উপজেলা এবং উলিপুর উপজেলায় শতকরা প্রায় ৩৫ (পয়ত্রিশ) ভাগ চর এলাকা যেখানে ধইঞ্চা ছাড়া অন্য কোনো ফসল উৎপন্ন হয়না। এছাড়াও চট্টগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, চট্টগ্রাম জেলায় পতিত জমির পরিমান রয়েছে ১৪ হাজার ১৫৬ হেক্টর।

ভৌগোলিক ভাবে বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড় ছড়িয়ে আছে চট্টগ্রামের কিছু অংশে, ময়মনসিংহের দক্ষিণাংশে, সিলেটের উত্তরাংশে, কুমিল্লার পূর্বাংশে, নোয়াখালীর উত্তর পূর্বাংশে ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি ভূমি রয়েছে। দেশের আয়তনের ১০ ভাগের ১ ভাগ জুড়ে রয়েছে ১৩ হাজার ১৮৪ বর্গ কিলোমিটারের পার্বত্য এলাকা যার মধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলায় রয়েছে ১ হাজার ৩ শ একর অনাবাদি পাহাড়ি জমি। কৃষি বিভাগের দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৪ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর জমি এখনো অনাবাদি রয়েছে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য ভবিষ্যত আবাসন সম্প্রসারণ এবং তাদের জীবন মান উন্নয়ন কল্পে এই সকল প্রান্তিক ও অপ্রচলিত (লবণাক্ত, পাহাড়ি ও চরাঞ্চল এবং হাওড়) জমিতে উৎপাদন উপযোগী ফসলের জাত অবমুক্তিকরণ এবং এই অনাবাদি জমিসমূহ চাষের আওতায় আনা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবী।

এসব অনাবাদি জমিতে আঁশ জাতীয় ফসলসমূহের মধ্যে কেনাফ ফসল অন্যতম বিকল্প হতে পারে যা দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উঁচু, মধ্যম, নিচু, হাওর এলাকা, পাহাড় এলাকার ঢালু জমি এবং চরাঞ্চলের ফসল উৎপাদনের অনুপযোগী অনুর্বর জমিতে ও অল্প পরিচর্যায় উৎপাদন করা সম্ভব। পরিবেশ বান্ধব কেনাফ পাতা বায়ু মন্ডল হতে অধিক পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রচুর পরিমানে অক্সিজেন নিঃসরণের মাধ্যমে বায়ু মন্ডলের অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এর ভারসাম্য বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের দক্ষিণের খুলনা-বরিশাল উপকূলীয় অঞ্চলের বিশাল লবণাক্ত ও খরা প্রবণ এলাকায় হাজার হাজার একর জমিতে পাট উৎপাদন মৌসুমে যখন কোনো ফসল থাকেনা বললেই চলে তখন লবণাক্ত, খরা ও এক ফসলি আমন পরবর্তী পতিত জমিতে এবং চর এলাকায় বিজেআরআই উদ্ভাবিত এইচসি-২ ও এইচসি-৯৫ অনায়াসেই কেনাফ চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উঁচু, মধ্যম, নিচু, হাওর এলাকা, পাহাড়ি এলাকার ঢালু জমি এবং উপকূলীয় ও চরাঞ্চল ফসলে উৎপাদনের অনুপযোগী ও অনুর্বর জমিতেও অল্প পরিচর্যায় কেনাফ চাষ করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। দেশে যেসব এলাকায় সেচের ব্যবস্থা নেই সেখানে ধানের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি খরা ও জলাবদ্ধতা সহ্য ক্ষমতা সম্পন্ন কেনাফ চাষ কৃষকের জন্য পছন্দের তালিকায় অন্যতম বিকল্প হতে পারে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রায় ৩ থেকে ৪ লাখ হেক্টর জমি আছে যেখানে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শুধু পাট ও কেনাফ ছাড়া অন্য কোন ফসল চাষ করা সম্ভব নয়। দেশের কৃষি পরিবেশ ও কৃষকদের চাহিদা বিবেচনায় গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ দ্রুত বর্ধনশীল, জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে চাষাবাদ উপযোগী বিজেআরআই কেনাফ-৪ (লাল কেনাফ) জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে কৃষি মন্ত্রণালয় ছাড়করণের অনুমোদন দিয়েছে। ভারতীয় জাতের কেনাফ ফসলে পাতার মোজাইক রোগ তুলনামূলক ভাবে বেশি সংক্রমিত হওয়া এবং গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হওয়ায় বর্তমানে বিজেআরআই উদ্ভাবিত এইচসি-২, এইচসি-৯৫ ও বিজেআরআই কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) উন্নত জাত হিসেবে কৃষকের কাছে অধিক সমাদৃত। উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকাসহ দেশে ফসল চাষের অনুপযোগী প্রায় ১০ লাখ হেক্টর জমি প্রতিবছর অনেকটাই পতিত পড়ে থাকছে। অথচ এসব জমিতে অল্প পরিচর্যা ও কম খরচে অধিক ফলনশীল কেনাফ চাষ করে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। এছাড়াও জুটেক্স ও জিওটেক্সটাইল তৈরি এবং কেনাফ কাঠির ছাই থেকে চারকোল তৈরির নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় কেনাফ চাষ করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করবে, ফলে বিপুল সম্ভাবনাময় এ আঁশ ফসল পতিত জমিতে আবাদ করতে পারলে কৃষকের আয় বৃদ্ধি, শ্রম শক্তি ব্যবহার এবং বনজ সম্পদের ওপর চাপ কমবে। পতিত ও প্রান্তিক জমিতে কেনাফ চাষাবাদের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ রক্ষা পাবে, অন্যদিকে দেশের কৃষি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। উল্লেখ্য, কেনাফ ফসল অন্যান্য আঁশ ফসলের চেয়ে কিছুটা অজীবীয় পীড়ন সহনশীল হওয়ায় এর জার্মপ্লাজমসমূহ হতে অধিকতর লবনাক্ততা সহিষ্ণু জার্মপ্লাজম অন্বেষণ, জাত হিসাবে অবমুক্তি এবং এর সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের অনাবাদি জমিসমূহ সহজেই চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব। এছাড়াও, চরাঞ্চলে সরিষা এবং গমের পরে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে রোপা আমনের সাথে রিলে পাট চাষ করে জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

পরিবর্তিত জলবায়ুতে পরিবেশ রক্ষায় পাট ও পাটজাত পণ্য :

বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্রিন হাউস ইফেক্ট প্রতিরোধের মাধ্যমে জলবায়ু ও ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থার পরিবর্তনে পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুমণ্ডলকে শুদ্ধিকরণেও পাটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পরিবেশবিদগণের মতে, আঁশ উৎপাদনকারী মাঠ ফসল হয়েও পাট বনভূমির মত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমিকা রাখতে পারে। সারাবিশ্বে বছরে প্রায় ৪৭.৬৮ মিলিয়ন টন কাঁচা সবুজ পাট

গাছ উৎপাদিত হয়, যার প্রায় ৫.৭২ মিলিয়ন টন কাঁচাপাতা। পাট প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ০.২৩ থেকে ০.৪৪ মিলিগ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে পারে। প্রতি ১০০ দিন সময়ের মধ্যে প্রতি হেক্টর পাট (কেনাফ) ফসল বাতাস থেকে প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে বায়ুমন্ডলকে বিশুদ্ধ ও অক্সিজেন সমৃদ্ধ রাখে।

মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে পাটের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রথমতঃ গবেষণায় দেখা গেছে, পাটগাছ মাটির ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি বা তার বেশি গভীরে প্রবেশ করে মাটির উপরিস্তরে সৃষ্ট শক্ত 'প্লাউপ্যান' ভেঙে দিয়ে এর নিচে তলিয়ে যাওয়া অজৈব খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করে মাটির উপরের স্তরে মিশিয়ে দেয়। ফলে অন্যান্য অগভীর মূলি ফসলের পুষ্টি উপাদান গ্রহণ সহজ হয় এবং মাটির ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। মাটিতে পানি চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক থাকে। দ্বিতীয়ত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাট উৎপাদনকালে হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৬ টন পাটপাতা মাটিতে পড়ে। পাটের পাতায় প্রচুর নাইট্রোজেন, ক্যারোটিন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম রয়েছে। এছাড়া পাট কাটার পর জমিতে পাট গাছের গোড়াসহ যে শেকড় থেকে যায় তা পরে পচে মাটির সঙ্গে মিশে জৈব সার যোগ করে, এতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের সময় সারের খরচ কম লাগে। আমাদের দেশে প্রতি বছর গড়ে ৯৫৬.৩৮ হাজার টন পাটপাতা ও ৪২৩.৪০ হাজার টন পাটগাছের শিকড় মাটির সঙ্গে মিশে যায়, যা জমির উর্বরতা ও মাটির গুনগতমান বৃদ্ধিতে ব্যাপক প্রভাব রাখে। এ কারণে যে জমিতে পাট চাষ হয়, সেখানে অন্যান্য ফসলের ফলনও ভালো হয়। এছাড়াও বনের গাছ কেটে মন্ড তৈরি করে কাগজ তৈরি হয়। এক টন কাগজ তৈরি করতে ১৭টি পরিণত গাছ কাটতে হয়। পরিবেশ সুরক্ষার কথা চিন্তা করে পাটকাঠি দিয়ে স্বল্প ব্যয়ে পেপার পাল্প তৈরি করা যায়। পাট কাঠি জ্বালানির বিকল্প হিসেবে ও পেপার পাল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজারের হাত থেকে কিছুটা হলেও পরিবেশ রক্ষা পেতে পারে (ইসলাম, এমএস ২০১২; www.jute.com) ।

পৃথিবী বাঁচাতে পরিবেশবাদীরা আজ বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম তন্তু বর্জনের ডাক দিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবী জুড়ে প্রতি মিনিটে ১০ লাখেরও বেশি প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসেব মতে, শুধু ঢাকাতেই মাসে ৪১ কোটি পলিব্যাগ ব্যবহার করা হয়। বিশ্বে প্রতিবছর ১ ট্রিলিয়ন মেট্রিক টন পলিথিন ব্যবহার করা হয়, যার ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার ১০ লাখেরও বেশি পাখি এবং জলজ প্রাণী। প্লাস্টিক ব্যাগের মূল উপাদান সিনথেটিক পলিমার তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম থেকে। এ বিপুল পরিমাণ প্লাস্টিক ব্যাগ তৈরিতে প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে মোট খনিজ তেলের ৪% ব্যবহৃত হয়। প্লাস্টিক ব্যাগ জৈব বিয়োজনশীল নয়। এক টন পাট থেকে তৈরি থলে বা বস্তা পোড়ালে বাতাসে ২ গিগাজুল তাপ এবং ১৫০ কিলোগ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে এক টন প্লাস্টিক ব্যাগ পোড়ালে বাতাসে ৬৩ গিগাজুল তাপ ও ১৩৪০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড মেশে। এসব ক্ষতির কথা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য শস্য মোড়কীকরণে পাটের থলে ও বস্তা ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে (weforum.org)। পরিবেশ সচেতনতার জন্য এই চাহিদা আরও বাড়বে।

পাট ও পাটজাত ফসল হতে উচ্চ মূল্যের বহুমূখী পণ্য উৎপাদনের সুযোগ ও সম্ভাবনা :

পাটের মধ্যেই লুকিয়ে আছে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন নতুন দিগন্ত। বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ ট্রিলিয়ন পলিথিন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া থেকে পরিবেশ বাঁচাতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে পাটের কাছে। পাট থেকে তৈরি জুট জিও-টেক্সটাইল বাঁধ নির্মাণ, ভূমি ক্ষয় রোধ, পাহাড় ধস রোধে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশের উন্নত পাট এখন বিশ্বের অনেক দেশে গাড়ি নির্মাণ, কম্পিউটার বডি, উড়োজাহাজের পার্টস তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পেও বহির্বিশ্বে বেশ পরিচিত পাট। পাটকাঠি থেকে তৈরি চারকোল খুবই উচ্চ মূল্যের, যা দিয়ে আতশ বাজি, কার্বন পেপার, ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট, ফটোকপিয়ার মেশিনের কালি, মোবাইল ফোনের ব্যাটারিসহ নানান জিনিস তৈরি করা হয়। পাট ও পাটজাত বর্জের সেলুলোজ থেকে পরিবেশবান্ধব পলি ব্যাগ উদ্ভাবন করা সম্ভব যা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মাটিতে মিশে যাবে। ইতোমধ্যেই দেশের বিজ্ঞানীরা পাট দিয়ে টিন তৈরি করেছেন। যার নাম দিয়েছেন 'জুটিন'। তারা বলছেন জুটিন হবে পরিবেশবান্ধব, টেকসই ও সাশ্রয়ী। এছাড়াও পাট দিয়ে টাইলস, নৌকা, চেয়ার-টেবিল তৈরির আয়োজন চলছে; যেগুলো ধাতব স্টিলের চেয়েও বেশি মজবুত হবে।

পরিবেশ রক্ষায় এবং স্বাস্থ্য উন্নত হাইড্রোকার্বন মুক্ত জুট ব্লেচিং অয়েল উন্নয়ন, জুট ফাইবারকে বিশেষ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে অগ্নিরোধী পাটজাত বস্ত্র উৎপাদন, পরিবেশ দূষণকারী পলিথিন ব্যাগের বিকল্প স্বল্প ব্যয়ে পাটের ব্যাগ তৈরি এবং দেশের নার্সারিগুলোতে গাছের চারা সংরক্ষণে পাটের ব্যাগ (নার্সারি পট) উদ্ভাবন করেছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া পাট কাটিংস ও নিম্নমানের পাটের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারিকেলের ছোবড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয় সাশ্রয়ী জুট জিওটেক্সটাইল। জিওটেক্সটাইল ভূমি ক্ষয়রোধ, রাস্তা ও বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীর পাড় রক্ষা ও পাহাড় ধস রোধে ব্যবহৃত

হচ্ছে। জিওটেক্সটাইলের অভ্যন্তরীণ বাজার এখন ৭ শ' কোটি টাকা। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, রেল, সড়কসহ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অবকাঠামো তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে জিওটেক্সটাইলের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশতো বটেই, বিশ্বজুড়ে নানা কাজে 'মেটাল নেটিং' বা পলিমার থেকে তৈরি সিনথেটিক জিওটেক্সটাইলের পরিবর্তে পরিবেশ উপযোগী ও উৎকৃষ্ট জুট জিওটেক্সটাইলের কদর বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার এন্ড পাম্প, ইনসুলেশন শিল্পে, জিওটেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ বেঞ্চ, ওডিফোর্ড, যুক্তরাষ্ট্রের জিএম মটর, জাপানের টয়োটা, হোন্ডা কোম্পানিসহ নামি দামি সব গাড়ি কোম্পানিই তাদের গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ডেশবোর্ড তৈরিতে ব্যবহার করছে পাট ও কেনাফ। বিএমডব্লিউ পাট দিয়ে তৈরি করছে পরিবেশসম্মত 'গ্রিনকার', যার চাহিদা এখন প্রচুর।

পাট ও পাটজাতীয় ফসলের উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক উপাদানসমূহ-সেলুলোজ (৬৪.৪%), হেমিসেলুলোজ (১২%), পেকটিন (০.২%), লিগনিন(১১.৮%), যাহারা উচ্চ মূল্যের বহুমুখী পণ্য উৎপাদনে প্রধান কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাট আঁশের সেলুলোজকে মাইক্রো ক্রিস্টালাইন সেলুলোজএ (MCC) পরিবর্তিত করে তা থেকে ঔষধের বেসমেটারিয়াল তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেলুলোজ ডেরিভেটিব যেমন: কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ (CMC), সেলুলোজ এসিটেট ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন থিকিও ভিসকোস মেটারিয়াল, ঔষধ কোম্পানিগুলোতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবুজ এবং টেকসই উন্নয়নের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের কারণে, মিনারেল অয়েল এর পরিবর্তে ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে জুট ব্যাচিং ইমালশন তৈরী করা হচ্ছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাট থেকে উন্নতমানের কম্পোজিট ও হাইব্রিড কম্পোজিট তৈরীকরণ ও পাটের বহুমুখী ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব ও সহজ পদ্বতিতে পাট থেকে উন্নত মানের মন্ড, সেলুলোস, ভিসকস রেয়ন, পচনশীল ব্যাগ ও কাগজ তৈরি করার মাধ্যমে পাটের বহুমুখী ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । পাট ও পাটজাত ফেব্রিক্স কে রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে অগ্নিরোধী, পচনরোধী, পানিরোধী বিভিন্ন গ্রেডে উন্নীত করে তা বিভিন্ন কোম্পানিতে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পাট ও পাটকাঠি থেকে সক্রিয় কার্বনসহ শিল্পে ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন মূল্যবান ম্যাটেরিয়াল তৈরি এবং পাশাপাশি পাট কে সালফোনেশন ও ইথারিফিকেশন এর মাধ্যমে মডিফিকেশন করে তুলা ও অন্যান্য তন্তুর সাথে মিশ্রিত করে, শিল্পে ব্যবহার উপযোগী মূল্যবান ম্যাটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে যা টেক্সটাইল শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যাবে। গ্যাস সেপারেশনের কাজে, পাটের লিগনিন থেকে তৈরিকৃত মেমব্রেন এর ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উপসংহার :

পতিত এবং অনাবাদি জমির ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের প্রান্তিক এবং অপ্রচলিত (লবনাক্ত, পাহাড়ী, চরাঞ্চল এবং হাওড়) জমিতে আবাদোপযোগী উন্নত দেশী, তোষা ও কেনাফ ও মেস্তা জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদার যোগান মেটাতে অনুর্বর জমিতে পাট আবাদ স্থানান্তরিত হলেও জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। অপ্রচলিত এই সকল ভুমি সুনির্দিস্ট পরিকল্পনার আওতায় এনে চাষ করা সম্ভব হলে এবং তদানুযায়ী শিল্পের প্রসার ঘটানো গেলে উৎপাদিত বহুমূখী পাট পণ্যের স্থিত ও সম্প্রসারিত বাজার প্রসার লাভ করবে। উন্নত দেশ বিনির্মানে ২০৪১ সালের লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট হবে এক অন্যতম জয়যাত্রা সারথী।

জিনোম প্রকল্প হতে উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষাপাট ৮ (রবি-১) এর মাঠ প্রদর্শনী

বিজ্ঞানীদের সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক

পাটখাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন

মোঃ আবুল হোসেন
চেয়ারম্যান, বিজেএমএ

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন কোম্পানী আইন ১৯১৩ মোতাবেক ১৯৮৪ সনে জয়েন্টস্টক কোম্পানীর নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধিত হয়ে এর কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে ৩৫টি পাটকল নিয়ে বিজেএমএ গঠিত হলেও বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৪০। বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন পরিচালনার জন্য ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে, যার মধ্যে ১ (এক) জন চেয়ারম্যান, ১ (এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান ও ১০ (দশ) জন পরিচালক রয়েছেন। এ এসোসিয়েশনটি কোম্পানীর এ্যাক্ট-১৯৯৪, এসোসিয়েশনের আর্টিক্যালস অব এসোসিয়েশন ও বাণিজ্যিক সংগঠন এ্যাক্ট-২০২২ দ্বারা পরিচালিত হয় ।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশনের সদস্য মিলসমুহ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য উৎপাদন করে এবং ২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত পণ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে ৩০৫১ (তিন হাজার একান্ন) কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে, তাছাড়া স্থানীয় বাজারে ৭০ (সত্তর) হাজার টন পাটজাত পণ্য বিক্রি করে ৭৮৫ (সাতশত পঁচাশি) কোটি টাকা আয় করে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দেশের জাতীয় বাজেটের আয় ব্যয়ের পরিমান ছিল ৪১০৮ (চার হাজার একশত আট) কোটি টাকা। এ অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয়েছিল ১৫১০ (এক হাজার পাঁচশত দশ) কোটি টাকা, যার মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল ১০৩১ (এক হাজার একত্রিশ) কোটি টাকা, যা মোট রপ্তানির ৬৮% (সূত্র ইপিবি), আজকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য মোট রপ্তানির মাত্র ৫%। অথচ পাট আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে দ্বিতৃ ভূমিকা পালন করে । প্রথমতঃ পাট যখন বপনের সময় হয়, তখন জমি তৈরী থেকে শুরু করে বীজ বপন, পাট কাটা, ধৌতকরণ ও পাট শুকিয়ে বিক্রির জন্য বাজারে আনা পর্যন্ত গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে একটি চাঙ্গা ভাব থাকে। তখন কৃষি শ্রমিকগণ তাদের শ্রমের মজুরি পেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। দ্বিতীয়তঃ এ পাট যখন শিল্প-কারখানায় আসে তখন শ্রমিকগণ তাদের শ্রমের মাধ্যমে পাট দ্বারা পাটজাত পণ্য তৈরী করে থাকে। এখানেও শ্রমিকগণ তাদের প্রাপ্ত মজুরি দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে ও তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে, এতেও গ্রামীণ বাজার অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। কিন্তু বর্তমানে পাটশিল্প বিভিন্ন সমস্যার কারণে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পাটজাত পণ্য ১০০% দেশীয় মূল্য সংযোজন করে থাকে, তাছাড়া পাট পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু হওয়ায় পৃথিবীর সকল দেশে এর কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবুও পাটশিল্প আজ কতিপয় স্বার্থান্বেসী মহলের কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপকভাবে তাঁর অবদান রাখতে পারছে না। দেশের পাটকলগুলো পুরাতন মেশিনপত্র ও ব্যাংক ঋণসহ বিভিন্ন কারণে সমস্যায় জর্জরিত এবং এর সাথে জড়িত ৪/৫ কোটি মানুষের জীবন জীবিকা হুমকির সম্মুখীন। কিন্তু পাট খাতের উপর দেশীয়ভাবে স্পষ্ট কতিপয় সমস্যা ও বিদেশী ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত কতিপয় বিধি নিষেধ পাটখাতের উন্নয়নে বাধাঁ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারত যাতে সে দেশে অনায়াসে পাটজাত পণ্য প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ২০১৭ সনে পাটজাত পণ্যের উপর এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছেন। এর ফলে যেখানে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্যের মোট রপ্তানির ২৫% ভারতে রপ্তানি হতো, তা এখন দাড়িয়েছে ৫%-এ। বিজেএমএ ভারত কর্তৃক আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি রহিত করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাত করে সমস্যাটি তুলে ধরেছে। গত ১১ থেকে ১৬ জুন ২০২২ পর্যন্ত ভারতের ডাইরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড রিমিডি (DGTR) এর ১টি প্রতিনিধি দল পুনরায় এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি আরোপ করার উদ্দেশ্যে জনাব রাজীব অরোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, ডিজিটিআর এর নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন পাটকল পরিদর্শন করে মিলগুলোর উৎপাদন ও বিক্রি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন। এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি যাতে রহিত করা হয় সে বিষয়ে বিজেএমএ হতে তদন্ত টিমকে অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে কমিটির প্রতিবেদনটি ভারতের অর্থমন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে, যদি মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিবেদনটি অনুমোদন করেন তবে আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য এন্টি ডাম্পিং ডিউটি পুনরায় বাংলাদেশের জন্য বলবৎ হবে। এক্ষেত্রে এন্টি-ডাম্পিং ডিউটি যাতে আরোপিত না হয় সে বিষয়ে ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এন্টি ডাম্পিং ডিউটি পুনরায় আরোপিত হলে বাংলাদেশের পক্ষে WTO তে আপীল করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না।

জাতির পিতা এ পাটশিল্পের উপর ভিত্তি করেই এ দেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন। এমনকি তিনি জাতীয় প্রতীকে পাট পাতাকে সন্নিবেশিত করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করে পাটকে সারাবিশ্বে নতুন করে পরিচয় করে দিয়েছেন। তিনি পাটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য ''পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০, পাট আইন-২০১৭ মহান জাতীয় সংসদে পাশ করেছেন। তাছাড়া, ২০১৬ সনে পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে সানুগ্রহ ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু তা অদ্যাবধি বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বহুমুখী পাটপণ্যের রপ্তানির উপর সর্বোচ্চ ২০% নগদ সহায়তা প্রদান করেছেন ।

বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কাঁচাপাটের উপর ২% উৎস কর আরোপ করা হয়েছে। পাটজাত পণ্য উৎপাদনে কাঁচামাল হিসেবে শুধুমাত্র পাটই ব্যবহৃত হয়। যদি পাটের দাম ২% বৃদ্ধি পায় তবে তা উৎপাদিত পাটজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করবে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাটজাত পণ্য বিদেশী পাটজাত পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না, কারণ ক্রেতা যেখানে পণ্য সস্তা পাবে সেখানেই ধাবিত হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির জন্য এ দেশে উৎপাদিত ১৯টি পণ্যে পাটজাত মোড়ক ব্যবহারের জন্য 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' পাশ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এ আইনটি এখনও শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ যদি শতভাগ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় তাহলে অচিরেই বাংলাদেশে পাটের স্বর্ণযুগের সূচনা হবে বলে আশা করি। বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন এ আইনটি শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পরিবেশবান্ধব এই পাট ও পাটশিল্পের সাথে প্রায় ৪/৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশের ঐতিহ্য এ শিল্পকে রক্ষা করার জন্য Export Development Fund এর আদলে Jute Sector Development Fund গঠন করে পাটশিল্পে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হলে মিল মালিকগণ চিরাচরিত পাটপণ্যের সাথে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হবে এবং স্বল্প মূল্যে দেশে ও বিদেশের বাজারে পাটপণ্য ও বহুমুখী পাটপণ্য বিক্রি/রপ্তানি বাড়াতে সচেষ্ট হবে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতি। ১(এক) কেজি পাট ব্যবহার করে ১(এক) টি বস্তা তৈরী করা হলে তা বিদেশের বাজারে বিক্রি হয় ১০০ (একশত) টাকা কিন্তু আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ১(এক) কেজি পাট দ্বারা যদি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করা যায় তবে বিদেশের বাজারে তার মূল্য হবে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকারও বেশী। এতে পাটজাত পণ্য থেকে রপ্তানি আয় কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। আর সেজন্য প্রয়োজন Jute Sector Development Fund।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ২০১৬ সনে পাটজাত পণ্যকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে সানুগ্রহ ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ ঘোষণাকে জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাছাড়া পাটশিল্প কৃষিভিত্তিক শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে অন্যান্য কৃষিভিত্তিক শিল্পের ন্যায় গৃহীত ঋণের উপর সুদের হার কমে যাবে। ভারত সরকার তার দেশের পাটকলসমূহের পুরাতন মেশিনারীজ পরিবর্তন করে নতুন মেশিনারীজ স্থাপনের জন্য মেশিন মূল্যের ৩০% হারে মিল মালিকদের অনুদান প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাটকলের মেশিনারীজ ৫০/৬০ বছরের পুরাতন। এসব পুরাতন মেশিনারীজ পরিবর্তন করে নতুন মেশিন ক্রয় করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পাটকল মালিকদের ৩০% হারে অনুদান প্রদান করা হলে পাটকল মালিকগণ পুরাতন মেশিনারীজ বিক্রী করে যে অর্থ পাবে তার সাথে সরকারি অনুদান এবং নিজস্ব অর্থ যোগ করে নতুন মেশিনারীজ ক্রয় করে মিলে স্থাপন করতে পারবে। নতুন মেশিনারীজ স্থাপন করা হলে মিলের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেয়ে পণ্যের একক মূল্য কমে যাবে। তাতে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটপণ্য অন্যান্য দেশের পাটপণ্য ও বিকল্প পণ্যের সাথে প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে থাকতে পারবে। অচিরেই পাট খাতের রপ্তানি আয় কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে পাটপণ্যের রপ্তানি আয় ৮ (আট) বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে।

পাটপণ্য রপ্তানিতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনক হলেও সত্যি যে পাটবীজে আমরা আমদানি নির্ভর। পাটবীজে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ছাড়া পাট শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকার থেকে পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদের ভর্তুকি প্রদান এবং ধানের ন্যায় গবেষণার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল পাটের বীজ উৎপাদন করা হলে বাংলাদেশ পাটবীজ উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারবে এবং বিদেশের উপর নির্ভরতা ক্রমান্বয়ে কমে আসবে ।

এ সকল সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য বিজেএমএ সমস্যাগুলোর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ট্যারিফ কমিশন. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অবহিতর জন্য দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর খোলা চিঠি প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা আশা করি এ সমস্যাগুলো সমাধান হলে পাটশিল্প খাত থেকে অচিরেই রপ্তানির মাধ্যমে ৮-১০ বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে এবং পাটশিল্প পূর্বের ন্যায় জাতীয় অর্থনীতিতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারবে ।

"পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি করুন, দেশের পরিবেশ রক্ষা করুন"

"পাটশিল্প রক্ষা করুন, দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করুন"

"পাটপণ্য ব্যবহার করুন, দেশীয় শিল্প রক্ষা করুন"

বাংলাদেশ জুট মিলস্ এসোসিয়েশন

আদমজী কোর্ট, মেইন বিল্ডিং, (৫ম তলা),
১১৫-১২০, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা - ১০০০।

পাট পচনে পানির ঘাটতিঃ সমাধানে উদ্ভাবনী প্রযুক্তি

জাকারিয়া আহমেদ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

পাটের কাণ্ডের কাঠের অ-তন্তুযুক্ত (পেকটিন ও অন্যান্য মিউকিলাজিনাস) পদার্থ থেকে আঁশগুলিকে আলাদা করার প্রক্রিয়াকে পাট পচন বা রিটিং বলা হয়। এটি একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যা বিভিন্ন আঁশ গ্রুপের জীবাণুর ক্রিয়া দ্বারা সঞ্চালিত হয়। পাট পচন এর সময় বাংলাদেশের কিছু এলাকা, বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে, পানির অভাব দেখা দেয়। এ কারণে মৌসুমে পাট কাটার তীব্র সংকটে পড়ে কৃষকরা। পাটের সবুজ আঁশ শুকিয়ে সংরক্ষণ করে, পরে যদি শুকনো ছাল থেকে একই মানের আঁশ পাওয়া যায় তবে শুকনো বা সংরক্ষিত আঁশগুলি চাষের জন্য সহায়ক হতে পারে এবং পানির অভাবজনিত সমস্যা কিছুটা হলেও সমাধান করা যায়। সাধারণত ধীর গতিতে চলমান পানিতে পাট পচন করা সবচেয়ে ভালো। স্থির পানিতে নিকৃষ্ট মানের আঁশ উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে, যদি না প্রতিবার পচন করার পর বিশুদ্ধ পানি এবং জীবাণুর জন্য অনুকূল ববস্থা করা হয়। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে, আঁশ পাওয়ার জন্য অণুজীব ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া ব্যবহার একটি বিকল্প পাট পচন কৌশল হতে পারে। অণুজীব (মাইক্রোবিয়াল) ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া হল জীবমণ্ডল জুড়ে প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ। এই অণুজীবগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে এবং তাদের এনজাইম উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে অণুজীব (মাইক্রোবিয়াল) ইনোকুলাম/কনসোর্টিয়া প্রণয়ন করা যেতে পারে। এই ইনোকুলামগুলি শুকনো বা সংরক্ষিত ছালের উপর প্রয়োগ করা যেতে পারে। মাইক্রোবিয়াল ফর্মুলেশন শুধুমাত্র পাট পচন এর সময়কাল কমানোর জন্যই নয় বরং আঁশ/ফাইবারের মানের অন্তত দুই থেকে তিন গ্রেডের উন্নতির জন্যও উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

অতএব, মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়া ব্যবহার করে সংরক্ষিত বা শুকনো পাটের ছাল থেকে রেটিং/ফাইবার নিষ্কাশন প্রক্রিয়ার বিকাশের জন্য পানির অভাব এলাকায় বা পানির অভাবের সময় পাটের বিকল্প কৌশল হতে পারে। ইনোকুলাম ফর্মুলেশন এবং ডেভেলপমেন্ট হল একটি সুপ্ত স্টক কালচার থেকে অণুজীবের জনসংখ্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অণুজীবের একটি জনসংখ্যা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া, যা একটি চূড়ান্ত উৎপাদনশীল পর্যায়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধারণাটি শুধুমাত্র অণুজীবের ইনোকুলামের বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রেই নয়, বরং বিশুদ্ধ অণুজীবের বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুষ্ক পাটের আঁশ পৃথক করার ক্ষেত্রে যা একটি শক্তিশালী বিকল্প হতে পারে। নিম্নোক্ত কৌশল/প্রযুক্তিসমূহ পাট কাটার জন্য পানির অভাবের একটি চমৎকার বিকল্প হতে পারে :

- ফাইবার নিষ্কাশনের জন্য মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলাম তৈরি এবং বাধ্যতামূলক মৌসুমী পাট পচন অনুসরণ না করে উপযুক্ত সময়ে মাইক্রোবিয়াল ইনোকুলাম ব্যবহারের মাধ্যমে পাট আঁশগুলিকে আলাদা করা ।
- লাইফোলাইজেশন কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে পাউডার আকারে মাইক্রোবিয়াল কনসোর্টিয়ার তৈরি করে দীর্ঘক্ষণ সংরক্ষন এবং প্রয়োজনে পাট/ফিতার করা
- পাট পচন মাইক্রোবিয়াল এনজাইমগুলিকে নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত এনজাইম বিট তৈরি করা, যা পাট/ফিতার সংরক্ষিত বাকলের প্রয়োজনে বারবার এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এই প্রযুক্তিগুলি পাট আঁশ আহরণের জন্য পাটের পচন পানির অভাব কাটিয়ে উঠতে অভিনব কৌশল বিকাশে সহায়তা করবে, যা কৃষকদের জন্য উপকৃত হবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করবে ।

পাট শিল্প গড়ে তুলুন
কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুন

ফিরে আসুক সোনালি আঁশের সোনালি দিন

কৃষিবিদ ড. মো: আল-মামুন
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট

পাট কেবল আমাদের সোনালি আঁশ নয়, আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের এক সোনালি অধ্যায়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত। বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে আবার পাটের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশেই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত মানের পাট উৎপাদিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬ লাখ ৮২ হাজার হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়। বিজেএসএ সূত্রে জানা যায়, বছরে দেশে ৭৫ থেকে ৮০ লাখ বেল কাঁচা পাট উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য লাগে ৬০ লাখ বেল। আর ১০ থেকে ১২ লাখ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে ১১৬ কোটি ডলারেরও বেশি, এ রপ্তানি শত কোটি ডলার ছাড়িয়ে ছিল ২০১০-১১ অর্থবছরেই। বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত পাট ও পাটপণ্য তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় ১৩৫টি দেশে রপ্তানি করছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে কেবল পাটজাত ব্যাগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। এ ছাড়া দেশে অন্যান্য পাটপণ্যের চাহিদা রয়েছে প্রায় ৭১৬.৫২ কোটি টাকার। এছাড়া ২০২০-২১ অর্থবছরে কাঁচাপাট রপ্তানি হয়েছে প্রায় ১৪ কোটি ডলারের।

ঢাকাই মসলিন, সিল্কের শাড়ি কিংবা কাপড় যেমন নামে-ডাকে গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক পাটের তৈরি অনেক জিনিসপত্রও এখন দেশে-বিদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাট ও পাটজাত বর্জের সেলুলোজ থেকে পরিবেশবান্ধব বিশেষ সোনালি ব্যাগ, পাটের তৈরী জিন্স (ডেনিম), পাট ও তুলার মিশ্রনে তৈরি বিশেষ সুতা (ভেসিকল), পাট কাটিংস ও নিম্ন মানের পাটের সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারিকেলের ছোবড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত জুট জিও টেক্সটাইল, পাটখড়ি হতে উৎপাদিত ছাপাখানার বিশেষ কালি (চারকোল) ও পাটপাতা থেকে উৎপাদিত ভেষজ পানীয় দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পাটকাঠি থেকে অ্যাকটিভেটেড চারকোল বাংলাদেশে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। পাট দিয়ে তৈরি শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, বাহারি ব্যাগ, খেলনা, শোপিস, ওয়ালমেট, আল্পনা, দৃশ্যাবলী, নকশিকাঁথা, পাপোশ, জুতা, স্যান্ডেল, শিকা, দড়ি, সুতলি, দরজা-জানালার পর্দার কাপড়, গহনা ও গহনার বক্সসহ ২৮৫ ধরণের পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার এন্ড পাল্প, ইনস্যুলেশন শিল্পে, জিওটেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স, মেরিন ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাট ও পাটপণ্য শুধু পরিবেশবান্ধব এবং সহজে পচনশীলই নয় এটা পরিবেশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশ বিপর্যয়কারী কৃত্রিম তন্তুর জনপ্রিয়তা বা ব্যবহার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু আন্দোলনের অংশ হিসেবে পানি, মাটি ও বায়ু দূষণকারী পলি ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র জনমত তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তুবর্ষ' হিসেবে ঘোষিত ও পালিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার আরও উৎসাহিত হয়েছে। বিশ্বে প্রতি মিনিটে ১০ লাখেরও বেশি এবং বছরে প্রায় ১ ট্রিলিয়ন টন পলিথিন ব্যবহার করা হয়, যার ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার মানুষ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক পাখি ও জলজ প্রাণী। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে শুধু ঢাকাতেই মাসে প্রায় ৪১ কোটি পলি ব্যাগ ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষতির বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্য শস্য ও চিনি মোড়কীকরণ করার জন্য পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বাংলাদেশে ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ার ফলে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর শিল্প-রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তে অর্গানিক বা পচনশীল ও নবায়নযোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়ছে। সাম্প্রতিক ইতালি, ব্রাজিল, ভুটান, চীন, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, সোমালিয়া, তাইওয়ান, তানজানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভন্ন দেশ সিনথেটিক ব্যাগসহ পরিবেশ বিনাশী অন্যান্য

উপাদান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ঝুঁকে পড়ছে প্রাকৃতিক তন্তু ব্যবহারের দিকে। এ ক্ষেত্রে পাটই হয়ে উঠেছে বিকল্প অবলম্বন। বিশ্বে বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগ ও ৩২ মিলিয়ন ফুড গ্রেড পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া বিলাসবহুল মোটরগাড়ি নির্মাণ করে এমন পাঁচটি বড় কোম্পানি ঘোষণা দিয়েছে, তারা তাদের গাড়ির অভ্যন্তরীণ কাঠামোর একটি বড় অংশ তৈরি করবে পাটজাত পণ্য দিয়ে। বিশ্বের এই চাহিদা মেটাতে, পাটকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আমাদের কাজ করতে হবে।

পাটকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য গৃহীত হয়েছে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপ। পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রসার, গবেষণা ও পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণে পাট আইন-২০১৭, পাটনীতি-২০১৮ প্রণয়নের উদ্যোগ অন্যতম। পাট চাষীদের সহায়তা করার জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে পাটের বীজ উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। পরিবেশ রক্ষায় কতিপয় পণ্য বিক্রয়, বিতরণ ও সরবরাহে বাধ্যতামূলক পাটজাত মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রণীত হয়েছে। আইনের আওতায় সার, চিনি, ধান, চালসহ ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাটকে বিশ্ববাজারে তুলে ধরতে ঢাকার বুকে তেজগাঁওয়ে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রায় ২৮২ প্রকার বহুমুখী পাটপণ্যের স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র চালু হয়েছে। রপ্তানিমুখী পাটপণ্য বহুমুখীকরণে নগদ সহায়তা বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে ইউরোপের দেশগুলোতে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাট থেকে পলিথিন (জুটপলি) উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে যুক্তরাজ্যের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ফুটামুরা কেমিক্যালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন (বিজেএমসি)। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা এবং স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ৬ মার্চ দেশব্যাপী জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করছে।

দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ টন পাটকাঠি উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে যদি ৫০ ভাগ পাটকাঠি চারকোল উৎপাদনে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে প্রতিবছর প্রায় দুই লাখ ৫০ হাজার টন চারকোল উৎপাদন সম্ভব হবে। যা বিদেশে রপ্তানি করে প্রতিবছর প্রায় দুই হাজার পাঁচশ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও মাটি পাট উৎপাদনের জন্য বিশেষ উপযোগী হওয়ায় বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে বাংলাদেশের পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাটের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এর আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই। পণ্য বৈচিত্র্যকরণে সরকারি পাটকলগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং উৎপাদন স্থিতিশীল রাখার জন্য পাটের ন্যূনতম বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। দেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট খাতের ওপর নির্ভরশীল। এ খাতে সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে দেশীয় উদ্যোক্তাদের সহায়তা দিতে হবে এবং ছোট কারখানাগুলোকে সমবায়ের মাধ্যমে বড় আকারের উৎপাদনে কাজে লাগাতে হবে।

ধারণা করা হচ্ছে, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই সারা বিশ্বে তিনগুণ বেড়ে যাবে। ফলত পাটপণ্যের বাজারই সৃষ্টি হবে ১২ থেকে ১৫ বিলিয়নের। দুনিয়াব্যাপী পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি ও আমাদের দেশের উন্নতমানের পাট এ দুই হাতিয়ার কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশেরও সফলতা আসতে পারে। যে দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করতে পারেন, যে দেশ বহির্বিশ্বে সোনালি আঁশের দেশ হিসেবে পরিচিত, সেই দেশে ফের পাটের সোনালী দিন ফিরিয়ে আনা কঠিন নয়। মানসম্মত পাট উৎপাদন ও পণ্য বহুমুখীকরণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে স্বদেশী পাটপণ্যের কার্যকর ব্রান্ডিংয়ের উদ্যোগ নেয়া এবং পাটপণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আইনগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, গ্রিন ইকোনমি ও সবুজ পৃথিবীর বাস্তবতায় বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায়, ক্রমেই দেশে পাটের সোনালি অতীত ফিরে আসবে এবং অর্থনীতিতে নতুন গতির সঞ্চার ঘটবে।

সোনালী আঁশের বাংলাদেশ
সমৃদ্ধ জীবন ও পরিবেশ

ভবিষ্যৎ অর্থনীতিতে পাটের অবদান

মো: জিহাদ
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

এ যাবৎ বাংলায় সোনালি আঁশ পাটের প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। বৈষম্যমূলক বিনিয়োগ হার এবং পরগাছা ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা পাট চাষীদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করেছে। পাটের মান উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। পাট ব্যবস্থা জাতীয়করণ, পাটের গবেষণার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ এবং পাট উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতিতে পাট সম্পদ সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে"-১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন ও রেডিও পাকিস্তানে এক ভাষণে আওয়ামীলীগ প্রধান ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কৃষকদের অধিকার সংরক্ষণে একথা বলেছিলেন ।

পাট বা সোনালি আঁশ হলো আমাদের বাংলার ঐতিহ্য। এই পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের এক সফল ইতিহাস, মিশে আছে আমাদের সংস্কৃতি ও নিজস্বতায়। আবহমান বাংলার প্রাচীন কাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি, অর্থনীতির এক বিরাট অংশ পাট ও পাট জাতীয় পণ্যের সাথে জড়িয়ে আছে।

আমরা ফিরে যাই ১৯৬৬ সালে; এ বছরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষণা করা হয় বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ঐতিহাসিক ছয় দফা যেটাকে তুলনা করা হয় ম্যাগনাকার্টার সাথে। এই ছয় দফার পঞ্চম দফা ছিল প্রদেশগুলো নিজেদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার মালিক হবে এবং এর নির্ধারিত অংশ তারা দেবে । অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের পাট থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য দাবি উত্থাপিত হয়েছে এতে। পরবর্তীতে এই ছয় দফার উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিলো আমাদের মহান স্বাধীনতা এবং এর পেছনে অন্যতম চালিকা শক্তি ছিলো আমাদের এই সোনালি আঁশ।

মহান স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু পাট খাতের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তার শাসনামলে ১৯৭২-৭৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রফতানি আয় ছিলো ৩৪ কোটি ৮৪ লাখ ডলার, এর মধ্যে শুধু কাঁচা পাট ও পাট জাতীয় দ্রব্য রফতানি করে আয় হয়েছে ৩১ কোটি ৩১ লাখ ডলার অর্থাৎ মোট রফতানি আয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ এসেছে পাট থেকে।

কিন্তু কালের বিবর্তনে আমাদের দেশের পাটশিল্পের গৌরব আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়েছে। নব্বই এর দশকে যেখানে পাট উৎপাদন হতো ১২ লাখ হেক্টর জমিতে, সেটা কমে কমে একসময় ৪/৪.৫ লাখ হেক্টর জমিতে পৌঁছায়। তবে আশার কথা হচ্ছে বর্তমানে পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশবান্ধব পণ্য, প্রাকৃতিক আঁশের অপার সম্ভবনার এবং বিশ্ব বাজারে পাটজাতীয় পণ্যের চাহিদার কারণে আবারো পাটের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট পাট চাষ হয়েছে ৬.৮২ লাখ হেক্টর জমিতে এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট পাট চাষ হয়েছে ৭.৪৫ লাখ হেক্টর জমিতে।

বাংলাদেশ বর্তমানে পাট উৎপাদনে দ্বিতীয় এবং পাট রপ্তানীতে প্রথম। সারাবিশ্বে ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক ফাইবারের চাহিদার দরুন পাটের রপ্তানী প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা থেকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হচ্ছে। বাংলাদেশের পাট ও পাট জাতীয় পণ্য সাধারণতঃ ভারত, পাকিস্তান, চীন, ইরান, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে আমাদের পোশাক, চামড়া সহ অন্যান্য খাতের রপ্তানী আয়ে যখন ধ্বস নেমেছিলো, তখনো পাট শিল্প আমাদের রপ্তানী আয়ের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে সচল ছিলো। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশ পাট ও পাটজাতীয় পণ্য থেকে ১৯৫.৪ মিলিয়ন ডলার আয় করে, যা আগের বছরের এসময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি ছিলো। আবার রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্যমতে বাংলাদেশ ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম মাস তথা জুলাই এ বিভিন্ন পণ্য রপ্তানী করে ৩৯১ কোটি ডলার আয় করে যার মধ্যে ১০ কোটি ৩৫ লাখ ডলার এসেছে পাট থেকে।

পাটের সোনালি আঁশ, পাটকাঠি এবং পাটপাতা এই তিনে মিলে আমাদের অর্থনীতির জন্য এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। পাটের আঁশ দিয়ে তৈরী হচ্ছে জিন্স, শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার কামিজ, পাঞ্জাবি, দরজা জানালার পর্দা, বিভিন্ন রকম খেলনা, পাপোশ, নকশি কাথাঁ, শোপিস সহ প্রায় শতাধিক পণ্য এবং পশ্চিমা বিশ্ব তথা ইউরোপে এই পাট গাড়ি নির্মাণ শিল্পে, উড়োজাহাজ শিল্পে, কম্পিউটার শিল্পে, ইনস্যুলেশন শিল্পসহ নানাবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হচে। পাট কাঠি দিয়ে উৎপাদন করা হচ্ছে উচ্চমূল্যের অ্যাকটিভেটেড চারকোল, যা বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এ চারকোল থেকে মেডিসিন, এ্যান্টি টক্সিক্যান্ট, ওয়াটার ফিল্টার, টুথপেস্ট, ফার্টিলাইজার, ফেইসওয়াশ, কসমেটিকস, ফটোকপিয়ার, প্রিন্টার সহ বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।

পাটপাতা আমাদের অর্থনীতির জন্য হতে পারে আরেকটি মিরাকল। বর্তমানে পাটপাতা থেকে তৈরী হচ্ছে অর্গানিক চা। পাটপাতা থেকে চা তৈরীর জন্য টানা আট বছর গবেষণা করে সফল হয়েছেন টাঙ্গাইলের জাকির হোসেন তপু। এরই মধ্যে তা রপ্তানী হচ্ছে ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং তার এই দেশীয় যুবকদেরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাছাড়া ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে এ চা পাঠানো হয়। (তথ্য : গণ TV)

পাটের আরেকটি সম্ভাবনাময় দিক হলো মেস্তা পাট। পাট গবেষণা আঞ্চলিক কেন্দ্র, রংপুরে গবেষণার মাধ্যমে মেস্তা পাট থেকে তৈরী হচ্ছে আইসক্রিম, মেস্তাসত্ত্ব, চা, জ্যাম, জেলি, জুস, আচার ও পানীয়সহ হরেক রকম খাদ্যপণ্য। ধারণা করা হচ্ছে এসব খাদ্যপণ্য বাজারজাত করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হবে হাজার কোটি টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়ে এবং আগামীর বিশ্বকে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রাকৃতিক ফাইবারের বিকল্প নাই। পলিথিনের মতো মাটি, পানি দুষণকারী পদার্থের একমাত্র বিকল্প হতে পারে প্রাকৃতিক ফাইবার তথা পাট। সেই সাথে আমাদের অর্থনীতিকে আগামী বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য পাট ও পাটজাতীয় পণ্যের প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সোনার বাংলা গড়ার যে প্রত্যয় এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর যে লক্ষ্য, সেটি অর্জনে আমাদের অন্যতম চালিকাশক্তি হবে আমাদের পাট ও পাটজাতীয় পণ্য। তাই এ পাট শিল্পের বিকাশে আমাদের সকলের সর্বোচ্চ গুরুত্ব কাম্য।

পাটখড়ি হতে চারকোল প্রস্তুতকরণ

প্রাকৃতিক আঁশের উৎস, গুণাগুণ ও অপার সম্ভাবনা।

মোঃ মুকুল মিয়া
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং
ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ফসলের পাশাপাশি রয়েছে আঁশ ফসলের ব্যাপক অবদান। প্রাগ ঐতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের টেক্সটাইল বা পণ্য তৈরিতে প্রাকৃতিক তন্তু বা আঁশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক আঁশের উৎস মূলত দুই ধরনের, যথা প্রাণিজ উৎস এবং উদ্ভিদ উৎস অর্থাৎ সব্জি জাতীয় আঁশ। সব্জি জাতীয় আঁশের প্রধান উপাদান হচ্ছে সেলুলোজ। এ জন্যই সব্জি জাতীয় আঁশকে উদ্ভিজ্জ আঁশ বা প্রাকৃতিক সেলুলোজ ফাইবার বলা হয়। আঁশ সংগ্রহের উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রাকৃতিক সেলুলোজ জাতীয় আঁশ বিভিন্ন ধরনের হয় (ছবি-১ ও ২)।

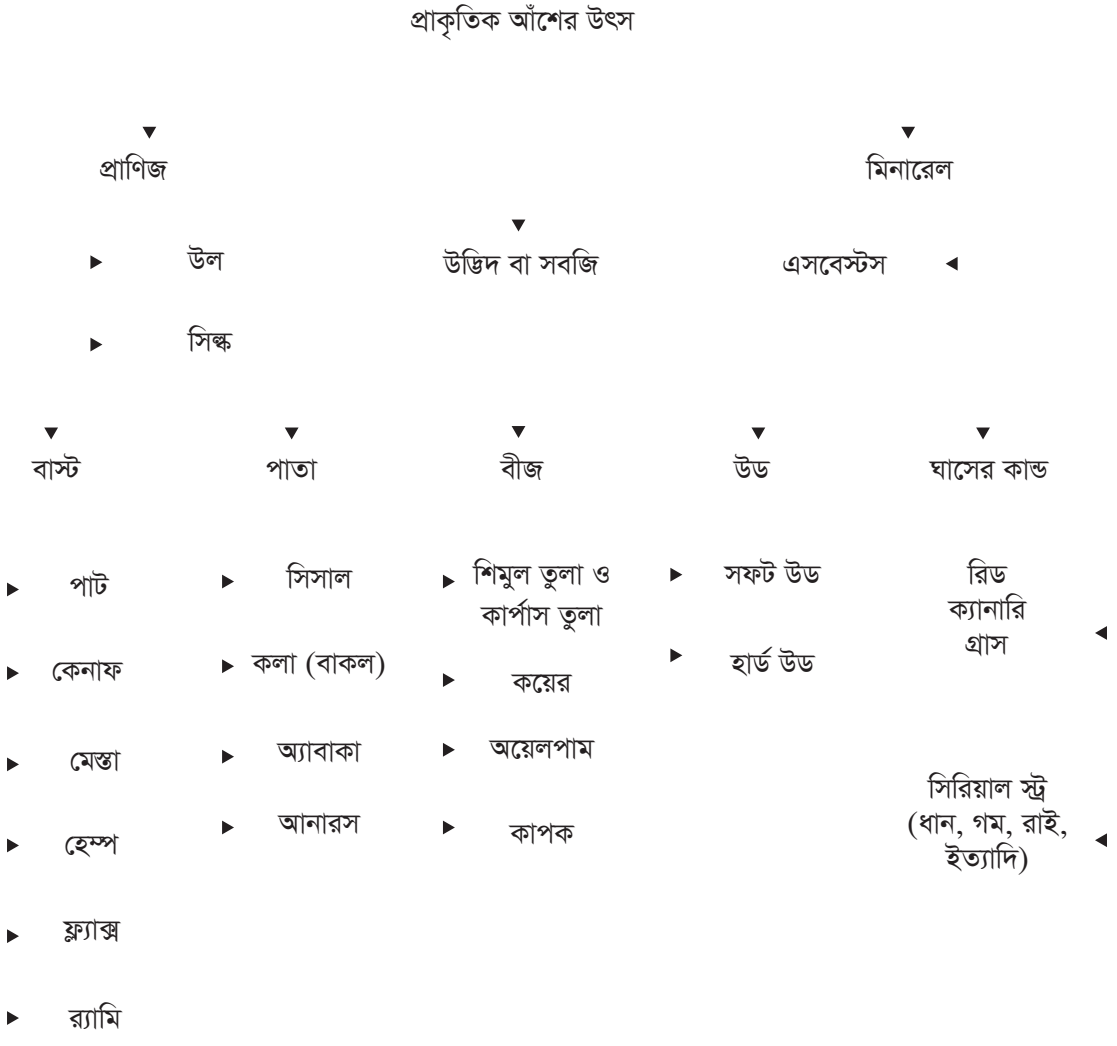

প্রাকৃতিক আঁশের বিভিন্ন উৎস।
Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক আঁশ
Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

প্রাকৃতিক আঁশ বনাম কৃত্রিম আঁশ :

প্রাকৃতিক আঁশ ফসল (পাট, কেনাফ, মেস্তা, হেম্প, ফ্ল্যাক্স) মাটি থেকে বিভিন্ন ক্ষতিকর ভারী পদার্থ (ক্যাডমিয়াম, সিসা এবং তামা) শোষণ করে, পাতা পচে জৈব সার যোগ করে মাটিকে সুস্থ্য রাখে। সিনথেটিক ফাইবার হচ্ছে মানুষের তৈরি কৃত্রিম ফাইবার যা পেট্রোলিয়াম জাতীয় ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ থেকে রাসায়নিক উপায়ে তৈরি হয়। এসব কৃত্রিম ফাইবার যেমন নাইলন, এক্রাইলিক্স, পলি ইউরেথেন এবং পলিপ্রপিলিন পরিবেশকে নষ্ট করে। সিনথেটিক ফাইবারের চেয়ে প্রাকৃতিক ফাইবারের উপকারিতা গুলো হচ্ছে কম দামী, নবায়ন যোগ্য, কম ঘনত্ব, কম ওজন, নন-কারসিনোজেনিক, তাপ সহনশীল, অধিক শক্ত ও ইলাস্টিক ধরনের। প্রাকৃতিক আঁশের বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান (টেবিল-১) ও মেকানিক্যাল গুণাবলী (টেবিল-২ ও ৩) রয়েছে। প্রাণিদেহ থেকে সংগৃহীত ফাইবার (রেশম, উল) মূলত প্রোটিনের সমষ্টি যা পশমওয়ালা স্তন্যপায়ী প্রাণিদের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হয়। রেশম পোকার কোকুন তৈরীর সময় তাদের শুষ্ক স্যালাইভা হতে সিল্ক ফাইবার সংগ্রহ করা হয়। পাখিদের পালক থেকেও ফাইবার পাওয়া যায় যা এভিয়ান ফাইবার নামে পরিচিত।

সোনালী আঁশ 'পাট' : পাট 'মালভেসি' গোত্রভূক্ত 'করকোরাস' গণের অধীন একটি প্রাকৃতিক আঁশ ফসল যার কান্ডের চারপাশের ছাল বা বাকল থেকে সোনালী বর্ণের আঁশ উৎপাদন হয়। এটি একটি বর্ষজীবী স্বপরাগায়িত ছোট দিনের উদ্ভিদ। বিশ্বব্যাপী 'করকোরাস' গণের অধীন মাত্র ২টি প্রজাতি (বার্মা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত দেশী পাট এবং আফ্রিকা অঞ্চল থেকে উদ্ভূত তোষাপাট) থেকে বাণিজ্যিকভাবে আঁশ উৎপাদন হয়। প্রাচীনকাল থেকেই দেশী পাট আঁশের জন্য চাষ হলেও তোষা পাট আফ্রিকান অঞ্চলে ঔষধি গাছ এবং পাতা জাতীয় সবজি (মলোখিয়া) হিসেবে ব্যবহার হতো। পাট বাংলাদেশের একটি প্রধান অর্থকরী আঁশ ফসল যা অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক সময় কাঁচাপাট এবং পাটজাতীয় পণ্য রপ্তানীর মাধ্যমে অর্জিত হতো বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা। এখনও একক ফসল হিসেবে পাট ও পাটভিত্তিক পণ্য হতে প্রায় ৪% রপ্তানী আয় অর্জিত হয়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক এ পর্যন্ত দেশী পাটের ২৮ টি এবং তোষা পাটের ১৮ টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার মধ্যে দেশী পাটের ১২ টি এবং তোষাপাটের ৮টি উচ্চ ফলনশীল জাত কৃষকের জমিতে চাষ হচ্ছে। বিজেআরআই তোষা পাট ৮ (রবি-১), তোষাপাট ৫ (ও-৭৯৫), ও-৯৮৯৭ জাতগুলো উচ্চ ফলনশীল। রবি-১ জাতটি কিছুটা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু এবং বিজেআরআই তোষাপাট ৫ (লাল তোষা) জাতটি অনেকটা রোগ বালাই, পোকা-মাকড়, খরা, বন্যা সহিষ্ণু হিসেবে গণ্য করা হয়। তোষাপাটের উচ্চ ফলনশীল একটি জাত ছাড়করণের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। দেশী পাট তুলনামূলক ভাবে তোষা পাটের চেয়ে অনেকটা রোগ, পোকামাকড়, খরা, বন্যা, লবণাক্ততা, ইত্যাদি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু কিন্তু টেক্সটাইল ও বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের জন্য তোষা পাটের আঁশের গুণাগুণ দেশী পাটের চেয়ে ভালো। পাটের আঁশ থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব 'সোনালী ব্যাগ'সহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন বস্তা, দড়ি, ঢেউটিন, জিওটেক্সটাইল, হ্যান্ডিক্রাফটস, টেক্সটাইল ও মিক্সড টেক্সটাইল, টি-ব্যাগ, স্যানিটারী ন্যাপকিন, স্কুলব্যাগ, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি করা যায়। এছাড়াও পাটের সোনালী আঁশকে তুলা বা আনারসের আঁশের সাথে ব্লেন্ডিং করে ভালো মানের শাল, কোর্ট, ফতুয়া ইত্যাদি তৈরি করা যায়। পাটের রূপালী কাঠির রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার যেমন, পেস্টসহ নানা ধরণের কসমেটিক্সের উপাদান হিসেবে পাটকাঠির ছাই ব্যবহার্য; পাটকাঠি থেকে চারকোল ও জ্বালানী হয়; চারকোল থেকে ইনএক্টিভ ও এক্টিভকার্বন তৈরি এবং তা থেকে প্রিন্টার ও ফটোকপিয়ারের উন্নতমানের কালি তৈরি করা যায়। পাট পরিবেশবান্ধব হওয়ায় বিভিন্ন দেশে দামী গাড়ীর ডেস্কবোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয় পাটকাঠি। পাটের পাতা জমিতে পড়ে এবং এর শিকড়সহ পঁচে গিয়ে মাটিতে প্রচুর নাইট্রোজেন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম উপাদান যোগ করে ফলে পরবর্তী ফসলের জন্য তা খুব উপকারী হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে পাটগাছ ১০০ দিনে বায়ুমন্ডল থেকে প্রায় ১৪.৫ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ১০.৫ টনের মতো বিশুদ্ধ অক্সিজেন নিঃসরণ করে পরিবেশকে গ্রীনহাউজ গ্যাসের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।

কেনাফ ও মেস্তা : কেনাফ ও মেস্তা 'মালভেসি' গোত্রের অধীন 'হিবিসকাস' গণের দুইটি উদ্ভিদ। প্রজাতি দুটির কান্ডের বাকল থেকে ভালো মানের শক্ত আঁশ পাওয়া যায়। কেনাফের আঁশ কাগজের পাল্প তৈরিতে ব্যাপক ব্যবহার্য। মেস্তা ফসলটি আঁশ উৎপাদনের পাশাপাশি এর পাতা এবং ফলের বৃতি (চুকুর) সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বীজ হতে পশু-পাখির খাদ্য তৈরি হয়। তবে সবজি হিসেবে ব্যবহৃত মেস্তার জাত থেকে তেমন আঁশ পাওয়া যায় না। এই ফসল দুইটি পতিত এবং অনুর্বর জমিতেও কম খরচে চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। বিজেআরআই এ পর্যন্ত ৪ টি কেনাফ (আঁশ জাতীয়) ও ৪ টি মেস্তার (২টি আঁশ জাতীয় এবং ২ টি সবজি জাতীয়) জাত উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, আরও একটি অধিক পরিমাণের নিউট্রিয়েন্ট সমৃদ্ধ সবজি মেস্তার জাত ছাড়করণের দ্বার প্রান্তে রয়েছে। কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে কেনাফ চাষ হয়।

তুলা : তুলা 'মালভেসি' পরিবারের 'গোসিপিয়াম' গণভূক্ত একটি আঁশ ফসল। এর বীজের চারপাশে তৈরি হয় আঁশ যা মূলত বিশুদ্ধ সেলুলোজ নিয়ে গঠিত। সেলুলোজের বিশেষ ধরনের গঠন বিন্যাসই তুলার আঁশের অধিক শক্তি এবং শোষণ বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। এর আঁশগুলো বিভিন্ন লেয়ারে সজ্জিত হয়ে স্প্রিং এর মতো বৃত্তাকার সজ্জা গঠন করে। পোশাক শিল্পে ব্যবহারের গুরুত্বের জন্য কার্পাস তুলা বাংলাদেশের একটি প্রধান প্রাকৃতিক আঁশ ফসল। এছাড়াও রয়েছে শিমুল তুলা। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তুলা ব্যবহারকারী এবং আমদানি কারী দেশ। বাংলাদেশ সাধারণত ভারত, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং আফ্রিকার দেশসমূহ থেকে তুলা আমদানি করে থাকে। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় আমাদের দেশে উৎপাদিত তুলার গুণগত মান আমদানিকৃত তুলার সমান। দেশে বর্তমান তুলার উৎপাদন দেশীয় চাহিদার ৩-৪% মাত্র। দেশে ক্রমশ তুলাচাষ বাড়ার সাথে সাথে বাড়ছে মহিলা শ্রমিকের কর্মসংস্থান। উৎপাদিত বীজ তুলা থেকে ৪০% আঁশ এবং ৬০% বীজ পাওয়া যায়। বীজ থেকে পুনরায় ১৫% ভোজ্য তেল ও ৮৫% খৈল পাওয়া যায়। তুলার খৈল মাছ ও পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শুকনো তুলা গাছ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তুলা সাধারণত খরা ও লবণাক্তা সহিষ্ণু বিধায় তামাক ও কৃষি বনায়ন জমিতে, খরা ও লবনাক্তা পীড়িত, চর ও পাহাড়ি এলাকায় তুলার চাষ ব্যাপক বাড়ছে। তবে কার্পাস তুলার মতো শিমুল তুলা তেমন বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হয় না।

হেম্প : হেম্প একটি বাস্ট ফাইবার ফসল যার কোরবা মজ্জা থেকে আঁশ উৎপাদিত হয়। হেম্প থেকে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, রোমানিয়ার মতো দেশে উৎপাদিত হচ্ছে আঁশ। তবে, নেশা জাতীয় দ্রব্য হিসেবে ব্যবহার হওয়ায় বাংলাদেশে হেম্পের চাষাবাদ রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষেধ।

সিসাল : সিসাল (অ্যাগাভসিসালানা) গাছের পাতা থেকে আঁশ পাওয়া যায়। ভারতে সিসাল ফসলের চারটি জাতের প্রথম ২টি থেকে বেশি আঁশ উৎপাদন হয়। বয়স ও উৎস অনুযায়ী এর ফাইবার কন্টেন্ট ভিন্ন হয়। সিসাল পাতায় মেকানিক্যাল, রিবন এবং জাইলেম ফাইবার পাওয়া যায়।

ফ্ল্যাক্স : এটি লিনিয়াসি পরিবারভূক্ত উদ্ভিদ যা কমন ফ্ল্যাক্স বা লিনসিড নামে পরিচিত। এটি অনেক আগে থেকেই আঁশ ফসল হিসেবে পরিচিত। লিনসিড জাতীয় অন্যান্য ফসল থেকে এটি চিকন কান্ড ও কম শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট লম্বা গাছ যা আঁশ উৎপাদন করে।

র‍্যামি : র‍্যামি সাধারণত চায়না গ্রাস, সাদা র‍্যামি, সবুজ র‍্যামি এবং রিহিয়া (rhea) নামে পরিচিত যা পাটের মতো বাস্ট ফাইবার। এটি নেটেল পরিবারভূক্ত বহু বর্ষজীবী উদ্ভিদ যার জীবন কাল প্রায় ৬-২০ বছর পর্যন্ত হয় এবং বছরে প্রায় ৬ বার আঁশ দেয়। এর আঁশ সিল্কের মতো সুন্দর, প্রাকৃতিক ভাবে ধবধবে সাদা এবং রাসায়নিক ভাবে লিলেন ও রেয়নের মতো একটি সেলুলোজ ফাইবার। চায়না, তাইওয়ান, কোরিয়া, ফিলিপাইন এবং ব্রাজিল বেশি করে রেমি উৎপাদন করে থাকে। তুলার সাথে রেমির আঁশ ব্লেন্ড করে ওভেন এবং নীট ফেব্রিক্স তৈরী করা যায় যা লিনেনের মতো পোশাক তৈরীতে সহায়ক। রেমির আঁশ দিয়ে পোশাক, টেবিল ক্লথ, ন্যাপকিন, রুমাল, ইত্যাদি; এবং তুলার সাথে ব্লেন্ডেড সুতা দিয়ে সোয়েটার তৈরী হয়। কাপড় ছাড়াও রেমির আঁশ থেকে মাছ ধরার জাল, ক্যানভাস, আপহোলস্টারি ফেব্রিক্স, স্ট্র ক্যাপ ও ফায়ার হোসপাইপ তৈরী করা যায়।

কাপক : কাপক গাছ সাধারণত ১০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয় এবং ৩০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। শিমুলের মতোই কাপক গাছের ফল হতে পরিবেশবান্ধব আঁশ উৎপাদন হয়। কাপক ফাইবারের পোশাক অনেক আরামদায়ক হয়। কাপক সাধারণত আফ্রিকান দেশ (নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক, তানজানিয়া), এশিয়ান দেশ (শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন) এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশ (ব্রাজিল, ইকুয়েডর, কোস্টারিকা, পেরু) এর বনাঞ্চলে জন্মে।

কলাগাছ : কলাগাছ বড় ধরণের একটি হার্ব জাতীয় উদ্ভিদ। এর কান্ড একাধিক পাতার গোড়ার সমন্বয়ে আবৃত থাকে। কলাপাতার গোড়া বা কলাগাছের বাকল থেকে সংগৃহীত আঁশ দিয়ে মাদুর, ব্যাগ, বিনসহ নানা ধরণের পণ্য তৈরী হয়। সব ধরণের কলাগাছের বাকল থেকে ভালো আঁশ পাওয়া যায়না। কলাগাছের আঁশকে সিল্ক, কটন, উল, পলিয়েস্টার এর সাথে ব্লেন্ডেড ফেব্রিক্স থেকে উৎপাদিত পোশাক অনেক মসৃণ, সিল্কি, কম ওজন, সুবিধাজনক ও আরামদায়ক হয়। এই ব্লেন্ডেড সুতা থেকে সুন্দর দেয়াল হ্যাঙ্গার, টেবিল ম্যাট, ল্যাডিস ব্যাগ, ফুলদানী, বাচ্চাদের ক্যাপ তৈরী হয়। কলাগাছের মোটা আঁশ দিয়ে কার্পেট, ডোর ম্যাট, ব্রাস এবং কুশন তৈরী করা যায়।

আনারস : আনারস হচ্ছে গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চলের একটি গুচ্ছ ফলজ উদ্ভিদ যার উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। কোস্টারিকা, ব্রাজিল এবং ফিলিপিন্স এই তিনটি দেশ একত্রে বিশ্বের সমগ্র আনারস উৎপাদনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। বাংলাদেশেও বিশেষ করে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, টাঙ্গাইলের মধুপুর, ঘাটাইল ও জামালপুর সদর উপজেলায় এবং দেশের পাহাড়ি অঞ্চলে আনারস উৎপাদন হয়। আনারসের পাতা থেকে আঁশ সংগ্রহ করে সর্বপ্রথম পিনা নামে টেক্সটাইল ফাইবার তৈরী করে ফিলিপাইন। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ ফাইবারের চেয়ে আনারসের পাতার আঁশ অত্যন্ত সূক্ষ গঠনের হয়। আনারসের এক কেজি পাতা থেকে প্রায় ৬০ সে.মি দৈর্ঘ্যের ১৫-১৮টি সাদা, ক্রিম রঙের উজ্জ্বল সিল্কি ফাইবার সংগ্রহ করা যায় এবং সেগুলো খুব সহজে ডাই বা রং করা যায়। ভাঙ্গা প্লেট বা নারিকেলের শক্ত আবরণের অংশ দিয়ে আনারসের পাতা থেকে স্ক্র্যাপিং করে আঁশ সংগ্রহ করা যায়। এরপর আঁশগুলো ভালোভাবে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে মমি করা হয়। তারপর সেই আঁশ দিয়ে প্রয়োজন মতো বিভিন্ন পণ্য তৈরী করা যায়। পণ্যের মানোন্নয়নে এই আঁশের সাথে সিল্ক বা পলিয়েস্টার যোগ করা যায়।

কয়ের : কয়ের ফাইবার মূলত নারিকেলের ছোবড়া থেকে পাওয়া যায়। নারিকেলের বাইরের স্তর বা হাস্ক (এক্সোকার্প) পানিরোধী ও মসৃণ হয় এবং এর নিচের স্তরটি (মেসোকার্প) আঁশযুক্ত হয়। কয়ের এর আঁশ অনেকটা খসখসে হওয়ায় এর আঁশ দিয়ে মূলত ডোরম্যাট, ফ্লোরম্যাট, জিওটেক্সটাইল, পাটি, দড়ি, জাজিম, গাড়ির সিট, ইত্যাদি তৈরী হয়। কয়ের আঁশের তৈরী পণ্য বেশ টেকশই হয়। সিসাল ও কলার আঁশের সাথে কয়ের আঁশ মিক্সড করলে এর আঁশের শক্তি ও পণ্যসমূহের নমনীয়তা বাড়ে।

প্রাকৃতিক আঁশে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত সেলুলোজ উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি গাছকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করে (Liu et al., 2018)। মানুষ সেলুলোজ হজম করতে না পারলেও এটা আঁশের উৎস হিসেবে খাদ্য ডায়েটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যের চলাচল বৃদ্ধি করে এবং বর্জ্য সমূহকে দেহ থেকে বের করার মাধ্যমে সেলুলোজ শরীরে হজমে সহায়তা করে। বিভিন্ন প্রাণী যেমন গরু, ভেড়া ও ঘোড়া সেলুলোজ হজম করতে পারে বলে ঘাঁস থেকে শক্তি ও খাদ্যাপাদান গ্রহণ করে। সেলুলোজ হলো প্রাকৃতিক পলিমার যার আছে বহুবিধ ব্যবহার যেমন সেলুলোজ যুক্ত তুলা থেকে টি-শার্ট, জিন্স, সেলুলোজযুক্ত কাঠ থেকে কাগজ তৈরী হয়। হেমি সেলুলোজ হচ্ছে উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে থাকা পলিস্যাকারাইডস যা সেলুলোজ, লিগনিনের সাথে যুক্ত হয়ে কোষ প্রাচীরকে শক্তি দেয়। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের প্রধান উপাদান লিগনিন উচ্চ আনবিক ওজন, জটিল উপাদান ও গঠন বিশিষ্ট এক ধরনের প্রাকৃতিক ফেনলিক পলিমার। লিগনিন উদ্ভিদের বৃদ্ধি, কোষ বিভাজন, কোষ প্রাচীরের দৃঢ়তা বৃদ্ধি, হাইড্রোফোবিসিটি, ভাস্কুলার বান্ডল দিয়ে মিনারেল উপাদানের চলাচল এবং উদ্ভিদের হেলে পড়া সহ জীব ও অজীব প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অধিক সেলুলোজ এবং কম লিগনিনযুক্ত আঁশ টেক্সটাইল পণ্যের জন্য বেশ উপযোগী। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পেকটিন যা কোষের প্রাচীরে হাইড্রেশনের কাজ করে এবং বিবর্তনকে প্রভাবিত করে (Xiao and Anderson, 2013)। তাই আসুন, প্রাকৃতিক আঁশ ব্যবহার করি, পরিবেশকে সুস্থ রাখি।

টেবিল ১: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক আঁশের রাসায়নি কউপাদান (%)

আঁশ ফসলের ধরন	সেলুলোজ	হেমি-সেলুলোজ	লিগনিন	পেক্টিন
পাট (বাস্টফাইবার)	৬৪.৪-৮৪	১২.০-২০.৪	১১.৮	০.২
কেনাফ (বাস্ট ফাইবার)	৪৪-৫৭	২১.০০	১৫-১৯	২.০
মেস্তা (বাস্ট ফাইবার)	৬৩.৫২	২৩.৮	৭.৬	১.৮
তুলা	৮২-৯৬	২-৬	০.৫-১.০	৫-৭
হেম্প	৭০-৯২	১৮-২২	৩-৫	০.৯
র‍্যামি	৬৮-৭৬	১৩-১৫	০.৬-১.০	১.৯-২.০
ফ্ল্যাক্স	৬০-৮১	১৪-১৯	২-৩	০.৯
সিস্যাল	৪৩-৭৮	১০-১৩	৪-১২	০.৮-২.০
কাপক	৫৩.৪-৬৯	২৯.৬৩	২০.৭৩	০.৯
কলাগাছ	৬০-৬৫	৬-১৯	৫-১০	৩-৫
আনারস	৮০-৮১	১৬-১৯	৬-১২	২-৩
কয়ের	৪৬.০০	০.৩০	৪৫.০০	৪.০
ধান, গম, ভূট্টা (স্ট্র)	৩৮-৪৫	১৫-৩১	১২-২০	---
ধানেরতুষ	৩১.০০	২৪.০০	১৪.০০	---
ব্যাগাসি	৪০-৪৬	২৪.৫-২৯	১২.৫-২০	---
বাদামের খোসা	৩৬.০০	১৯.০০	৩০.০০	---
অয়েলপাম	৫৯.০০	২.১০	২৫.০০	---
অ্যাবাকা	৬১-৬৪	২১.০০	১২.০০	০.৮
ব্যাগাসি	৩২-৪৮	২১.০০	১৯.৯-২৪	১০.০
বাঁশ	২৬-৪৩	১৫-২৬	২১-৩১	---
কাঠ	৪০-৫০	১৫-২৫	১৫-৩০	২.০-২.৫
ফর্মিয়াম	৬৭.০০	৩০.০০	১১.০০	---

Source: Chand (2008), Dramanet al. (2014), Ekundayo and Adejuyigbe (2019), Chan et al. (2022)

টেবিল ৩: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক আঁশের ফিজিক্যাল ও মেকানিক্যাল গুণাগুণ

আঁশ	ঘনত্ব (গ্রা./সে.মি.^{৩})	টেনসিল স্ট্রেংথ (এমপিএ)	ইয়ংমডিউলাস (জিপিএ)	ইলংগেশন এট ব্রেক (%)	স্পেসিফিক টেনসিল স্ট্রেং (এমপিএ/ গ্রা. ঘন সে.মি.-৩)	স্পেসিফিক ইয়ং' সমডিউলাস (জিপিএ/গ্রা. ঘন সে.মি.-৩)
পাট	১.৩-১.৪৯	৩৯৩-৭৭৩	১৩-২৬.৫	১.১৬-১.৫	২৮৬-৫৬২	৯-১৯
ফ্ল্যাক্স	১.৫	৩৪৫-১১০০	২৭.৬	২.৭-৩.২	২৩০-৭৭৩	১৮.০
র‍্যামী	১.৫	৪০০-৯৩৮	৬১.৪-১২৮	১.২-৩.৮	২৬৭-৬২৫	৪১-৮৫
সিস্যাল	১.৪৫	৪৬৮-৬৪০	৯.৪-২২	৩-৭	৩২৩-৪৪১	৬-১৫
কয়ের	১.১৫-১.৪৬	১৩১-১৭৫	৪-৬	১৫-৪০	১১৪-১৫২	৩-৫
ই-গ্লাস	২.৫	২০০০-৩৫০০	৭০.০	২.৫	৮০০-১৪০০	২৮.০
এস-গ্লাস	২.৫	৪৫৭০	৮৬.০	২.৮	১৮২৮	৩৪.০

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

টেবিল ২: বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক আঁশের মেকানিক্যাল গুণাগুণ

আঁশ	পরিধি (মা.মি.)	ইউটিএস (এমপিএ)	মডুলাস (জিপিএ)	ইলঙ্গেশন (%)	মাইক্রোফাইব্রিল এঙ্গেল (ডিগ্রি)
পাট	২৫-২০০	৪৬০-৫৩৩	২.৫-১.৩	১.১৬	৮.১
তুলা	১২-৩৮	৫০০-৮০০	০.০৫	--	--
কয়ের	১০০-৪৬০	১৩১-১৭৫	৪-৬	১৫-৪০	৩৯-৪৯
কেনাফ ও মেস্তা	২০০	১৫৭.৩	১২.৬২	১.৫৬	৯.৬
কলা	৮০-২৫০	৫২৯-৭৫৪	৭.৭-২০.৮	১-৩.৫	১১
সিসাল	৫০-২০০	৪৬৮-৬৪০	৯.৪-১৫.৮	৩-৭	১০-২২
ফ্লাক্স	৪০-৬০০	১১০০	১০০	--	--
সফটউড ক্রাফটফাইবার	--	১০০০	৪০	---	---
আনারস	২০-৮০	৪১৩-১৬২৭	৩৪.৫-৮২.৫১	১.৬	১৪.৮
কুশাগ্রাসফাইবার	৩৯০	১৫০.৫	৫.৬৯	২.১২	---
পামফাইবার	২৪০	৯৮.১৪	২.২২	৩০.৮	
বাঁশ---	৪৩-১১৩	---	১৩-২০	---	

Source: Chand (2008), Ekundayo and Adejuyigbe (2019)

জাতির পিতার সোনার দেশ
পাট শিল্পের বাংলাদেশ

পাট : স্মার্ট বাংলাদেশের উন্নয়নের সিঁড়ি

শেখ সৈয়দ আলী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ)

পাট চাষ ও পাট শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জড়িত। বাংলাদেশের স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল পাটকে সোনালী আঁশ আখ্যায়িত করে ১৯৭২ সালে পাটের জন্য আলাদা একটি মন্ত্রণালয় গঠন করেন। তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা বিশ্ব মানবতার মা চার বারের সফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ পাটকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে বিগত অন্যান্য সরকারের আমলে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো এই কাঁচা পাট আবারও ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তিনি পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করার ঘোষণা করেছেন। সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পাট উৎপাদনকারী পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পাটের মান সবচেয়ে ভালো। বর্তমানে দেশে প্রায় ১৮ লাখ একরের উপরে পাট এবং পাটজাতীয় (কেনাফ ও মেস্তা) ফসলের চাষাবাদ হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় পাটের আঁশের মান, দৈর্ঘ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী চারটি জিনের পেটেন্ট (কৃতিস্বত্ব) পেয়ে নতুন যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। পাটের উন্মোচিত জীবন রহস্যের এ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে স্বল্প জীবনকাল সমৃদ্ধ, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম, রোগবালাই সহনশীল, বাজারের চাহিদা মাফিক পণ্য উৎপাদন এবং উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলছে। অচিরেই দেশে কাঁচা পাটের উৎপাদনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে এবং বাংলাদেশের পাট বিশ্বের পরিবেশবান্ধব তন্তুর সিংহভাগই পূরণ করতে সক্ষম হবে বলে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

বিগত কয়েক বছর ধরে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনের প্যাভিলিয়নে পাটের তৈরি জিন্স (ডেনিম), পাটখড়ি থেকে উৎপাদিত ছাপাখানার বিশেষ কালি (চারকোল), পাট ও তুলার মিশ্রণে তৈরি বিশেষ সুতা (ভেসিকল), পাটের তৈরি বিশেষ সোনালি ব্যাগ ও পাটপাতা থেকে উৎপাদিত ভেষজ পানীয় মেলায় আগত দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। পাট দিয়ে শাড়ি, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, বাহারি ব্যাগ, খেলনা, শোপিস, ওয়ালমেট, আল্পনা, দৃশ্যাবলি, নকশিকাঁথা, পাপোশ, জুতা, স্যান্ডেল, শিকা, দড়ি, সুতলি, দরজা-জানালার পর্দার কাপড়, গহনা ও গহনার বাক্সসহ ২৮২ ধরনের পণ্য দেশে ও বিদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। বাংলাদেশের পাট এখন পশ্চিমা বিশ্বের গাড়ি নির্মাণ, পেপার অ্যান্ড পাল্প, ইন্স্যুলেশন শিল্পে, জিওটেক্সটাইল হেলথ কেয়ার, ফুটওয়্যার, উড়োজাহাজ, কম্পিউটারের বডি তৈরি, ইলেকট্রনিক্স ও স্পোর্টস শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন পাটের জাতের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত করতে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যার চাহিদা রয়েছে। পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে চাহিদা মাফিক (কৃষিতাত্ত্বিক/পণ্যভিত্তিক) পাটের জাত উদ্ভাবন কাজে লাগিয়ে শিল্পের উপযোগী পাটপণ্য উৎপাদন করতে পারলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। একদিকে সোনালি আঁশ, অন্যদিকে রূপালি কাঠি-দুয়ে মিলে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে পাট। পাট কাঠি থেকে উচ্চমূল্যের অ্যাকটিভেটেড চারকোল উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে, যা থেকে তৈরি হচ্ছে কার্বন পেপার, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ারের কালি, আতশবাজি ও ফেসওয়াশের উপকরণ, ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্লান্ট, মোবাইল ফোনের ব্যাটারি ও বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী পণ্য। পাট কাটিংস ও নিম্নমানের পাটের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে নারিকেলের ছোবড়ার সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয় পরিবেশবান্ধব এবং ব্যয় সাশ্রয়ী জুট জিওটেক্সটাইল, যা ভূমিক্ষয় রোধ, রাস্তা ও বেড়িবাঁধ নির্মাণ, নদীর পাড় রক্ষা ও পাহাড়ধস রোধে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভেষজ হিসেবে পাটপাতা বহুল ব্যবহৃত একটি উপাদেয় শাক এবং শুকনো পাট পাতার পানীয় 'চায়ের বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিজেআরআই) পাটের পাতা দিয়ে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু করেছে। আঁশ ছাড়াও কেনাফ বীজ থেকে ভোজ্য তেল এবং মেস্তার মাংসাল বৃতি (শাঁস) থেকে জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, চা ইত্যাদি প্রস্তুতের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। পাট বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

পাটকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সরকার সম্প্রতি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রসার, গবেষণা ও পাট চাষে উদ্বুদ্ধকরণে পাট আইন রয়েছে। পরিবেশ রক্ষায় সার, চিনি, ধান, চালসহ ১৯টি পণ্য বিক্রয়, বিতরণ ও সরবরাহে বাধ্যতামূলক পাটজাত মোড়ক ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০' প্রণীত হয়েছে। পাট শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও আধুনিকায়নের ধারা বেগবান করা, পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন বাস্তবায়ন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে সরকার প্রতি বছর ৬ মার্চ দেশব্যাপী **'জাতীয় পাট দিবস'** উদযাপন করছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তবতায়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাট চাষের উন্নয়ন ও পাট আঁশের বহুমুখী ব্যবহারের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ জুট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)-এর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে পাটের বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য কাঁচা পাটের ন্যূনতম বাজার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেক্ষত্রে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট খাত সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।

বর্তমানে আমরা পাট বীজ আমদানীর উপর নির্ভরশীল। আমদানীকৃত পাটবীজ অনেক সময় নিম্ন মানের হয়ে থাকে এবং পাট বুনানির সময় প্রয়োজনীয় পাট বীজের অপ্রতুলতাও দেখা দেয়। কিন্তু একটা সময়ে আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট মানের পাট বীজ উৎপাদিত হতো। তাই পূর্বের ন্যায় আমাদের পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা জরুরি প্রয়োজন।

স্বাধীনতা পরবর্তী প্রায় দেড় যুগ যাবৎ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কাঁচা পাটই ছিল মুখ্য পণ্য। প্রায় শত বছরের অধিক সময় পূর্ব হতে আমাদের দেশে কাঁচা পাট রপ্তানির ব্যবসা চলে আসছে। কাঁচা পাট রপ্তানীর মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর বিপুল পরিমান শত ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। দেশর অভ্যন্তরীণ কাঁচা পাটের চাহিদা মেটানোর পর অবশিষ্ট কাঁচা পাটের একটি অংশ যুগ-যুগ ধরে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানী করি। তারপরও দেশে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ বেল কাঁচা পাট উদ্বৃত্ত থেকে যায়। তাই দেশে কাঁচা পাট ব্যবহারের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কাঁচা পাটের আন্তর্জাতিক বাজার ধরে রাখা এবং নতুন করে কাঁচা পাটের বৈদেশিক বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু আন্দোলনের অংশ হিসেবে পানি, মাটি ও বায়ু দূষণকারী পলিব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র জনমত তৈরি হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘ কর্তৃক ২০০৯ সালকে 'আন্তর্জাতিক প্রাকৃতিক তন্তু বর্ষ' হিসেবে পালিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক তন্তুর কদর আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সুবাদে পাট ও পাটজাত পণ্যের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার হতে থাকে। মানুষ ছাড়াও বিপুলসংখ্যক স্থল ও জলজ প্রাণী পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার। এসব ক্ষতির বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা খাদ্যশস্য ও চিনি মোড়কীকরণ করার জন্য পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা বা থলে ব্যবহারের সুপারিশ করেছে। বর্তমানে প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পাটের ব্যাগের চাহিদা রয়েছে। বিশ্বের এ চাহিদা মেটাতে পাটকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে আমাদের কাজ করতে হবে। বাংলাদেশের পাট নিয়ে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং স্মার্ট বাংলাদেশে পাট ও পাটজাত পণ্য একদিন উন্নয়নের সিঁড়ি হবে বলে বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ) আশাবাদ ব্যক্ত করছে।

গৌরবময় সোনালি আঁশে
বৈদেশিক মুদ্রা আসবে দেশে

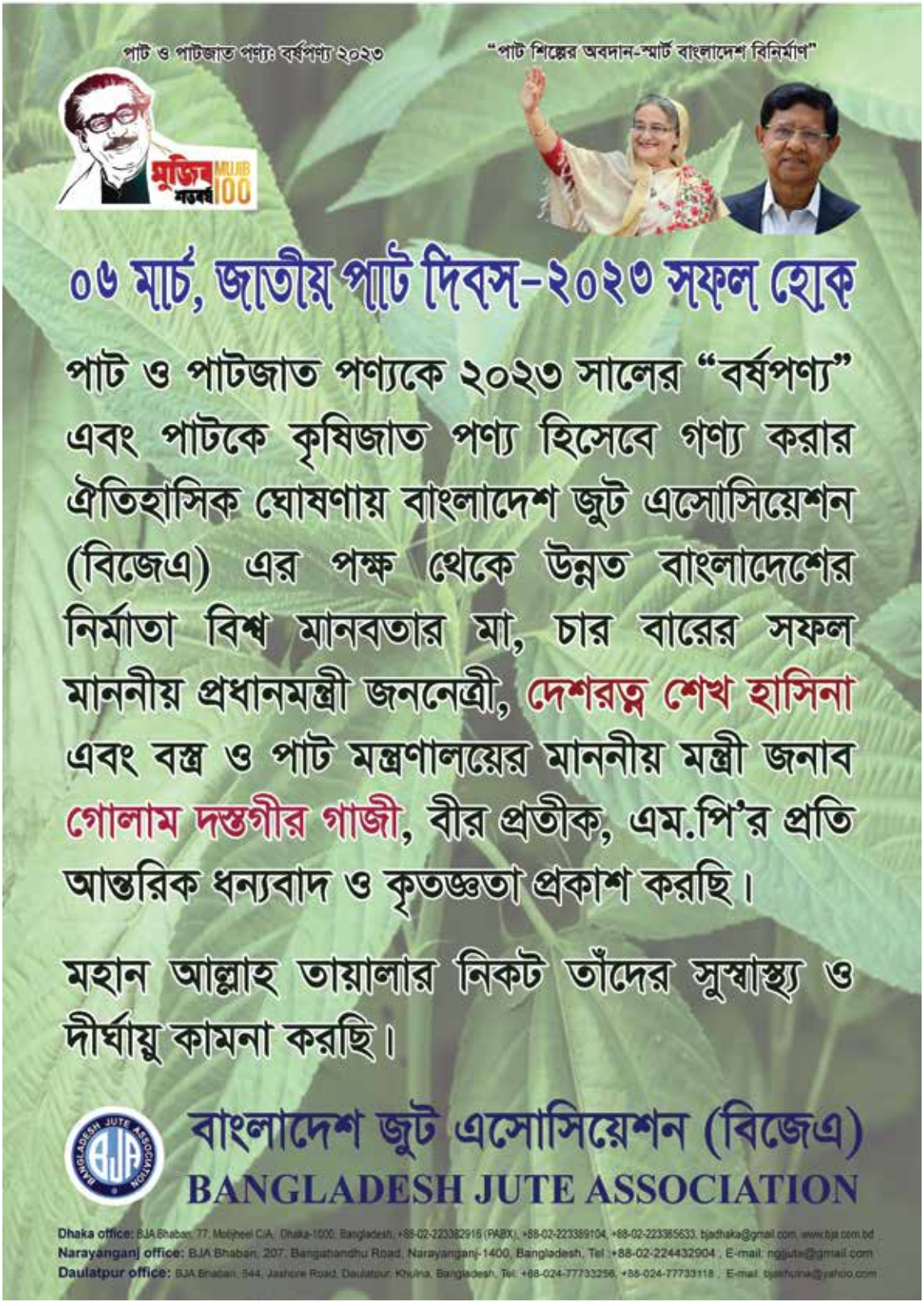
পাট ও পাটজাত পণ্য: বর্ষপণ্য ২০২৩
"পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ"
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
০৬ মার্চ, জাতীয় পাট দিবস-২০২৩ সফল হোক
পাট ও পাটজাত পণ্যকে ২০২৩ সালের "বর্ষপণ্য" এবং পাটকে কৃষিজাত পণ্য হিসেবে গণ্য করার ঐতিহাসিক ঘোষণায় বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ) এর পক্ষ থেকে উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা বিশ্ব মানবতার মা, চার বারের সফল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী, দেশরত্ন শেখ হাসিনা এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব গোলাম দস্তগীর গাজী, বীর প্রতীক, এম.পি'র প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।
মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।
বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন (বিজেএ)
BANGLADESH JUTE ASSOCIATION
Dhaka office: BJA Bhaban, 77, Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, +88-02-223382916 (PABX), +88-02-223389104, +88-02-223385633, bjadhaka@gmail.com, www.bja.com.bd
Narayanganj office: BJA Bhaban, 207, Bangabandhu Road, Narayanganj-1400, Bangladesh, Tel :+88-02-224432904 , E-mail: ngjjute@gmail.com
Daulatpur office: BJA Bhaban, 544, Jashore Road, Daulatpur, Khulna, Bangladesh, Tel: +88-024-77733256, +88-024-77733118 , E-mail: bjakhulna@yahoo.com

পাট খাত ঃ সোনালী অতীত ও বর্তমান ভাবনা

মোঃ শফিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান, বিজেজিইএ

বাংলাদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্রমবিকাশের ধারায় পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অবদানের কথা জানতে রপ্তানী বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট ছাড়াও সাধারণ শিক্ষিত মানুষের আগ্রহ রয়েছে। রপ্তানী বাণিজ্য যেহেতু অর্থনীতির হৃদপিন্ডসম, তাই তার একটি ধমনী অর্থাৎ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। অর্থনীতির গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার মূখ্য আলোচ্য বিষয় রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ে কথা উঠলে মানুষ রপ্তানী বাণিজ্যের খাতওয়ারী বিশ্লেষন নিয়েও আগ্রহী হয়ে উঠেন। পাট খাত যেহেতু স্বর্ণ প্রসবনী খাত তাই একটু বাড়তি আগ্রহ আছে এ খাত সম্পর্কে সকলের।

বাংলাদেশ যখন তার জন্মের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন সম্পন্ন করেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার রপ্তানী বাণিজ্য বেশ শক্ত অবস্থানে দাড়িয়ে আছে। স্মৃতির পাতা উল্টালে দেখা যায় স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমান ছিল ৩৪৮.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তার সিংহভাগ যোগান দিয়েছে পাট ও পাটজাত দ্রব্য খাত। অংকের হিসেবে যার পরিমান ছিল ৩১৩.১০ মিলিয়ন ডলার। শতকরা হিসেবে দেখলে দেখা যায় সামগ্রিক রপ্তানী বাণিজ্যে পাট খাতের অবদান ছিল ৮৯.৮৬ ভাগ। অর্থাৎ সরল হিসেবে বলা যায় জন্মের ঠিক পরবর্তী সময়ে তাকে রপ্তানী বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্য খাতের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে। ১৯৮০-৮১ অর্থ বৎসরের সামগ্রীক রপ্তানী বাণিজ্যের বিশ্লেষন করলে দেখা যায় ওই সময়ে মোট জাতীয় রপ্তানী ৭০৯.৮৫ মিলিয়ন ডলারের বিপরীতে পাটখাতের অবদান ছিল ৪৮৭.৩০ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৬৮.৬৫ শতাংশ। এমন অবস্থা ছিল মধ্য আশি দশক পর্যন্ত। তখন পর্যন্ত সামগ্রিক রপ্তানী বাণিজ্য পাটখাত নির্ভর ছিল। ওই সময় পর্যন্ত আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার মূখ্য যোগাযোগ দাতা হিসেবে পাটখাত ছিল অগ্রগণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের সক্ষমতার বিবেচনায় পাটখাত যখন মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে তখন সরকার এবং সমগ্র দেশবাসি এই খাতকে স্বর্ন প্রসবনী খাত বলে সম্বোধন করতেন। এরূপ সম্বোধনে বাহুল্য ছিল না মোটেই। একথা বলা মোটেই অতিরিক্ত বা বাহুল্য হবে না যে, স্বাধীনতার পর এই খাত অর্থনীতির বিনির্মানে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছে।

বিস্তৃত পরিসংখ্যানে না গিয়েও বলা যায় স্বাধীনতার পর পাটখাত ছিল প্রধান রপ্তানী খাত, এর পর চা। আস্তে আস্তে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানী বাণিজ্যে প্রবেশ করে। এর পর আসে তৈরি পোষাক খাত। অন্য খাত যতক্ষণ না পর্যন্ত বিকশিত হয়েছে তত সময় পর্যন্ত পাট খাতই অর্থনীতির মেরুদন্ডকে সোজা রেখে রপ্তানী খাতকে বিকল্প অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে জালানী যুগিয়েছে। অলংকরন হিসেবে বলা যায় পাট খাত হলো বাংলাদেশের শিল্প খাতে মাতৃ খাত।

পদ্মা যমুনার অনেক পানি সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। বাংলাদেশেরও বয়স হয়েছে। বাংলাদেশ তার সামগ্রিক যাত্রা পথে ৫০ বছর অতিক্রম করেছে। নিত্য নতুন খাত যুক্ত হয়ে বাংলাদেশের রপ্তানী ঝুড়ি এখন বেশ পরিপুর্ণ। স্বাধীনতার পরবর্তী বছরে যখন তার রপ্তানী আয় অর্ধ বিলিয়ন ডলার ছিল সেই বাংলাদেশ এখন রপ্তানী ১০০ গুণ বৃদ্ধি করে ৫০ বিলিয়ন ডলারের সুউচ্চ মাইল ফলক অতিক্রম করেছে। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা যায় ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ৫২,০৮২.৬৬ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ৫২.০৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানী করেছে। গর্বের বিষয় এটি, ওই সময়ে পাট খাতের অবদান ১,১২৭.৬৩ মিলিয়ন ডলার। শতকরা হিসেবে তা বেশ কম মনে হতে পারে তবে পাট উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরন, পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুত করা, রপ্তানী বাণিজ্যে শতভাগ নিজস্ব মূল্য সংযোজন, পরিবেশ সুরক্ষা তথা দেশের ইমেজ বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে এখন পাট খাত নিয়ে আলোচনা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের সর্বক্ষেত্রে রয়েছে। এসব গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার পাট দিবস পালন করছে। সকল অংশীজনের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণে বেশ আগ্রহ রয়েছে। পাট খাতকে উপেক্ষা করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না।

জনসংখ্যা বেড়েছে অনেক। তাই বেড়েছে পাটের ব্যবহার। পাটজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবহার এখন উল্লেখ করার মত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব বলে স্বীকৃত পাটের কদর আগেও ছিল। এখনও আছে। বেশ কিছু দেশ প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করায় পাটের কদর আরো বেড়েছে। যে কারনে পাটজাত দ্রব্যের পাশাপাশি কাঁচামাল হিসেবে পাটও রপ্তানী হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ কাঁচা পাট আমদানী বাড়িয়েছে। কাঁচা পাট আমদানী করে তারা বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য তৈরি করছে। নিজ দেশে ব্যবহার বাড়িয়েছে। আবার রপ্তানীও করছে। কম মূল্য সংযোজিত কাঁচা পাট রপ্তানী হওয়ায় হয়তো এক্ষেত্রে সামগ্রিক রপ্তানী আয় কাংখিত পরিমানে হয়নি।

একথা ঠিক যে পাট আবাদের জন্য উপযুক্ত জমির পরিমান কমছে। এবং তা বেশ দ্রুতই কমছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে। যদি বর্তমানের তুলনায় বিঘা প্রতি বেশি পরিমান পাট উৎপাদিত হয় এমন বীজ এবং উৎপাদন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও ব্যবহার বাড়ানো না যায় তবে হয়তো অদুর ভবিষ্যতে পাটের উৎপাদন হ্রাস পেতে পারে। সাময়িক ভাবে কাঁচা পাট রপ্তানীতে বাধা দিয়ে সে ঘাটতি সামাল দেওয়া যাবে তবে তা স্থায়ী সমাধান হবে না। মূলত পাট খাতের রপ্তানী বৃদ্ধি তথা অর্থনীতির সমৃদ্ধির স্বার্থে পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। অধিক মূল্য সংযোজিত হয় এমন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের দিকে বেশি নজর দিতে হবে। এমন পণ্যের রপ্তানী বাড়াতে হলে ভালো মানের পাট উৎপাদন বাড়াতে হবে। ভাল মানের পাট উৎপাদন বাড়াতে হলে অবশ্যই গবেষনা বাড়াতে হবে। সরকার তার সক্ষমতার মধ্য থেকে গবেষণা করেন। আমরা মনে করি সরকারের পাশাপাশি পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীকারক সমিতি সমুহকেও নতুন নতুন জাতের পাট উৎপাদনে গবেষণায় এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক মানের গবেষণার মাধ্যমে কম খরচে উন্নতমানের পাট উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। সম্ভব বিঘা প্রতি উৎপাদন বাড়ানো। মনে রাখতে হবে উৎপাদন খরচ কমিয়েই পাটকে তার প্রতিদ্বন্দী আঁশের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে হবে। প্রতিদ্বন্দীকে পরাজিত করতে হবে। পাট শিল্পের আলোচনায় এই বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, পাট খাতের মধ্যে যে উপখাত বেশি মূল্য সংযেজন করেছে সেই খাতকে সাহায্য সহযোগিতা বেশি দিতে হবে। অন্য কোনো দেশের শিল্প সুরক্ষায় আমাদের পাট খাত ব্যবহৃত হউক এবং নিজ দেশের শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্থ হউক এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

পাটের সুতা

পাটপণ্য ব্যবহার করি
পরিবেশ দূষণ রোধ করি

পাটপণ্য ব্যবহার করুন, পলিথিন বর্জন করুন, পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখুন।
B.J.G.E.A.
"সোনালী আঁশের সোনার দেশ
পরিবেশবান্ধব বাংলাদেশ"
"পরিবেশবান্ধব পাটপণ্যের বাজার সৃষ্টি, রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করা
এবং বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা পালন করাই বিজেজিইএ-এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য"
more than
50
years in service
for the nation
বাংলাদেশ জুট গুড্স এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজেজিইএ)
Bangladesh Jute Goods Exporters' Association (BJGEA)
A&A Tower, (3rd Floor), 173, Arambagh, Motijheel, Dhaka-1000, Bangladesh.
Tel : +880 2224401568, Cell: 01777840577, FAX : +880 2224401564
E-mail: bjgea2016@gmail.com, Website: www.bjgea.org.bd

পাট শিল্পের উন্নয়ন, বহুমুখীকরণ, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা

মোঃ রাশেদুল করিম মুন্না
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ক্রিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড

সুবর্ণ সুযোগ; বিশ্ব ব্যাপী প্লাস্টিকের যুগ সীমিত হতে যাচ্ছে ঃ

- সারা বিশ্বে বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে আজ পরিবেশবান্ধব গ্রীন প্রোডাক্ট, ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, ইকো-ফ্রেন্ডলী প্রোডাক্ট বা বায়োডিগ্রেডেবল প্রোডাক্ট-এর চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে।
- জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, সারা বিশ্বে কনজ্যুমার মার্কেটে সকল ধরনের ন্যাচারাল প্রোডাক্টের চাহিদা প্রতি বছর ২% থেকে ৩% বেড়েই চলছে।
- পরিবেশ সুরক্ষায় বিভিন্ন দেশে পরিবেশবান্ধব পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ, কর বৃদ্ধি ও আইন পাশ হচ্ছে।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবছরে ৮০% প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণের আইন পাস করেছে এবং ২০২০ সাল থেকে সারা ইউরোপে একযোগে প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ হতে যাচ্ছে, যেখানে বর্তমানে প্রায় ৪৫ বিলিয়ন পিস শপিং ব্যাগ ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন শুরু হয়েছে তার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপ, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, এশিয়া প্যাসিফিক, আফ্রিকার কয়েকটি দেশসহ আরো অনেক দেশে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে অধিক ট্যাক্স আরোপ, সীমিতকরণ ও নিষিদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এর তথ্য অনুসারে বিশ্ববাজারে শপিং ব্যাগ এর বার্ষিক চহিদা প্রায় ৫০০ বিলিয়ন পিস।

বিশ্ব বাজারে বহুমুখী পাটপণ্যের সম্ভাবনা ঃ

২০২২ এ হোম গার্ডেনিং এবং ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং এর মার্কেট সাইজ ১৩৩২ বিলিয়ন ডলার ২০২০ সালে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল মার্কেট সাইজ১৭০ বিলিয়ন ডলারসূত্র: সুইডিস গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ২০২১ এ বিশ্বে জুট ব্যাগ এর মার্কেট সাইজ ২.৬ বিলিয়ন ডলারসূত্র: BUSINESS WIRE এর মার্কেট রিসার্চ, ফ্যাশন, লাইফষ্টাইল ও এ্যাপারেল মার্কেটের সাইজ ২.৪ ট্রিলিয়ন ডলার ২০১৭ তে সারা বিশ্বে প্যাকেজিং ইন্ডাষ্ট্রির মার্কেট সাইজ ৮৫১ বিলিয়ন ডলার, ২০২১ এ হোম টেক্সটাইলের মার্কেট সাইজ ১৩০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কনজ্যুমার মার্কেটের যুগোপযোগী নতুন নতুন বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে পাটশিল্পের অবারিত বাজার সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

বিশ্ব ব্যাপী পাটের বহুমুখীকরণের অবারিত সম্ভাবনা ঃ

- বর্তমানে ভারত ও চীনসহ কয়েকটি দেশ পাটের আঁশের সাথে অন্যান্য ন্যাচারাল ফাইবার ও পলি প্রোপাইলিন যুক্ত করে আসবাবপত্র ও আন্যান্য জিনিস তৈরি করছে।
- ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে কাঠ ও প্লাইউড ব্যবহার হ্রাস করে পাট থেকে জুট বোর্ড উৎপাদন ও ব্যবহার করছে।
- জুট ফাইবার এর সাথে কটন ব্লেন্ডিং করে তারা হোম ফার্নিসিং ও হোম টেক্সটাইল প্রডাক্ট তৈরী করছে।
- টেকনিক্যাল টেক্সটাইলের আওতায় জুট ফাইবার ব্যবহারের মাধ্যমে এই সেক্টরের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতে পারে। -ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ
- বিশ্বের বেশ কয়েকটি ব্র্যান্ডেড গাড়ী কোম্পানী যেমন : মার্সেডিজ (ডাম্লার), বিএমডব্লিউ, অডিভক্স ওয়াগেন, ফোর্ড, টয়োটা, টেসলা, ক্রিসলার, ভলভো, মিৎস্যুবিসি পাটের ফাইবার ব্যবহার করে তাদের গাড়ীর ইন্টেরিয়র কম্পোনেন্ট তৈরী করছে। বর্তমানে সবগুলো গাড়ী কোম্পানী প্রায় ১ লক্ষ টন পাট, কেনাফসহ অন্যান্য ন্যাচারাল ফাইবার ব্যবহার করছে।

পাট পণ্যের বহুমুখীকরণে ভারতের উদ্যোগ ঃ

- পাট খাতে কর অব্যাহতির সুযোগ বলবৎ রেখেছে।
- ১৯৮৭ সালে ভারত সরকার জুট প্যাকেজিং অ্যাক্ট প্রণয়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় ভারতের মোট পাট উৎপাদনের ৪০% স্থানীয় বাজারে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে ভারতে পাটশিল্প মজবুত ভিত্তি লাভ করে। ২০১৮ সালে এসে ভারত সরকার শতভাগ খাদ্য শস্যে পাটের প্যাকেজিং বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব অনুমোদন করে।
- ভারত সরকার পাটশিল্প উন্নয়ন ও পাটের বহুমুখীকরণে ৪টি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (Indian Jute Industries Research Association, The Institute of JuteTechnology, Central Institute for Jute Allied Fibres & National Institute for Research in Jute and Fibre Technology) মাধ্যমে বীজ উৎপাদন থেকে শুরু করে রপ্তানি পর্যন্ত সকল স্তরে যেমন বীজ উন্নয়ন, উন্নত রেটিং পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ জনবল তৈরি, গবেষণার মাধ্যমে বাজারের চাহিদানুযায়ী বাণিজ্যিকভাবে নিত্য নতুন আন্তর্জাতিক মানের বহুমুখী পণ্য উৎপাদন ও মার্কেট ডেভেলপমেন্ট প্রভৃতি ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। এ খাতের গবেষণায় সরকার বার্ষিক প্রায় ১৫০ কোটি রুপি বাজেট বরাদ্দ রেখেছে।
- ৯০'র দশকে ভারত সরকার প্রথম আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পুরনো পাটকলগুলোকে আধুনিকায়নের জন্য বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে নতুন ও পুরনো পাট কারখানাকে আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি উন্নয়নকে প্রণোদনা দিতে বিশেষ প্রকল্প "Incentive Scheme for Acquisition of Plantsand Machinery (ISAPM)" চালু করেছে যা এই শিল্পের উন্নয়নে ও বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
- বহুমুখী পাটপণ্য কে বিশ্ব বাজারে পরিচিত করার জন্য ব্যাপক বাজার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নন ট্রেডিশনাল মার্কেটে নিজেদের ব্র্যান্ডিং সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডিজাইন এর মাধ্যমে পাটের ফাইবার থেকে নতুন নতুন পণ্য তৈরির প্রচেষ্টা নিয়েছে।

  ভ্যালু এডিশন, উৎপাদন এবং মান নিশ্চিতকরণের জন্য Jute Common Facility Centres (CFCs) scheme চালু করেছে।
- পাটশিল্পের উন্নয়নে বছরে গড়ে ৫৫০০ কোটি রুপি সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইন্ডিয়ায় পাটের বহুমূখীকরণের উদ্যোগগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কর্ম পরিকল্পনায় যুক্ত করতে পারে।

বর্তমানে কেন বাংলাদেশের পাট শিল্পের উন্নয়নে বহুমুখীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ঃ

রপ্তানি পণ্য	টন প্রতি আয় (মার্কিন ডলার)
বর্তমানে কাঁচা পাট রপ্তানী করলে আয়	৮০০-৮৫০
বর্তমানে ট্রেডিশনাল পাটের সুতা রপ্তানী করলে আয়	১০০০-১৮০০
বর্তমানে ট্রেডিশনাল পাটপণ্য রপ্তানী করলে আয়	১৫০০-২০০০
বর্তমানে ভ্যালু এ্যাডেড বহুমুখী পাট পণ্য রপ্তানী করলে আয়	৩,০০০-১০,০০০

বর্তমানে বাংলাদেশ সর্বমোট রপ্তানীর প্রায় ৭০% থেকে ৭৫% রপ্তানী করে থাকে কাঁচা পাট ও পাটের সুতা।

- সুতরাং সহজেই অনুমেয় পাট শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পাট পণ্যের বহুমুখীকরণের কোন বিকল্প নেই। যা বৃহৎ, মাঝারী বা ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে হতে পারে।
- বিশ্ববাজারে বহুমুখী পাটপণ্যের চাহিদা নিরুপনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে জরুরী ভিত্তিতে "মার্কেট এনালাইসিস করা" যাতে উদ্যোক্তারা বাজার চাহিদাকে সামনে রেখে সঠিক পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়।
- একটি সহায়ক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন যেখানে বিশ্ববাজারের চাহিদা অনুযায়ী পাট ভিত্তিক নতুন নতুন বাণিজ্যিক পণ্য উ দ্ভাবন করা হবে।

বাংলাদেশের পাট শিল্পের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণে সুপারিশ ঃ

- বিশ্বমানের প্রোডাক্ট ডেভলপ করার সহায়ক ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন।
- সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা অতিদ্রুত ঘোষণা করা যাতে সবধরনের উদ্যোক্তারা এই শিল্পে এগিয়ে আসতে আগ্রহী হয়।
- প্রায় গত ২ যুগ ধরে এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল উন্নয়নে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিলনা। তাই গুরুত্বের সাথে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনে দক্ষ মানব-সম্পদ উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

- অন্যান্য দেশের সাথে সক্ষমতায় টিকতে হলে পুরনো কারখানাগুলোকে আধুনিকীকরণের বিকল্প নেই। তাই পুরনো কারখানাগুলোর আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রযুক্তি নির্ভর বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন।
- বহুমাত্রিক বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজন বৈচিত্র্যময় ফেব্রিক। এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে অতিদ্রুত আধুনিক টেক্সটাইল প্রযুক্তির বেশ কয়েকটি স্পেশালইজড জুটমিল স্থাপন, যেখানে গ্যাস লাইন সুবিধাসহ উন্নতমানের ডাইং ও লেমিনেশন সুবিধা থাকবে। এতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের উন্নত ও চাহিদা মাফিক ফেব্রিকের সরবরাহ নিশ্চিত হবে এবং কাঁচামাল উৎপাদন খরচ কমাবে এবং সেইসাথে ভারতের সাথে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বাজার প্রতিযোগীতার সক্ষমতা বাড়াবে যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে উৎপাদিত উন্নতমানের ফেব্রিকের দাম ভারতের চেয়ে প্রায় ২০%-২৫% বেশি সেই সাথে ভারত ইতোমধ্যে প্রায় ১০৬ থেকে ১০৭ রকম ফেব্রিক তৈরী করছে যেখানে বাংলাদেশে জুটমিলগুলো মাত্র ৬/৭ রকম ফেব্রিক উৎপাদন করছে।
- স্থানীয় বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বহুমুখী পাটপণ্যের প্রচারণা, ব্যবহার বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে অধিক মনোযোগী হতে হবে। প্রয়োজনে আইন করা জরুরী, বিশেষ করে সরকারের প্রকিউরমেন্ট পলিসিতে বহুমুখী পাটপণ্য ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা নীতিমালায় ঘোষণা করা উচিত।
- আন্তর্জাতিক বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকারকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় অংশ নেয়া, এ খাতের জন্য রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোকে আরো মনোযোগী হওয়া, জুট প্রডাক্ট আমদানিকারক যে যে দেশে ইমপোর্ট ট্যাক্স বেশী তাদের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা এবং বিশ্ববাজারের সাপ্লাই চেইনে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং মজবুত করা।
- Sustainable Business Platform এখন বিশ্ববাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। তাই এক্ষেত্রে এই শিল্পের সকল কারখানাকে এখনই কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেটধারী হওয়ার পদক্ষেপ নেয়া জরুরী। বর্তমানে সকল ধরনের বায়ার, গার্মেন্টস এর বাইরে অন্য পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স সার্টিফাইড ফ্যাক্টরী ছাড়া কোন মাল আমদানী করে না। বিশেষ করে বড় বড় আমদানীকারক যারা কনজ্যুমার প্রোডাক্ট বা ফাইনাল প্রোডাক্ট বিক্রি করে তারা।
- বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে প্রয়োজন উন্নতমানের পাট। তাই,অধিক ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও আধুনিক প্রযুক্তি সমন্বয়ে পাট চাষ ও পাট চাষীকে সুরক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে।
- রপ্তানী নীতিতে বহুমুখী পাটখাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা এবং বর্তমান অর্থবছরে নগদ সহায়তা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সরকারের এই নীতি সহায়তা আগামী কয়েক অর্থবছর অব্যাহত থাকলে এই শিল্পের উদ্যোক্তারা নতুন পণ্য উৎপাদন ও নতুন শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী ও আরো সাহসী হবে।
- বহুমুখী পাট শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)' কে একটি স্থায়ী কাঠামোতে আনা এখন সময়ের দাবী।
- পাট থেকে পেপার পাল্প ও পেপার তৈরী করার জন্য যদি সরকার একটি "জুট পেপার অ্যাক্ট" ঘোষণা করে, তাহলে অনেক উদ্যোক্তাই পাট থেকে পেপার উৎপাদনে আগ্রহ দেখাবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে অল্প সুদে বিশেষ অর্থ বরাদ্দ রাখলেও পাট খাতে রাখেনি। বহুমুখী পাটপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন নতুন শিল্প স্থাপন ও পুরানো শিল্পকে আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে অল্প সুদে বাংলাদেশ ব্যাংক এর মাধ্যমে ঋণ সহায়তা প্রদান অতি জরুরী।
- স্থানীয় বাজারে পাটপণ্য বিক্রয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মূসক রহিতকরণের সার্কুলার জারী করা আছে, যা এবছর পর্যন্ত বলবৎ ছিল। আমরা মনে করি তা আরো পাঁচ বছর বৃদ্ধি করা জরুরী।

উল্লেখিত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমন্বিত পরিকল্পনা করা জরুরী। যাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তারা এই সেক্টরে বিনিয়োগ করার সাহস ও উৎসাহ পায়। সরকার ও বেসরকারী মহল একত্রে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশের পাট বিশ্ববাজারে নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পাবে এবং সেই সাথে এই শিল্প নতুনভাবে আমাদের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করে আমাদের ঝউএ বাস্তবায়নে সফলতা অর্জনে নতুন নিয়ামক হবে।

আসুন আমরা বাংলাদেশের মানুষের কর্মদক্ষতা কাজে লাগিয়ে বহুমুখী পাট পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করি।

কর্মসংস্থানের বড় খাত হতে পারে চারকোল

আতিকুর রহমান
সিনিয়র সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ চারকোল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন

চারকোল কী? কী কাজে ব্যবহার হয়?

চারকোল হচ্ছে পাটকাঠি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত কার্বন ফায়ার ওয়ার্কস পাউডার। এটি প্রসাধনসামগ্রী ফেসওয়াস, ফটোকপিয়ারের কালি, পানির ফিল্টার ও বিষ ধ্বংসকারী ঔষধ- এমনকি জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন পণ্যের কাঁচামাল হিসেবেও চারকোল ব্যবহার করা হচ্ছে। মোট কথা, যেখানে কার্বনের ব্যবহার আছে, সেখানেই চারকোল ব্যবহার করা সম্ভব। এ জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পাটকাঠিকে বাণিজ্যিক কার্বনে রূপান্তরের মাধ্যমে অ্যাকটিভেটেড চারকোলে পরিণত করতে হয়। দেশে এখনও এ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আমাদের কোম্পানি ইয়াং বাংলা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ এ বিষয়ক একটি উদ্যোগ নিয়েছে। চীন ও ভারত থেকে এ জন্য প্রযুক্তি এবং মেশিনারিজ আমদানি করার প্রক্রিয়া চলছে। এতে অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

দেশে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটকাঠি উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে চারকোল উৎপাদন হয় মাত্র ১০ হাজার টন। বিভিন্ন কাজে এসব পাটকাঠি ব্যবহার করা হয়। তবে চারকোল উৎপাদনের মাধ্যমেই সবচেয়ে বেশি মুল্য সংযোজন করা সম্ভব। বিনিয়োগ সামর্থ্যের অভাবে ২০ শতাংশের বেশি ব্যবহার করা এখনও সম্ভব হচ্ছে না। পর্যাপ্ত বিনিয়োগ হলে বছরে অন্তত চার হাজার কোটি টাকা রপ্তানির সুযোগ আছে। করোনার মধ্যেও গত অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকার চারকোল রপ্তানি হয়েছে। চীন এখন পর্যন্ত প্রধান রপ্তানি বাজার হলেও জাপান, ব্রাজিল, তুরস্কো, যুক্তরাষ্ট্র, দ. কোরিয়া, তাইওয়ান, কানাডা, মেক্সিকোসহ বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে চারকোল।

এখনও বৈচিত্র্যময় এ পণ্য উৎপাদনে বড় কোনো বিনিয়োগ নেই। বিনিয়োগের পরিমাণ হয়তো ১৫০ কোটি টাকার মতো হতে পারে। ৩০টি প্রতিষ্ঠান চারকোল উৎপাদনে জড়িত। জামালপুর, মাগুরা, যশোর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিকভাবে চারকোল উৎপাদন শুরু হয়। উদীয়মান খাত হিসেবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ রপ্তানি বাণিজ্যে ও কর্মসংস্থানে বড় খাত হতে পারে চারকোল।

বাস্তবতা হচ্ছে, দেশে এখনও চারকোলের অভ্যন্তরীণ বাজার নেই। কারণ আগেই বলেছি যে প্রক্রিয়ায় পাটকাঠিকে বাণিজ্যিক কার্বনে রূপান্তর করা হয়, সে অ্যাকটিভেটেড চারকোল করার ব্যবস্থা এখনও দেশে গড়ে ওঠেনি। ফলে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যাপক চাহিদা থাকলেও স্থানীয়ভাবে জোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে এক ইপিজেডে বিদেশি একটি প্রতিষ্ঠান অ্যাকটিভেটেড চারকোল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

হ্যাঁ, সরকারি সহায়তা পাচ্ছি আমরা। প্রণোদনা হিসেবে রপ্তানিতে ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে। তবে প্রধান সমস্যা অর্থ সংকট। এখনও এ খাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ নেই। যেমন অ্যাকটিভেটেড চারকোলের জন্য বড় বিনিয়োগ প্রয়োজন। অর্থ সংকটে দেশে এখনও এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। এ ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ পাওয়া গেলে বড় অঙ্কের রপ্তানি আয় কারার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিরও বড় খাত হতে পারে চারকোল।

চারকোলের সম্ভাবনার খাতকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার ইতোমধ্যে চারকোল নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যাতে সদস্যরা আগামী দিনে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এছাড়াও বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং অর্থাৎ বিএসটিআই থেকে চারকোলের একটা মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে যেটা এই চারকোল শিল্পের প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। তার সাথে সাথে আগামী দিনগুলিতে যদি সরকারের অর্থ বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংক চারকোলের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ সহায়তা করে তাহলে চারকোল বাংলাদেশে একটি বড় শিল্পে পরিগণিত হবে।

সোনালি আঁশের সোনার দেশ
জাতির পিতার বাংলাদেশ
পাটদিবস ২০২৩
সফল হউক
বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গঠনে
আজ পাটকাঠি হতে চারকোল উৎপাদন
ও রপ্তানীর মাধ্যমে কৃষকের
জীবনমান উন্নয়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা
অর্জনে আরও
একধাপ এগিয়ে।
BCCMEA
Bangladesh Charcoal Manufacturers and Exporters Association
বাসস ভবন, ৩য় তলা, ৪ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০।
মোবাঃ ০১৯১৪৪১৭০৪৪
ই-মেইল: info@bccmea.com

সোনালী আঁশে স্বর্ণোজ্জ্বল ফরিদপুর

কৃষিবিদ মরিয়ম বেগম
সহকারী পরিচালক
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ এবং পাট এই তিনটি শব্দ এক আত্মা। পাটের সোনালী আঁশের জন্যই বাংলার নাম হয়েছে সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধু পাটখাতকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির জন্য নয় বরং জাতীয় সম্পদ বিকাশের লক্ষ্যে পূনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাটখাতকে জাতীয়করণ করেছিলেন। পাটখাত নিয়ে বঙ্গবন্ধুর গঠনমুলক কল্যাণ চিন্তা সর্বদাই আমাদের নীতি নির্ধারকগণ বিবেচনা করে থাকেন।

দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধি করার লক্ষ্যে পাটের হারানো গৌরব এবং সুমহান ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখার দৃপ্ত প্রয়াসে বর্তমান কৃষি, পরিবেশ এবং পাটবান্ধব সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় আজকে পাটখাতের এই দৃশ্যমান উন্নয়ন। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইস্তেহারে পাট খাতের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাঙ্গালি জাতি পাটের হারানো অতীত ফিরে পেয়েছে। আমরা সবাই এই কৃষি বান্ধব সরকারের গৃহীত মহতি কার্যক্রমের সাথে অংশগ্রহণ করে দেশকে আরো উন্নয়নের উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিবো - এ আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের প্রিয় ফরিদপুরের পাট গুণে ও মানে অনন্য। তাই পাটকে কেন্দ্র করে ফরিদপুরের জেলা ব্র্যান্ডিং এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে-

"সোনালী আঁশে ভরপুর
ভালোবাসি ফরিদপুর"।

বাংলার পাট বিশ্বমাত। ফরিদপুরের মাটি ও আবহাওয়া পাট চাষাবাদের জন্য সহায়ক বিধায় এখানে প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপাদিত হয় এবং পাট উৎপাদনে দেশে এই জেলার অবস্থান প্রথম। অত্র জেলার প্রায় ৮৭৫০৫ হে: জমিতে পাট আবাদ করা হয় যার উৎপাদন প্রায় ২ লক্ষ ৩০০০০ হাজার মে. টন। এই জেলায় পাটের উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রাপ্ত পাট কাঠির মূল্য প্রায় ২৭ কোটি টাকা যেখানে উৎপাদিত পাটের আঁশের মূল্য প্রায় ৯২২ কোটি টাকা। উৎপাদিত পাটকাঠি জ্বালানীসহ গৃহস্থালীর নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পাটকাঠি থেকে চারকোল উৎপাদনের জন্য অত্র এলাকায় ৪ (চার)টি চারকোল ফ্যাক্টরী গড়ে উঠেছে যা থেকে উৎপাদিত চারকোল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। তাই ফরিদপুরবাসির কণ্ঠে শোনা যায়,

"ফরিদপুরের অবারিত অবদান,
পাটে বেড়েছে দেশের সম্মান"।

পাট আবাদ কার্যক্রম ঃ

ফরিদপুরের পদ্মা-বিধৌত পলি দোঁয়াশ মাটি পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মার্চ-এপ্রিল মাসে গড়ে ২৫০ মিমি বৃষ্টিপাত ও ১৮-৩০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পাট উৎপাদনের জন্য সহায়ক। অতিতে কৃষকেরা পাট বীজ বপনের জন্য প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। বর্তমানে পাটচাষিরা সেচের মাধ্যমে আগাম পাটবীজ বপন করেন। অত্র জেলার ৪০ হাজার হে: জমিতে পেঁয়াজের আবাদ হয় যার মধ্যে প্রায় ৩৫,০০০ হে: জমিতে রিলে ফসল হিসাবে পেঁয়াজের মধ্যে পাটের আবাদ হয়। আবার ২৫,০০০ হে: পাটের জমিতে রিলে ফসল হিসাবে রোপা আমন ধানের আবাদ হয়।এছাড়া পেঁয়াজের মধ্যে প্রয়োগকৃত টিএসপি সারের ৫০% ও এমওপি সারের ৩০% রেসিডুয়াল ইফেক্ট থাকায় তা পাট গাছ ও পাটের ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে। ফরিদপুরের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে বলতে হয়,

"ফরিদপুরের মাটি,
পাট উৎপাদনের খাঁটি"।

ফরিদপুর জেলার পাট চাষীরা মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহেই নিজ উদ্যোগে স্থানীয় বাজার থেকে পাটবীজ সংগ্রহ করে বপন শুরু করেন এবং মার্চ মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে ৭০% ভাগ চাষির পাটবীজ বপন হয়ে থাকে। অভিনব প্রযুক্তির মাধ্যমে পাট চাষিরা পেঁয়াজ তোলার ১৫-২০ দিন আগে পেঁয়াজের জমিতে পাটের বীজ ছিটিয়ে সেচ দেন। ফলশ্রুতিতে একই সেচ ব্যবস্থায় পেঁয়াজ এবং পাট ফসলের সেচের কাজ হয়ে থাকে। পাটের বীজও গজানোর সুযোগ পায়। এর ১৫ দিন পর যখন জমি থেকে পেঁয়াজ সংগ্রহ করা তখন পাট বর্ধনশীল পর্যায়ে থাকে। পেঁয়াজ সংগ্রহের সাথে সাথে পাটের জমির আগাছা পরিস্কারসহ মাটি

আলগাকরণ সম্পন্ন হয়। এতে পাটের জমির প্রথম নিড়ানি খরচ কম হয়, একটি সেচ কম লাগে এবং পরিপক্ক হওয়ার পর্যাপ্ত সময় পায়। আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে পাট কাটার পর রোপা আমন ধান অনায়াসে বপন করা যায়। অর্থ্যাৎ একই জমিতে কৃষকেরা পেঁয়াজ-পাট-রোপা আমন ধান এই তিনটি ফসল ভালভাবে চাষ করতে পারে। কৃষকেরা যে জমিতে পেঁয়াজ চাষ করে সেই জমিতে আগাম ফসল হিসাবে পাট আবাদ করলে পাটের ফলন বেশী হয়।

ফরিদপুরে পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও গুনগত মান বৃদ্ধিতে করণীয় ঃ

১. পাট আবাদের জন্য অত্র জেলায় প্রায় ৭০০ মে.টন তোষা পাটের বীজ প্রয়োজন। দেশী তোষা পাটের তুলনায় ভারতীয় জাতের ফলন বেশী ও আগাম বপন যোগ্য এবং বীজের সহজলভ্যতার কারণে কৃষকগণ এই জাতের পাট আবাদে অধিক আগ্রহী। কিন্তু যথাসময়ে এই বীজ আমদানী করতে না পারা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত কারণে বীজ উৎপাদন সম্ভব না হলে বীজের বাজার অস্থিতিশীল হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় এবং জেলার পাট আবাদ হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ার আশাঙ্কা দেখা দেয়। প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী প্রকৃত চাষীদের ডাটাবেজ তৈরী করে উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত পাট চাষীদের নিকট পাটবীজ এবং একই সাথে সার বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারলে ফরিদপুরের ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষীরা উপকৃত হবে এবং পাটের ফলন বৃদ্ধি পাবে।

২. বিজেআরআই তোষা পাট-৮ (রবি-১) কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হওয়ায় দেশে চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যায়িত পাটবীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ এ জাতের পাট সাধারণ তোষা পাটের জাত থেকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ ফলন বেশী দেয় । সাধারণত তোষা পাটের জাত ১২০ দিন বয়সে কাটতে হয় পক্ষান্তরে নতুন এই জাত ১০০ দিনে কর্তন করা যায়। এতে জীবনকাল ২০ দিন বেঁচে যাওয়ায় এই জমিতে চাষীরা রোপা আমন চাষের সুবিধা পায়। নতুন এই জাতের পাটের আগা গোড়া সমান, আঁশের উজ্জ্বলতাও বেশী। অন্য তোষা জাতের তুলনায় রবি-১ পাটের লিগনিনের পরিমান ২ শতাংশ কম থাকে।

৩. বিজেআরআই তোষা পাট-৮(রবি-১) নামের নতুন পাটের জাত এবং তোষা ও-৯৮৯৭ জাতের পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা, মধুখালী, চরভদ্রাসান, সদরপুর, চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় সুন্দরপুর, ইসলামপুর, বাগডাঙ্গা ইউনিয়ন এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার চাষীদের সাথে নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তির মাধ্যমে পাটবীজ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিলে পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ হবে। এছাড়া যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়ায় পাটের বীজ উৎপাদনের জন্য পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে চাষীদের সাথে নির্দিষ্ট ফরমে চুক্তির মাধ্যমে পাটবীজ উৎপাদনের প্রকল্প হাতে নিলে পাটবীজ উৎপাদন সম্প্রসারণ হবে। চাষীদের উৎপাদিত পাটবীজের দাম প্রতি কেজি ৩৫০-৪০০ টাকা দরে ভর্তুকীর মাধ্যমে পাটবীজ কেনার ব্যবস্থা করা হলে চাষীরা পাটবীজ উৎপাদনে আগ্রহী হবে। কারণ চাষির জমি পাটবীজ উৎপাদনের কারণে শীতকালীন সবজি এর পরবর্তী জানুয়ারি মাসে বোরো ধান আবাদ করতে পারেনা।

৪. পাটবীজ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট জেলায় পাটবীজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. সীমিত পরিসরে কৃষক সীডার মেশিন দ্বারা লাইনে পাটবীজ বপন করলেও অধিকাংশ কৃষক হাতে ছিটিয়ে বপন করে থাকেন। এতে করে বীজ হার বেশী লাগে ও প্রতি একর জমিতে পাট গাছের সংখ্যা কাঙ্খিত হারে থাকে না। ফলে ফলনের উপর বিরুপ প্রভাব দেখা দেয়। তাই সীডার মেশিন সহজলভ্য করে লাইনে পাট বীজ বপন করতে কৃষকদেরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। আধুনিক বীজ বপণযন্ত্রের সাহায্যে সারিতে পাটবীজ বপন করতে পারলে পাটের ফলন বৃদ্ধি পাবে। এতে পাটচাষে খরচ কম হবে। মধ্যবর্তী পারিচর্যার সুবিধা হবে বিধায় বিঘা প্রতি মাত্র ৭০০-৮০০ গ্রাম পাটবীজ লাগবে এবং আঁশের গুণগত মান ভালো হবে।

৬. উৎপাদন মৌসুমে পাটের বৃদ্ধি উচ্চ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ও পর্যায় ক্রমিক রোদ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। কোন কোন মৌসুমে অতিবৃষ্টির কারণে পাটের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও আন্তঃপরিচর্যা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে ফলন হ্রাস পায়। এছাড়া উৎপাদন মৌসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায়। এটা কাঙ্খিত উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসময়ে পাট গাছের উচ্চতা বেশী হওয়ায় কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক স্প্রে করা সম্ভব হয় না। তাই এ পরিস্থিতিতে ড্রোন ব্যবহারের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক পেকামাকড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭. পাট উৎপাদন অতি শ্রমঘন কৃষি কাজ। প্রতিটি স্তরেই পরিচর্যার জন্য অধিক শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া পাট কর্তনের সময় দ্রুত বন্যার পানি চলে আসায় কৃষকদেরকে তড়িঘড়ি করে পাট কেটে জাগ দিতে হয়। এ সময় একজন শ্রমিকের পারিশ্রমিক ৭০০/৮০০ টাকা হয়ে যায় যা বহন করা কৃষকদের পক্ষে দুরুহ হয়ে পড়ে। ভর্তুকীর মাধ্যমে আধুনিক পাট কাটার মেশিন ও পাওয়ার থ্রেসার সহজলভ্য করে পাটের আঁশ ছাড়ানোর ব্যবস্থা করলে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। বিজেআরআই উদ্ভাবিত আধুনিক পাট কাটার যন্ত্রের মাধ্যমে ১৫-২০ মিনিটে ১ বিঘা জমির পাট কাটানো যায় একজন শ্রমিক দিয়ে। যন্ত্রটি

পাওয়ার টিলারের সাথে সংযুক্ত করে নিতে হয়। এর ফলে পাটের উৎপাদন খরচ কম হবে। তাই আধুনিক বীজ বপনের যন্ত্র ও আধুনিক পাট কাটার যন্ত্র পাট চাষীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. অত্র জেলায় এক লক্ষ নব্বই হাজার মে.টন পাট উৎপাদন হলেও প্রায়শঃই পাটের বাজার অস্থিতিশীল থাকে। এর ফলে কৃষকগণ পাট উৎপাদনে অনাগ্রহী হতে পারে। প্রতি বছর উৎপদন মৌসুমে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, মিল মালিক ও রপ্তানীকারকদের সমন্বয়ে চুক্তির মাধ্যমে বাজার দর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পাটের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হওয়ায় কৃষকগণ পাট উৎপানে আগ্রহী হবে।

৯. পাট উৎপাদন মৌসুমে অত্র জেলার প্রতিটি ঘরের আনাচে কানাচে পর্যাপ্ত পাটের বিস্তার দেখা যায়। ফলে খরিপ-১ মৌসুমে সবজি ও ফল মূলের আবাদ বিঘ্নিত হয়ে পরে। কৃষকরা উৎপাদিত পাট বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করলেও পারিবারিক পুষ্টি মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হয়। সরকারিভাবে অথবা মিল মালিকদের প্রণোদনা কার্যক্রম হিসাবে পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে সচেতন করা যেতে পারে। পাটের আঁশ হতে নানা পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প-কারখানা স্থাপিত হলেও অত্র জেলার কাঁচা পাট প্রক্রিয়াজাতকরণের কোন শিল্প বিকশিত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে কাঁচা পাট হতে মন্ড তৈরীর জন্য দেশী উদ্যোক্তা বা বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. ফরিদপুর বাইপাস সড়ক, কৈজুরিতে অবস্থিত ফরিদপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এর ক্যাম্পাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মিউজিয়াম, জেলা ব্র্যান্ডিং কর্ণার করার এবং ফরিদপুর জেলার পাট অধিদপ্তরের অফিসসমূহ স্থাপন করা যেতে পারে।

১১. পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক/জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা গেলে প্রকল্পের কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে এবং জবাবদিহিতা বাড়বে।

১২. ফরিদপুর জেলার পাট বীজ উৎপাদন, পাট উৎপাদন, পরিচর্যা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি ও মিল মালিকদের পক্ষ থেকে ও উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ জেলার কৃষকদের জীবন জীবিকা, সমাজ, পরিবার ও কৃষ্টির সাথে পাট নিবিড়ভাবে জড়িত।

ফরিদপুর জেলায় পাট চাষীদের পাট জাগ দেওয়ার সহায়তার লক্ষ্যে যথোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাবনা ঃ

১। পাট পচনের জন্য বিশ্বরোডসহ অন্যান্য রাস্তার দুই পাশের খাস জমি পূণঃখনন ও সংস্কার করা যেতে পারে।

২। পাট পচনের জন্য অব্যবহৃত খাস জমিতে পুকুর ও খাল খনন করা যেতে পারে।

৩। পাট আবাদের মাঠ/বিলের চার পাশে পানি প্রবেশ ও নিষ্কাশনের জন্য সুইচ গেট নির্মাণ করা যেতে পারে, যাতে বৃষ্টির পানি/বর্ষার পানি পাট পচনের জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

৪। পাটের আঁশ ছাড়ানোর জন্য প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবিত আধুনিক পাওয়ার রিবোনার (আঁশকল মেশিন) আরও উন্নত করে পাট চাষীদের ভর্তুকি মুল্যে প্রদান করা যেতে পারে।

৫। আধুনিক পাওয়ার রিবোনার ব্যাবহারের ফলে ভাড়া পাটকাঠির জন্য পারটেক্স শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

৬। বিদ্যমান যে মরা খাল/বিল রয়েছে তা পুনঃখনন করে পাট পচানোর উপযোগী করা যেতে পারে।

৭। বিএডিসির সেচ প্রকল্পের দ্বারা জলাধারে পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

যত প্রতিকুলতাই আসুক না কেন কৃষকরা সকল বাঁধা পেরিয়ে পাট উৎপাদন এর সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। নতুন উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন হলে কৃষকরা লাভবান হবেন। এই শিল্পের সমৃদ্ধি আনয়নে পাটচাষী, পাটকল মালিক, পাটজাত পণ্যের বৈদেশিক ক্রেতাদের সমন্বয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। নিম্নমূল্যের কারণে কৃষকগণ পাট আবাদে অনাগ্রহী হলে পাটের অভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আবার সরবরাহ হ্রাস পেলে পাটের উচ্চমূল্যের কারণেও পাটকলগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। এবং বৈদেশিক ক্রেতাগণ অন্য দেশে চলে যেতে পারে, পাশাপাশি বিকল্প পণ্যের সন্ধানও করতে পারে। তাই সরকারি নীতি নির্ধারক, গ্রোয়ার, মিলার ও বায়ারদের মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগই এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পাট শিল্পের অবদান
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

জাতীয়
পাট
দিবস
২০২৩
সফল
হোক

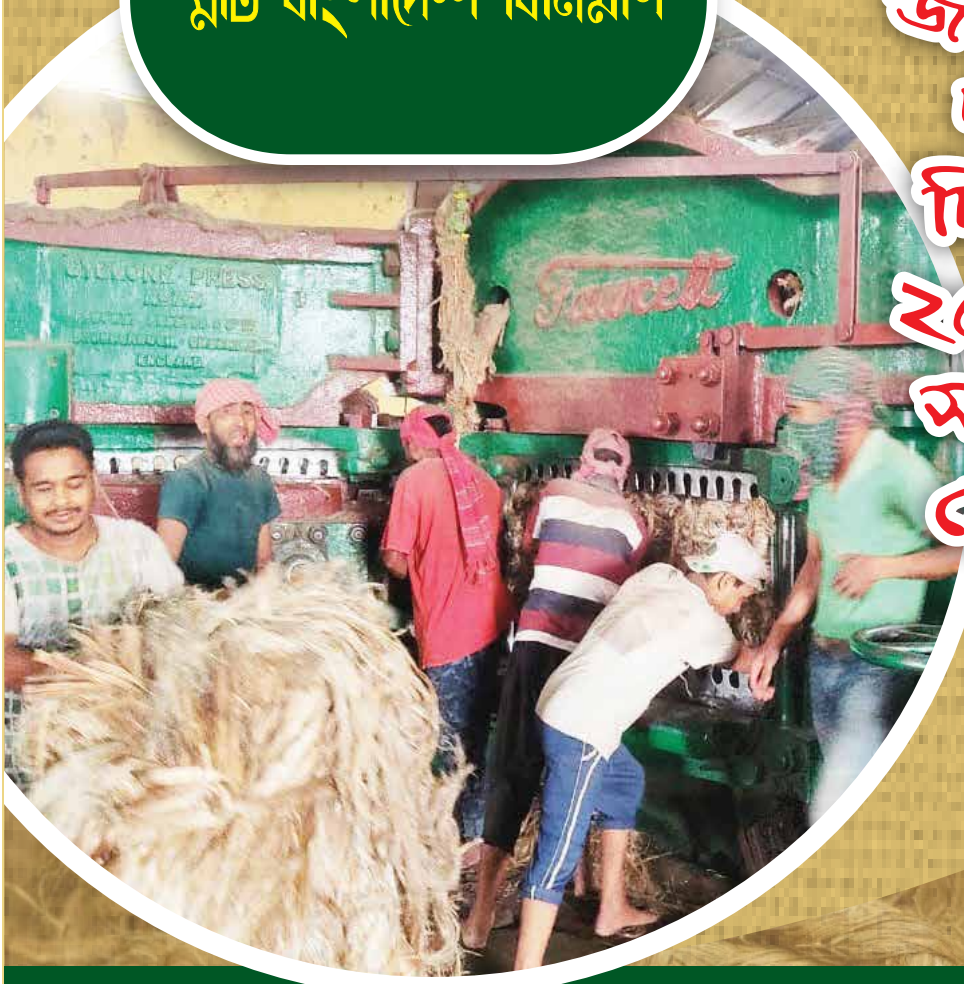

পপুলার জুট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর পক্ষ থেকে
সবাইকে পাট দিবসের শুভেচ্ছা

পপুলার জুট এক্সচেঞ্জ লিমিটেড
POPULAR JUTE EXCHANGE LTD.
JUTE BALERS & EXPORTERS
TOLARAM ROAD, NARAYANGANJ, BANGLADESH.

Phone (Off) : 0088-02-7630407
: 0088-02-9559454, 9551853
Res : 01711-840506, 01714-002955
E-mail : giash_pjkln@yahoo.com
: khair1_ngj@yahoo.com
: popular.grp@gmail.com

আমি বহুরূপী আঁশ

মোঃ জহুরুল ইসলাম
পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা
পাট অধিদপ্তর, ঢাকা

তোষা টপ

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমি এক নবাবজাদা
আমি সোনালী থেকে হালকা মাখন সাদা
আমি পরিচ্ছন্ন, আমি দোষমুক্ত আঁশ
আমি তোষা 'টপ' নামে এ দেশে করি বাস।
শতকে আমি পনেরো ভাগ করিনা কভু কাটিং
আমি শ্রেষ্ঠ, সর্বসেরা, হয় যখন মোর গ্রেডিং।
পাক্কা শ্রেণিতে 'স্পেশাল' আমি সোনার বাংলাদেশে
আমারে পেয়ে কৃষক ভায়েরা মুচকি দিয়ে হাসে।

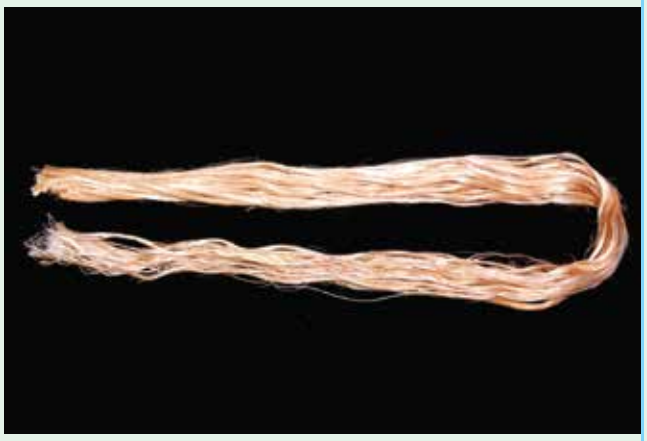

তোষা মিডল

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমি বর্ণে উজ্জ্বল রূপালী
আমি কারো সাথে তাই করি না কভু মিতালী
আমি ধূসর থেকে সোনালী রঙের আঁশ
তোষা 'মিডল' রূপে করি আমি কৃষকের ঘরে বাস
আমি পরিচ্ছন্ন, দোষমুক্ত তাই করিনা কাউরে ভয়
শতকে আমি কাটিং করি পনেরো এর বেশী নয়।
বঙ্গের তোষা 'এ' নামে আমি অবশেষে দেই ধরা
ও ভাই, আমি কিন্তু রূপ লাবণ্যে ভরা!

তোষা বি বটম

আমি শক্ত, আমি লম্বা, আমার উজ্জ্বল রূপালী বর্ণ
আমি ধূসর লালচে, আমি কৃষকের ঘরের স্বর্ণ
কোন দোষে দোষী নই আমি কাটিং এ বিশ এর কম
বঙ্গের তোষা 'বি' নামে আমি অবশেষে ফেলি দম।

তোষা সি বটম

যে কোন রঙে যে কোন শক্তি আমার দেহে থাকে
তবুও সবে সবার নীচে কেন জানি মোরে রাখে!
কাটিং এ আমি চল্লিশ ভাগ ফেলে দিয়ে ভাই বাঁচি
বঙ্গদেশের তোষা 'ক্রস' নামে ডাকতে মোরে যাচি।
আমারই অর্থে খুঁজে পায় চাষি দিন বদলের পথ
আমারই অর্থে কিনিয়া নাচে ললনার নাকের নথ।

তোষা ক্রস বটন

যে কোন রঙে যে কোন শক্তি আমার দেহে থাকে তবুও
সবে সবার নীচে কেন জানি মোরে রাখে!
কাটিং এ আমি চল্লিশ ভাগ ফেলে দিয়ে ভাই বাঁচি
বঙ্গদেশের তোষা 'ক্রস' নামে ডাকতে মোরে যাচি।
আমারই অর্থে খুঁজে পাই চাষি দিন বদলের পথ
আমারই অর্থে কিনিয়া নাচে ললনার নাকের নথ।

এসএমআর

শক্ত ছালে আবৃত আমি আঁশের দেখা নাই
সমস্ত দেহে খাওজানি মোর মুক্তির কি উপায়?
এসএমআর নামে কৃষকের ঘরে পড়ে থাকি অবহেলে
অবশেষে তাই রশি হয়ে ঝুলি গবাদি-পশুর গলে।

পাক্কা শ্রেণিতে ছয়টি রূপে এদেশে করি বাস
বাংলাদেশের সোনা আমি, আমি সোনালী আঁশ।

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে পাটখাতের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

মোঃ সওগাতুল আলম
সমন্বয় কর্মকর্তা, পাট অধিদপ্তর

পাট বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দীর্ঘদিন বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে আশির দশকে বিশ্বব্যাপি প্লাষ্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারায় কিছুটা ছেদ পড়লেও সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ, পাটখাত হতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, জুট জিও টেক্সটাইল, সয়েল সেভার বহুমুখী পাটপণ্য ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপি পাটের এ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িত। বিশ্ববাজারেব চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৪০-৫০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। শিল্পখাত বিবেচনায় পাটশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ২০২১-২২ অর্থবছরে কাঁচা পাট, প্রচলিত পাটপণ্য এবং বহুমুখী পাটজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে ১১২৭.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং কার্পেট রপ্তানির মাধ্যমে ৩৬.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ২.২৪ ভাগ। সার্বিক বিবেচনায় পাট খাত বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রচলিত পাটপণ্যের (হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি) পাশাপাশি পাটের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিজাইন ও লোগো সম্বলিত পাটপণ্য তৈরী করে অভ্যন্তরীণ ব্যবহার ও বহির্বিশ্বেও বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সরকারিভাবে বিজেএমসি এবং বেসরকারিভাবে বিজেএমএ'র সদস্যভূক্ত কিছু কিছু মিল এবং 'জুট ডাইভার্সিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) এর উদ্যোক্তাগণ কাজ করে যাচ্ছে। জেডিপিসি'র উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পণ্যসমূহ যথাক্রমে জিও জুট (সয়েল সেভার)/জুট জিও টেক্সটাইল, জুট-টেপ, জুট-রট প্রুফ নার্সারী সীট, ফাইল কাভার, ইউনিয়ন ক্যানভাস, শপিং ব্যাগ, লেডিজ ব্যাগ, ডিজাইন ব্যাগ, ট্রাভেল ব্যাগ, পর্দা, বিজনেস কার্ড, হস্ত ও কারুশিল্প পণ্য, ফাইনার জুট ফেব্রিক্স(এফজেএফ), কুশন কভার, পিলো কভার, বেড কভার, সোফা কভার, কম্বল, ওয়ালম্যাট, টিস্যু বক্স হোল্ডার, টেবিল রানার, গারবেজ ব্যাগ, লন্ড্রি ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, প্রেস ম্যাট, পাটের জুতা (এসপ্যাড্রিল সু) এবং বিভিন্ন ধরণের শো-পিসসহ শতাধিক নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের মাধ্যমে পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে। বহুমূখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হওয়ায় এ খাতে বৈদেশিক মুদ্রার অর্জনও কয়েকগুণ বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে।

পাট একটি পরিবেশবান্ধব ফসল এবং পরিবেশ রক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে গ্রিন-হাউজ গ্যাসের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। এক গবেষণায় জানা যায়, ১ হেক্টর জমির পাট ১০০ দিনে বাতাস থেকে ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম; অন্যদিকে একই সময়ে প্রতি হেক্টর জমির পাট বায়ু মণ্ডলে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন নিঃসরণ করে এ সুন্দর পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে সহায়তা করছে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতভাগ পাটপণ্য ব্যবহার করলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে যাবে। এ ছাড়াও পাট চাষে পাট গাছের শিকড় ও ঝড়ে পড়া পাতা পঁচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। পাটচাষের পর ঐ জমিতে অন্য যে কোন ফসল চাষ করলে তুলনামূলক অনেক বেশী ফলন হয় এবং চাষী লাভবান হন। অর্থকরী ফসল হিসেবেও পাটের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলার পাট, আগামীর পণ্য

মুহাম্মদ শামীম আল মামুন তালুকদার
মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার
পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ খ্যাত পাট বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাট বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। সারাদেশে প্রায় ৪ (চার) কোটি লোকের জীবন জীবিকা পাট খাতের সাথে জড়িত। পাট পরিবেশবান্ধব এবং বহুমুখি ব্যবহার উপযোগী পণ্য। পণ্য পরিবহনসহ সকল প্রকার প্যাকেজিং এ পাট একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এক সময়ে বিশ্বখ্যাত সোনালী আঁশ পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। পাকিস্তানের বৈদেশীক মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হতো পাট হতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী শোষণে পাটের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ১৮ মার্চ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমানের নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। পুস্তিকায় ৬ দফার আর্থ-রাজনৈতিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ৬ দফা ঘোষণার ৫এর (ঘ) ক্রমিকে উল্লেখ করা হয় "পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা আবাদি খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট চাষিদের ভাগ্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন কিন্তু চাষিকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোনো দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষির ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনের-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীদের গুদামে চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এই খেলা গরিব পাট চাষি চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানিকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনো প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট ট্রেডিং করপোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সে আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।" ৬ দফা দাবির ৫(ঙ) কর্মসূচিতে "পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশি মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশি লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ওই অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট চাষিকে পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হইলে, আমদানি-রফতানি সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশি মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এ ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।" এছাড়া ১৯৬৯ সালের পহেলা আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণায় পাট সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হয়। উক্ত ঘোষণায় পাট ব্যবসা জাতীয়করণে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাট খাতে বিরাজমান অব্যবস্থাপনা এবং লুটেরা দালালদের হাত থেকে মুক্ত করে পাটের সোনালী ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাট নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন।

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু পাটকল ও বস্ত্রকলসমূহ জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র পাট বিভাগ সৃষ্টি করে পাটের অগ্রযাত্রায় মনোযোগী হন। ৭৫ পরবর্তী তিন দশকে পাট হারাতে থাকে তার সোনালী ঐতিহ্য । একসময় বন্ধ হয়ে যায় দেশের প্রাচীন ও সর্ববৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল। ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে পাটপণ্যের উৎপাদন ও চাহিদা। চাষীরাও পাটচাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পাটের ব্যাগের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ দুষনকারী ক্ষতিকর পলিথিনে ছেয়ে যায় দেশ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্যা কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে মৃতপ্রায় পাট খাতকে আবার লাভজনক ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। পাট ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রণীত হয়। এই আইনের অধীনে এ পর্যন্ত বহুল ব্যবহৃত ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটের বস্তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা, পণ্য জব্দ এবং কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। আইনটি বাস্তবায়নে পাট অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ উদ্বুদ্ধকরণ সভা, পোষ্টার ও লিফলেট বিতরণ এবং আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

পাট উৎপাদনে একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি ও গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার পাট খাতের উন্নয়ন এবং পাট চাষীদের অব্যাহত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন পাট অধিদপ্তরের মাধ্যমে "উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত পাটচাষীদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কম জমিতে অধিক পরিমান পাট ও পাটবীজ উৎপাদন, পাটের গ্রেডিং এবং রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচানোর কলাকৌশল বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, পাটচাষীদেরকে বিনামূল্যে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে কৃষকগণ উপকৃত হচ্ছেন, অন্যদিকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটছে এবং ভালোমানের পাটবীজ ও পাটের আঁশ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রকল্পভুক্ত কৃষকদের উৎপাদিত বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পাটবীজ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা থাকায় কৃষকরাও তাদের উৎপাদিত বীজের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে দেশে উচ্চ ফলনশীল পাটবীজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটবীজের ঘাটতি পূরণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। এর ফলে উন্নত জাতের পাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, যা সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পাটকে বিশ্ব বাজারে ব্রান্ডিং করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । সারাদেশে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাটের নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়মিত পাটপণ্যের মেলা আয়োজনের পাশাপাশি বিদেশে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করেও পাটের বহুমুখী পণ্যের সাথে পরিচয় ঘটানোর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাট নিয়ে নানামুখি গবেষণায় সরকারি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এক্ষেত্রে সাফল্যও পেয়েছেন বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা। ২০১০ সালে প্রয়াত বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম সিকোয়েন্স আবিস্কার করেন। বাংলাদেশের আরেক বিজ্ঞানী ড. মোবারক আহমদ খান পাটের সেলুলোজ ব্যবহার করে পলিথিনের মতো ব্যাগ আবিস্কার করেছেন যা সোনালী ব্যাগ নামে পরিচিত। পরিবেশবান্ধব সোনালী ব্যাগ এর উৎপাদন খরচ কমিয়ে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করতে পারলে ক্ষতিকর পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যাবে। এছাড়া স্বাস্থ্য সম্মত পাটপাতার চা, ভিসকস থেকে উন্নত মানের সুতা, জুট জিও টেক্সটাইলের ব্যবহার, পাটের ঢেউটিন এবং পাটখড়ি থেকে চারকোলের ব্যবহার ও চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্যাপ্ত পরিমান চারকোল বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবান্ধব প্রাকৃতিক তন্তু, পাট আঁশের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের চাহিদা পুরন করে বিদেশেও রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারণ, গুণগত মান উন্নয়ন, পাট শিল্পের বিকাশ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে পাট আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রচার ও প্রসার এবং বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবছর ৬ মার্চ কে জাতীয় পাট দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে প্রতিবছর ৬ মার্চ পাটচাষী, পাটজাত পণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও ব্যবহারকারী সবাইকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী জাতীয় পাট দিবস হিসেবে পালিত হয়ে

আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ জাতীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করা হয়। এছাড়া জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সারাদেশে জাতীয় পাট দিবস উদযাপন করা হয়। জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জা এবং পাটজাত পণ্যের জমজমাট মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মেলা আয়োজনের মাধ্যমে প্রচুর পরিমান নতুন নতুন পাটজাত পণ্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও প্রতিবছর জাতীয় পাট দিবসে পাটখাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্মাননা ও পুরস্কার প্রদান করা হয়। ফলে পাটচাষী ও শিল্পোদ্যোক্তাগণ পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদনে পাটশিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় আরও বেশী আগ্রহী হয়ে উঠছেন ।

বাংলার পাট, বাংলার সোনালী ঐতিহ্য। পাটের হারানো গৌরব আবার ফিরে আসবে এই স্বপ্ন দেখে প্রতিটা বাঙালী। এর জন্য প্রয়োজন দেশপ্রেম, পাটপণ্য ব্যবহারে সকলের আন্তরিকতা, পাটচাষীদের কল্যাণে সরকারি অব্যাহত সহযোগিতা এবং নতুন নতুন শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসা। তাহলেই সোনালী আঁশ বাংলার পাট হয়ে উঠবে আগামীর পণ্য।

প্লাস্টিকপণ্য পরিহার করি
পাটপণ্যের বিশ্ব গড়ি

পাটপণ্য পরীক্ষাগার এবং বিদ্যমান পরীক্ষণ সুবিধাদি

১. পাটপণ্য পরীক্ষাগার :

ইউএনডিপি'র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দেশের বৃহৎ ০৩ (তিন) টি পাট শিল্প অঞ্চল যথাক্রমে- ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ১৯৮৩ সালে পাট অধিদপ্তরের অধীনে ৩টি আধুনিক মানের পাটপণ্য পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়। বর্তমান বিশ্বে পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকার ডিজিটাল পরীক্ষণ যন্ত্র আবিস্কার হলেও এ ৩টি পরীক্ষাগারে স্থাপিত এনালগ পদ্ধতির যন্ত্রপাতির গ্রহণযোগ্যতা মোটেও কমেনি।

২. পরীক্ষাগার সমূহের ব্যবহার :

তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগার যথা : (১) চট্টগ্রামে স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, হবিগঞ্জ ও কুমিল্লা এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (২) ঢাকায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়। (৩) খুলনায় স্থাপিত পাটপণ্য পরীক্ষাগারের মাধ্যমে- খুলনা, যশোর, বরিশাল, মাদারীপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, মাগুরা, ফরিদপুর ও রাজবাড়ী এলাকার সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত পাটপণ্যের মান পরীক্ষণে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩. পরীক্ষণ সুবিধাদি :

ক) ভৌত ও ব্যবহারিক মান পরীক্ষা :

পাটজাত পণ্য যথা-হেসিয়ান, সেকিং, সিবিসি, কার্পেট, ইর্য়ান ও টুয়াইন ইত্যাদি পাটজাত পণ্যের ষ্ট্রেংথ, কাউন্ট, ময়েশ্চার, কালার, টুইষ্ট, হেয়ারিনেস, রেগুলারিটি, ব্রাইটনেস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

খ) রাসায়নিক মান পরীক্ষা :

সরকারি ও বেসরকারি পাটকলে উৎপাদিত সকল প্রকার পাটজাত পণ্যের অয়েল কন্টেন্ট, জেবি অয়েল এর ভিসকোসিটি, পরোসিটি, পোর পয়েন্ট, ফ্লাশ পয়েন্ট, ইমালশন, সেলাইনিটি এবং কার্বন, ফুট প্রিন্ট, ফিংগার প্রিন্ট, ইত্যাদির উপস্থিতি ও পরিমাণ সংক্রান্ত যাবতীয় রাসায়নিক পরীক্ষা তিনটি পাটপণ্য পরীক্ষাগারে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

র‍্যাপিড অয়েল এক্সট্রাকশন এ্যাপারেটাস
এ যন্ত্র দ্বারা পাটজাত পণ্যে ব্যবহৃত তেলের পরিমাণ অতি দ্রুত নিরূপন করা হয়।

গবেষণা টেবিল
রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল এবং রিএজেন্ট যা জার্মান এবং ইংল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত।

জাতীয় পাট দিবস ২০২৩

আকিজ জুট মিলস্ লিমিটেড-এর পক্ষ থেকে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **শেখ হাসিনা** সহ সকলকে
জাতীয় পাট দিবসের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা

"বাংলাদেশ ও বিশ্বে আকিজ মানেই কোয়ালিটি
কোয়ালিটি মানেই আকিজ"

ফটো গ্যালারী

ছবিতে পাটের জীবন-চক্র

পাটের বীজ উৎপাদন ও বীজ সংগ্রহ

পাটের বীজ রোদে শুকানো

পাটের বীজ বপন ও পরিচর্যা

পাট কর্তন

রিবন রেটিং পদ্ধতিতে কাঁচা পাটের আঁশ ছাড়ানো

ছাড়ানো কাঁচা আঁশ ও পাট পানিতে জাগ দেয়া

জাগ দেয়া আঁশ ছাড়ানো ও রোদে শুকানো

পাটের আঁশ ও পাটখড়ি সংগ্রহ

হস্তশিল্প এবং মিল কারখানায় পাটজাত পণ্য উৎপাদন

‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০’ বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার চিত্র :

বিগত পাট দিবসের স্থির চিত্র

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পাটপণ্য মেলা পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে সম্মাননাপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে ফটোসেশন

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত পাটপণ্য মেলা পরিদর্শনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় পাট দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালী

জাতীয় পাট দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে আয়োজিত জাতীয় পাট মেলা উদ্বোধন করেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী টিপু মুনশি, এমপি

জাতীয় পাট দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপিকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব লোকমান হোসেন মিয়া

জাতীয় পাট দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে সম্মাননাপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে ফটোসেশন

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রেস ব্রিফিং করছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আব্দুর রউফ

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বক্তব্য রাখছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অংশীজনদের সম্মাননা স্মারক তুলে দিচ্ছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি ও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

জাতীয় পাট দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে সম্মাননাপ্রাপ্ত বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে ফটোসেশন

পাট শিল্পের অবদান স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

- পরিবেশ-বান্ধব ফসল হিসেবে সোনালী আঁশ পাটের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। সময়মত উন্নত জাতের পাট ও পাটবীজ চাষ করে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পাটবীজ উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করুন।
- উন্নতমানের পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে পাটচাষীদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার পাটচাষীদের কল্যাণার্থে ৫ বছর মেয়াদী 'উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রযুক্তিগত সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।
- দেশের ৪৬টি জেলার ২৩০টি উপজেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম বিস্তৃত। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করুন।
- পরিবেশ রক্ষা ও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে **'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০'** এর অধীন তফসিলভুক্ত ধান, চাল, গম, ভূট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, তুষ-খুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ফিড ও ফিস ফিড-এ ১৯টি পণ্য মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইন অমান্যকারীর শাস্তি-অনধিক এক বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড।
- জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণের নেতৃত্বে দেশব্যাপী নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪,৫৫৬ টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড এবং ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
- আইনী জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে নির্ধারিত পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার নিশ্চিত করুন এবং পরিবেশ রক্ষা ও পাটপণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে অবদান রাখুন।
- **'পাট আইন, ২০১৭'** মোতাবেক পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পাট অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স গ্রহণ ও তা সময়মত নবায়ন করা বাধ্যতামূলক।
- প্রতিবছর ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন না করলে নবায়ন ফি'র সমপরিমান অতিরিক্ত অর্থ জরিমানার বিধান রয়েছে।
- লাইসেন্সবিহীন পাট ও পাটপণ্যের ব্যবসা পরিচালনা আইনতঃ দণ্ডনীয়। এ আইন অমান্য করার শাস্তি অনধিক ৩ বছর কারাদণ্ড বা ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ড। সময়মত পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন করুন।

"বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন ও ব্যবহারেই দেশের সমৃদ্ধি"

পাট অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
www.dgjute.gov.bd

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিবিধানের আলোকে পাট অধিদপ্তর ও পাট সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তথ্য জানার জন্য যোগাযোগ: পাট অধিদপ্তর, ৯৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। **www.dgjute.gov.bd**

জাতীয় পাট দিবস ২০২৩

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন-এর
সকল সদস্য কারখানার পক্ষ থেকে

পাট দিবসের শুভেচ্ছা

BANGLADESH JUTE SPINNERS ASSOCIATION
JUTE THE NATURAL FIBER

পাট শিল্পের প্রসার করি
সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি

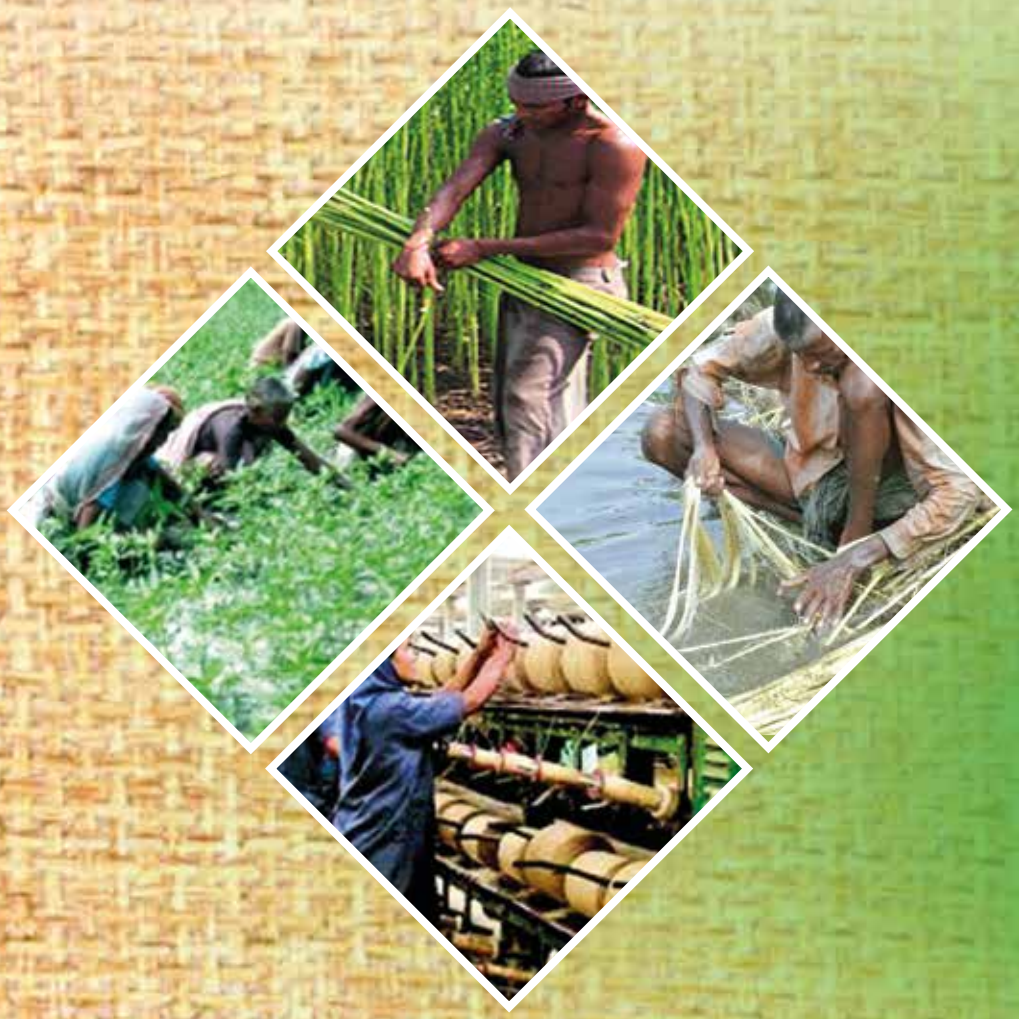

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার